গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

প্রাণিসম্পদ উৎপাদন উপকরণ ও প্রাণিজাত
খাদ্যের মান নিয়ন্ত্রণ সংশ্লিষ্ট

আইন ও বিধি
বুকলেট

প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর বাংলাদেশ

প্রাণিসম্পদ উৎপাদন উপকরণ ও প্রাণিজাত খাদ্যের মান নিয়ন্ত্রণ গবেষণাগার স্থাপন প্রকল্প
প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর, বাংলাদেশ, কৃষি খামার সড়ক, ফার্মগেট, ঢাকা

প্রাণিসম্পদ উৎপাদন উপকরণ ও প্রাণিজাত খাদ্যের মান নিয়ন্ত্রণ সংশ্লিষ্ট

আইন ও বিধি

বুকলেট

প্রাণিসম্পদ উৎপাদন উপকরণ ও প্রাণিজাত খাদ্যের মান নিয়ন্ত্রণ গবেষণাগার স্থাপন প্রকল্প
প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর, বাংলাদেশ, কৃষি খামার সড়ক, ফার্মগেট, ঢাকা

ডিসেম্বর ২০১৭

প্রাণিসম্পদ উৎপাদন উপকরণ ও প্রাণিজাত খাদ্যের মান নিয়ন্ত্রণ সংশ্লিষ্ট

আইন ও বিধি

বুকলেট

সংকলন

ড. মোহাম্মদ বজলুর রহমান
ড. হোসেন মোঃ সেলিম
ডাঃ নাছরিন পারভীন
ডাঃ মনিরুজ্জামান তরফদার

সমন্বয়

ট্রেনিং এন্ড টেকনোলজি ট্রান্সফার (টিটিটি)
বাড়ি-৫৯, রোড-১২এ, ধানমন্ডি, ঢাকা

সার্বিক তত্ত্বাবধান

ড. মোঃ মোস্তফা কামাল
প্রকল্প পরিচালক

উপদেষ্টা

ডাঃ মোঃ আইনুল হক
মহাপরিচালক

প্রকাশনায়

প্রাণিসম্পদ উৎপাদন উপকরণ ও প্রাণিজাত খাদ্যের মান নিয়ন্ত্রণ গবেষণাগার স্থাপন প্রকল্প
প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর, বাংলাদেশ, কৃষি খামার সড়ক, ফার্মগেট, ঢাকা

ডিসেম্বর ২০১৭

মহাপরিচালক
প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর, বাংলাদেশ
কৃষি খামার সড়ক, ফার্মগেট, ঢাকা।

কৃষিভিত্তিক জাতীয় অর্থনীতিতে প্রাণিসম্পদের অবদান অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। বিগত কয়েক দশকে চিরাচরিত পদ্ধতির পরিবর্তে বাণিজ্যিক ভিত্তিতে পশু-পাখি পালন ব্যাপক বৃদ্ধি পেয়েছে। এই বাণিজ্যিকীকরণের ফলে পশু-পাখির খাদ্য,ওষুধ ও প্রজনন সামগ্রীর ব্যাপক চাহিদা তৈরি হয়েছে। এসকল উপকরণ দেশের আভ্যন্তরীণ উৎপাদন বৃদ্ধি পেলেও চাহিদার তুলনায় তা কম। ফলশ্রুতিতে এসকল উপকরণ বিদেশ থেকে আমদানী করা হয়। এ কথা অনস্বীকার্য যে, যত্রতত্রভাবে আমদানিকৃত উপকরণের মাধ্যমে নতুন নতুন রোগ-জীবাণু, ক্ষতিকর রাসায়নিক ও জৈব রাসায়নিক পদার্থ দেশের অভ্যন্তরে অনুপ্রবেশ ও বিস্তার লাভ করতে পারে। এমনকি অভ্যন্তরীণ উৎপাদিত পণ্যের মাধ্যমেও বিভিন্ন রোগের জীবাণু এক খামার থেকে অন্য খামারে দ্রুত ছড়িয়ে পড়তে পারে।

বর্তমানে মানুষের ক্রয় ক্ষমতা বৃদ্ধি পাওয়ায় স্বাস্থ্য বিষয়ে সচেতনতা বৃদ্ধি পেয়েছে। তাই গুণগতমান সম্পন্ন প্রাণিজাত খাদ্য তথা দুধ, মাংস ও ডিম উৎপাদনের মহান উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে 'প্রাণিসম্পদ মান নিয়ন্ত্রণ গবেষণাগার' স্থাপন করা হচ্ছে। এই গবেষণাগার মানসম্পন্ন উপকরণ সরবরাহ নিশ্চিত পূর্বক প্রাণিসম্পদের উৎপাদন ব্যয় হ্রাস করার মাধ্যমে প্রাণিজাত খাদ্য তথা দুধ, মাংস ও ডিমের উৎপাদন বৃদ্ধি করবে, যা আত্মকর্মসংস্থান সৃষ্টি, দারিদ্র হ্রাসকরণ, নারীর মতায়ন, খাদ্য নিশ্চয়তা ও খাদ্য নিরাপত্তা বলয় তৈরিতে কার্যকরী ভূমিকা রাখবে।

বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর হতে অদ্যাবধি মানুষের জন্য নিরাপদ খাদ্য নিশ্চিত করার জন্য অনেক আইন ও বিধি প্রণীত হয়েছে।এদের মধ্যে সুনির্দিষ্ট করে পশু-পাখির জন্য মানসম্মত খাদ্য প্রাপ্তি নিশ্চিত করার লক্ষ্যে 'মৎস্যখাদ্য ও পশুখাদ্য আইন ২০১০' ও 'পশুখাদ্য বিধিমালা ২০১৩' এবং পশু জবাই নিয়ন্ত্রণ ও জনসাধারণের জন্য মানসম্মত মাংস প্রাপ্তি নিশ্চিত করার লক্ষ্যে 'পশু জবাই ও মাংসের মান নিয়ন্ত্রণ আইন ২০১১' উল্লেখযোগ্য। উল্লেখিত আইন ও বিধি বাস্তবায়নের জন্য প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর ম্যান্ডেট প্রাপ্ত। তাছাড়া প্রাণিজাত খাদ্যসহ মানুষের জন্য নিরাপদ অন্যান্য খাদ্যের যোগান নিশ্চিত করার জন্য 'নিরাপদ খাদ্য আইন, ২০১৩' প্রণীত হয়েছে যা বাস্তবায়নের জন্য উক্ত আইনের অধীন 'নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ' গঠিত হয়েছে। উল্লেখিত আইন ও বিধি সম্পর্কে সম্যক জ্ঞান প্রাণিসম্পদ উৎপাদন উপকরণ ও প্রাণিজাত খাদ্যের মান নিয়ন্ত্রণের জন্য আবশ্যক।

প্রাণিসম্পদ উৎপাদন উপকরণ ও প্রাণিজাত খাদ্যের মান নিয়ন্ত্রণ সংশ্লিষ্ট প্রধান আইন ও বিধি সম্বলিত এই বুকলেট প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের কর্মকর্তা, মাঠকর্মী ও সংশ্লিষ্ট সকলের চাহিদা মেটাতে সক্ষম হবে বলে আমি আশা করি।

এই বুকলেট টি মুদ্রণের উদ্যোগ নিঃসন্দেহে প্রশংসনীয়।

ডাঃ মোঃ আইনুল হক
মহাপরিচালক
প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর, বাংলাদেশ

ঢাকা, বাংলাদেশ
ডিসেম্বর ২০১৭ খ্রি.

প্রকল্প পরিচালক
প্রাণিসম্পদ উৎপাদন উপকরণ ও প্রাণিজাত খাদ্যের
মান নিয়ন্ত্রণ গবেষণাগার স্থাপন প্রকল্প
প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর, বাংলাদেশ, ঢাকা

জাতীয় অর্থনীতিতে প্রাণিসম্পদ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। জিডিপিতে এ খাতের অবদান শতকরা ১.৬৬ ভাগ। কর্মসংস্থান, পশুশক্তি, জ্বালানী, জৈবসার উৎপাদন, গ্রামীণ পরিবহন ইত্যাদি অন্তর্ভূক্ত করা হলে এ খাতের সামগ্রিক অবদান শতকরা ১৫ ভাগের অধিক। মোট জনগোষ্ঠীর শতকরা ২০ ভাগ লোকের সরাসরি কর্মসংস্থান হয় গবাদিপশু ও হাঁস-মুরগি প্রতিপালন করে। ভূমিহীন ও প্রান্তিক চাষী এবং বেকার যুবক ও দুস্থ মহিলাদের আত্মকর্মসংস্থান সৃষ্টির মাধ্যমে তাদের জীবিকার অবলম্বন হিসেবে প্রাণিসম্পদের অবদান অপরিসীম। দেশের জনসংখ্যা ও অবকাঠামোর দ্রুত বৃদ্ধির ফলে খাদ্যশষ্য উৎপাদনের জমি কমে যাচ্ছে। তাই দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে গবাদিপশু ও হাঁস-মুরগি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে।

বিগত কয়েক দশকে চিরাচরিত পদ্ধতির পরিবর্তে বাণিজ্যিক ভিত্তিতে পশু-পাখি উৎপাদন ব্যাপক বৃদ্ধি পেয়েছে। এই বাণিজ্যিকীকরণের ফলে পশু-পাখির খাদ্য,ঔষধ ও প্রজনন সামগ্রীর ব্যাপক চাহিদা তৈরি হয়েছে। এসকল উপকরণ দেশের আভ্যন্তরীণ উৎপাদন বৃদ্ধি পেলেও চাহিদার তুলনায় তা কম। ফলশ্রুতিতে এসকল উপকরণ বিদেশ থেকে আমদানী করা হয়ে থাকে। এটা প্রমাণিত যে, পশু-পাখির উৎপাদন দক্ষতা তাদের খাদ্যের গুণগতমানের ওপর নির্ভরশীল। তাছাড়া প্রাণিসম্পদ খাতের উৎপাদন ব্যয়ের শতকরা ৭০ ভাগ ব্যয় হয় খাদ্য উপাদানের পেছনে। তাই খাদ্যের পুষ্টিগত মান নিয়ন্ত্রণ করে উৎপাদন ব্যয় কমানোর মাধ্যমে এই খাতের উৎপাদন বৃদ্ধিকে আরো ত্বরান্বিত করা যায়। তাই প্রস্তাবিত মান নিয়ন্ত্রণ গবেষণাগার স্থাপিত হলে প্রাণিসম্পদ উপখাতের জন্য প্রয়োজনীয় উপকরণের মান নিয়ন্ত্রণ করে গুণগতমান সম্পন্ন প্রাণিজ আমিষ উৎপাদন বৃদ্ধি পাবে যা খাদ্য নিশ্চয়তা ও খাদ্য নিরাপত্তায় ব্যাপক ভূমিকা রাখবে।

বাংলাদেশে প্রাণিসম্পদ সম্পর্কিত প্রচলিত আইন, অধ্যাদেশ ও নীতিমালাসমূহ প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে প্রাণিসম্পদ উৎপাদন উপকরণের মান নিয়ন্ত্রণে সহায়তা করে থাকে। বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর হতে অদ্যাবধি মানুষের জন্য নিরাপদ খাদ্য নিশ্চিত করার জন্য অনেক আইন প্রণীত হয়েছে। এ সকল আইন, বিধি ও নীতিমালার মধ্যে সুনির্দিষ্ট করে পশুপাখির জন্য মানসম্মত খাদ্য প্রাপ্তি নিশ্চিত করার লক্ষ্যে এবং তদসংশ্লিষ্ট আনুষঙ্গিক বিষয়াদি সম্পর্কে বিধান প্রণয়নকল্পে 'মৎস্যখাদ্য ও পশুখাদ্য আইন ২০১০' এবং 'পশুখাদ্য বিধিমালা ২০১৩' প্রণীত হয়েছে। এছাড়া পশু জবাই নিয়ন্ত্রণ ও জনসাধারণের জন্য মানসম্মত মাংস প্রাপ্তি নিশ্চিত করার লক্ষ্যে এবং তদসংশ্লিষ্ট আনুষঙ্গিক বিষয়াদি সম্পর্কে বিধান প্রণয়নকল্পে 'পশু জবাই ও মাংসের মান নিয়ন্ত্রণ আইন ২০১১' প্রণীত হয়েছে। এসকল আইন বাস্তবায়নের জন্য প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর ম্যান্ডেট প্রাপ্ত। তাছাড়া প্রাণিজাত খাদ্যসহ মানুষের জন্য নিরাপদ খাদ্যের যোগান নিশ্চিত করার জন্য 'নিরাপদ খাদ্য আইন, ২০১৩' প্রণীত হয়েছে যা বাস্তবায়নের জন্য উক্ত আইনের অধীন 'নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ' গঠিত হয়েছে।

প্রাণিসম্পদ উৎপাদন উপকরণ ও প্রাণিজাত খাদ্যের মান নিয়ন্ত্রণ সংশ্লিষ্ট প্রধান আইন ও বিধি সম্বলিত এই বুকলেট প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের কর্মকর্তা, মাঠকর্মী ও সংশ্লিষ্ট সকলের চাহিদা মেটাতে সক্ষম হবে বলে আমি আশা করি।

বুকলেটটি সংকলনে সংশ্লিষ্ট সকলকে জানাই আমার আন্তরিক ধন্যবাদ।

ড. মোঃ মোস্তফা কামাল
প্রকল্প পরিচালক

ঢাকা, বাংলাদেশ
ডিসেম্বর ২০১৭ খ্রি.

আইন ও বিধি

বুকলেট

সূচিপত্র

অধ্যায় বিষয়	পৃষ্ঠা নং
১.০ জাতীয় অর্থনীতিতে প্রাণিসম্পদের গুরুত্ব	৭-১০
২.০ প্রাণিসম্পদ মান নিয়ন্ত্রণে প্রধান আইন ও বিধি	১১-১১
২.১ মৎস্যখাদ্য ও পশুখাদ্য আইন ২০১০	১২-১৫
২.২ পশুখাদ্য বিধিমালা ২০১৩	১৬-১৮
২.৩ পশু জবাই ও মাংসের মান নিয়ন্ত্রণ আইন ২০১১	১৯-২২
২.৪ নিরাপদ খাদ্য আইন ২০১৩	২৩-৪৯
৩.০ 'প্রাণিসম্পদ মান নিয়ন্ত্রণ গবেষণাগার' স্থাপন প্রকল্প পরিচিতি	৫০-৫২

প্রাণিসম্পদ উৎপাদন উপকরণ ও প্রাণিজাত খাদ্যের মান নিয়ন্ত্রণ গবেষণাগার স্থাপন প্রকল্প
প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর, বাংলাদেশ, ঢাকা।

ডিসেম্বর ২০১৭

প্রাণিসম্পদের গুরুত্ব

অধ্যায়-১: জাতীয় অর্থনীতিতে প্রাণিসম্পদের গুরুত্ব

পৃথিবীতে বহু ধরণের পশুপাখি রয়েছে। আদিকাল থেকেই বিভিন্ন পশুপাখি মানুষের প্রয়োজনে ব্যবহার হয়ে আসছে। বন্য পশুপাখিকে গৃহে পোষ মানিয়ে লালন পালন করা থেকেই পশুপাখি পালনের উৎপত্তি। যে সকল পোষা পশুপাখি মানুষের গার্হস্থ্য জীবনযাত্রার প্রয়োজনে ব্যবহার হয় এবং উপকার লাভ করা যায় তাদেরকে প্রাণিসম্পদ বা livestock বলা হয়। বাংলাদেশে মানুষ যেসব প্রাণিসম্পদ পালন করছে তাদের মধ্যে গরু, মহিষ, ছাগল, ভেড়া, হাঁস ও মুরগি উল্লেখযোগ্য। এসব প্রাণিসম্পদ আমাদের জীবনে নিম্নোক্তরূপে অবদান রাখে।

- খাদ্যের উৎস: প্রাণিজ প্রোটিনের উৎস প্রধানত দুধ, মাংস, ডিম যার সিংহভাগ আসে প্রাণিসম্পদ থেকে। প্রাণিজ খাদ্য শুধু প্রোটিনের উৎসই নয় বরং এসব খাদ্য সুপাচ্য ও প্রায় সকল মানুষের নিকট অত্যন্ত রুচিকর ও সুস্বাদু।
- শক্তির উৎস: বিভিন্ন কাজে মানুষ গৃহ পালিত গরু, মহিষ, হাতি, ঘোড়া ও উট ইত্যাদি শক্তির উৎস হিসেবে ব্যবহার করে থাকে। আধুনিক যুগে মানুষ ও জন্তুর পরিবর্তে যন্ত্রের প্রবর্তন হলেও আমাদের দেশের কৃষি ব্যবস্থা এখনও অনেকাংশে গো-শক্তির উপর নির্ভরশীল। কৃষি ক্ষেত্রে হাল চাষ ছাড়াও গ্রামীণ পরিবহন, ফসল মাড়াই, ঘানি টানা ইত্যাদি কাজেও ব্যাপকভাবে গরু, মহিষ ও ঘোড়া ব্যবহার করা হয়।
- পোষাক-পরিচ্ছদের উৎস: পশুর চামড়া, লোম, পশম ও মোহেয়ার (mohair) মানুষের বিভিন্ন প্রয়োজনীয় পোষাক ও জিনিস তৈরিতে ব্যবহার হয়। পশুর চামড়া থেকে জুতা, সেন্ডল, সুটকেস, বেল্ট ও অন্যান্য দ্রব্য তৈরি হয়। পশম থেকে বিভিন্ন ধরণের কম্বল তৈরি হয়। এছাড়া ঠান্ডা দেশের উপযোগী গরম পোষাক তৈরিতে কোমল লোমবিশিষ্ট পশুচর্ম (fur) ব্যবহার হয়।
- শ্রান্তি বিনোদনের উৎস: গৃহপালিত পশু বিশেষ করে ঘোড়া, কুকুর ও বিড়াল চিত্ত-বিনোদনে ব্যবহার হয়। ঘোড়ার দৌড়বাজি (race), মোরগের লড়াই, ষাঁড়ের লড়াই, ষাঁড়ের দৌড়বাজি ইত্যাদি মানুষের কতিপয় শ্রান্তি বিনোদন। অনেক মানুষ আবার পোষা কুকুর, বিড়াল ও কতিপয় ফ্যান্সি পাখি পালন করে আনন্দ পায়।
- পশুপাখি অখাদ্যকে অত্যন্ত প্রয়োজনীয় দ্রব্যে রূপান্তর করে: পশুপাখির প্রায় দুই-তৃতীয়াংশ খাদ্য মানুষের খাবারের উপযোগী নয়। যেমন- খড়, ঘাস, কৃষি উপজাত ভূষি, কুড়া ইত্যাদি। এছাড়া পশুপাখিকে কিছু দানাদার খাদ্য খাওয়ানো হয় তাও নিম্নমানের। অপরদিকে এসব পশুখাদ্য রূপান্তরিত হয়ে উৎপন্ন হয় মাংস, দুধ ও পশম।
- জৈব সারের উৎস: মৃত্তিকার উর্বরতা রক্ষা ও শস্যের ফলন বৃদ্ধিতে জৈব সারের প্রয়োজনীয়তা সর্বাধিক। পশুপাখির খাদ্যের শতকরা ৮০ ভাগ মল-মূত্রের মাধ্যমে বেরিয়ে আসে এবং সুষ্ঠু প্রক্রিয়ার মাধ্যমে মৃত্তিকার উর্বরতা বৃদ্ধি করে।
- জ্বালানি হিসেবে ব্যবহার: বাংলাদেশের গ্রামাঞ্চলে গোবর শুকিয়ে জ্বালানি হিসেবে ব্যবহারের প্রচলন রয়েছে। এতে জ্বালানি কাঠের উপর চাপ কমে গাছ নিধন হ্রাসের মাধ্যমে পরিবেশের ভারসাম্য বজায় থাকতে সাহায্য করছে।

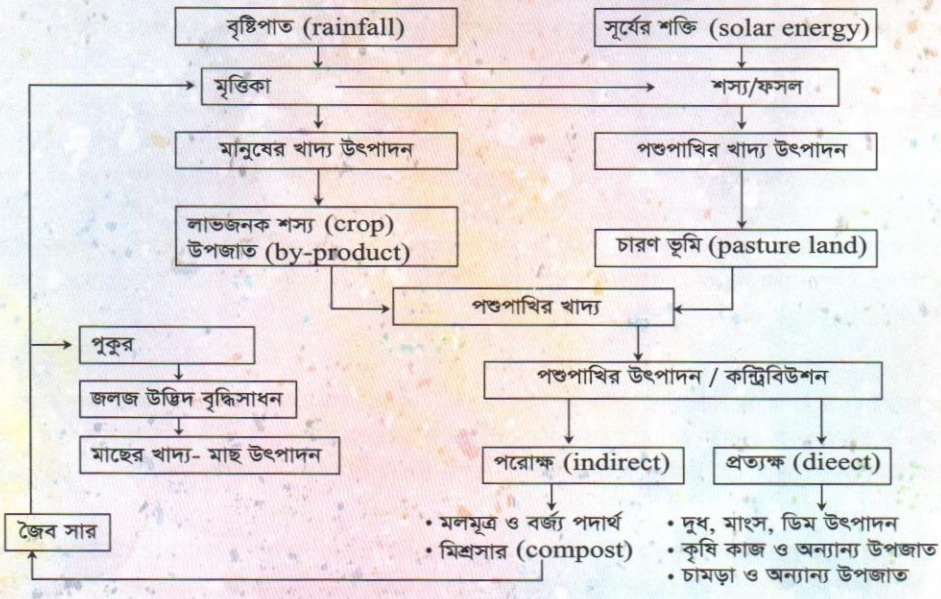

চিত্র ১ঃ প্রাণিসম্পদের গুরুত্ব। এই চিত্রটি 'পশু পালন ও চিকিৎসাবিদ্যা' বই থেকে নেয়া হয়েছে (সামাদ ২০০১)।

অন্যান্য ব্যবহার:

অস্থি (bone)- বোতাম, আঠা (glue) এবং পশুপাখির খাদ্য হিসেবে অস্থি ব্যবহার হয়।
চর্বি (fats)- খাদ্য হিসেবে ব্যবহার ছাড়া পশুপাখির চর্বি রাসায়নিক পদার্থ, মলম, পিচ্ছিলকারক পদার্থ ও সাবান তৈরিতে ব্যবহার হয়।
গ্রন্থি (glands)- গ্রন্থির নিষ্কাশন ঔষধ তৈরি ও ফুড অ্যাডেটিভ হিসেবে ব্যবহার হয়।
অন্ত্র ও পাকস্থলী- কুকুর, বিড়াল, শিয়াল, চিল, কাক, শকুন ইত্যাদি প্রাণির খাদ্য।
গবেষণাগারের পশুপাখি (laboratory animals)- ইঁদুর, গিনিপিগ ইত্যাদি প্রাণী গবেষণাগারে ব্যবহৃত হয়।
কতিপয় পশুপাখি মানুষের জন্য ক্ষতিকারক কীট-পতঙ্গ মেরে ও খেয়ে সাহায্য করে।

ইন্টিগ্রেটেড খামারের আয়ে পশুর অবদান

চাষকৃত ফসল বা ঘাসকে পশুর খাদ্য হিসেবে ব্যবহার করে পশুর উৎপাদনে রূপান্তরিত করা।
চাষের অযোগ্য এলাকার ঘাস বা অতিরিক্ত বৃদ্ধিপ্রাপ্ত জঙ্গল পশুর চারণের মাধ্যমে পরিস্কার রাখা যায়।
মানুষের খাদ্যের অনুপযোগী শস্যের উপজাত পশুর খাদ্য হিসেবে ব্যবহার করে পশুর উৎপাদন (মূল্যবান আমিষে রূপান্তরিত) বৃদ্ধি করা হয়।
পশু শিল্পে সারা বছর সমভাবে শ্রমিকের কাজের সংস্থান হয়।

সারণিঃ বাংলাদেশে গবাদিপশু ও হাঁস-মুরগির পরিসংখ্যান*

ক্রমিক	পশুপাখি	সংখ্যা (লক্ষ)
১	গরু	২৩৭.৮৫
২	মহিষ	১৪.৭১
৩	ছাগল	২৫৭.৬৬
৪	ভেড়া	৩৩.৩৫
৫	হাঁস	৫২২.৪০
৬	মুরগি	২৬৮৩.৯৩

প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের ২০১৫-১৬ বছরের তথ্য।

জাতীয় অর্থনীতিতে প্রাণিসম্পদের অবদান

বাংলাদেশের অর্থনীতি কৃষি নির্ভর এবং এখানে প্রাণিসম্পদের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। পুষ্টিকর খাদ্যের মূল উৎস হিসেবেই শুধু নয় বরং কৃষি কাজের জন্যও এদের প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য। বর্তমানে বাংলাদেশে প্রতিবছর ১.৫০ মিলিয়ন কর্মক্ষম লোক দেশের অর্থনীতিতে যোগ হচ্ছে। এদের জন্য কাজ দরকার। দেশের আবাদি জমির পরমিাণ মাথাপিছু মাত্র ০.২১ একর। এর সম্প্রসারণও সম্ভব নয়। এজন্য দরকার অল্প জায়গায় অধিক উৎপাদন। এ লক্ষ্যে দেশের প্রাণিসম্পদ বিরাট ভূমিকা রাখছে। আমাদের দেশে এই প্রাণিসম্পদ দুধ, মাংস, ডিম, চামড়া, জ্বালানি, জৈব সার, ভারবহন কাজে শ্রম ইত্যাদি দিয়ে নিম্নোক্তরূপে দেশে অর্থনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছে।

দেশের প্রাণিসম্পদ প্রত্যক্ষভাবে মোট জাতীয় উৎপাদনের (জিডিপি) শতকরা প্রায় ১.৭৩ ভাগ যোগান দেয় (প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের ২০১৪-১৫ বছরের তথ্য)। প্রকৃতপক্ষে আমাদের মত উন্নয়নশীল দেশসমূহে জিডিপি নির্ণয়ের সময় প্রাণিসম্পদ হতে উৎপাদিত খাদ্য ছাড়াও কৃষি খাতে ও সামগ্রিক অর্থনীতিতে অনেক অবদানকে টাকায় রূপান্তরিত করার সহজ উপায় না পেয়ে এই উপখাতের প্রকৃত অবাদন অবমূল্যায়ন হয়ে থাকে যা নিতান্তই দুঃখজনক ও হতাশাব্যঞ্জক। কর্ষণ শক্তি, গ্রামীণ পরিবহন, শস্য মাড়াই, ঘানি টানা, জৈব সার ও জ্বালানি হিসেবে ব্যবহৃত গোবর প্রভৃতির সঠিক আর্থিক মূল্যায়ন হলে দেখা যাবে জাতীয় উৎপাদনে প্রাণিসম্পদের অবদান শতকরা প্রায় ১৫ ভাগ। জিডিপি-তে প্রাণিসম্পদের অবদান না বাড়লেও এ খাতের ভলিউম বৃদ্ধি পেয়ে ২৭,৬৬৭ কোটি টাকায় উন্নীত হয়েছে (প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের ২০১৩-১৪ বছরের তথ্য)।

দেশের জনসমষ্টির ২০% সার্বক্ষনিক এবং ৫০% খন্ডকালীন পশুপাখি পালনে কর্মরত। গ্রামীণ জনসাধারণের এই বিরাট অংশ বিশেষ করে ভূমিহীন, ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষক, বেকার যুবক, দুঃস্থ মহিলা গবাদিপশু ও হাঁস-মুরগি পালনের মাধ্যমে জীবিকা নির্বাহ করে থাকে। তাদের আয়ের প্রধান উৎস হল দুধ, মাংস, ডিম ইত্যাদি বিক্রয়লব্ধ অর্থ (প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের ২০১৩-১৪ বছরের তথ্য)।

যদিও বর্তমানে কৃষি কাজে যান্ত্রিকীকরণ বাড়ছে তথাপি চাষাবাদে পশুশক্তির অবদান এখনও গুরুত্বপূর্ণ। কৃষি ক্ষেত্রে হাল চাষের জন্য কর্ষণ শক্তি ও গ্রামীণ পরিবহনের প্রায় ৫০% ভাগ যোগান দেয় দেশের গো-মহিষ। বছরে প্রায় ২২ মিলিয়ন টন শুকনো গোবর জৈব সার হিসেবে জমিতে ব্যবহার করে আমরা লক্ষ লক্ষ টন খাদ্য শস্য উৎপাদন করে থাকি (প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের ২০১৩-১৪ বছরের তথ্য)।

আমাদের রপ্তানি আয়ে প্রাণিসম্পদের অবদান অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ২০১২-১৩ অর্থবছরে গবাদিপশুর চামড়া, চামড়াজাত দ্রব্যাদি এবং অন্যান্য প্রাণিসম্পদজাত দ্রব্যাদি রপ্তানির মাধ্যমে ৪১৩৩.৫২ কোটি টাকার বৈদেশিক মুদ্রা অর্জিত হয়েছে (Export Promotion Beuro, ২০১২-১৩ Summation data) যা দেশের মোট রপ্তানি আয়ের শতকরা ৭.৮২ ভাগ।

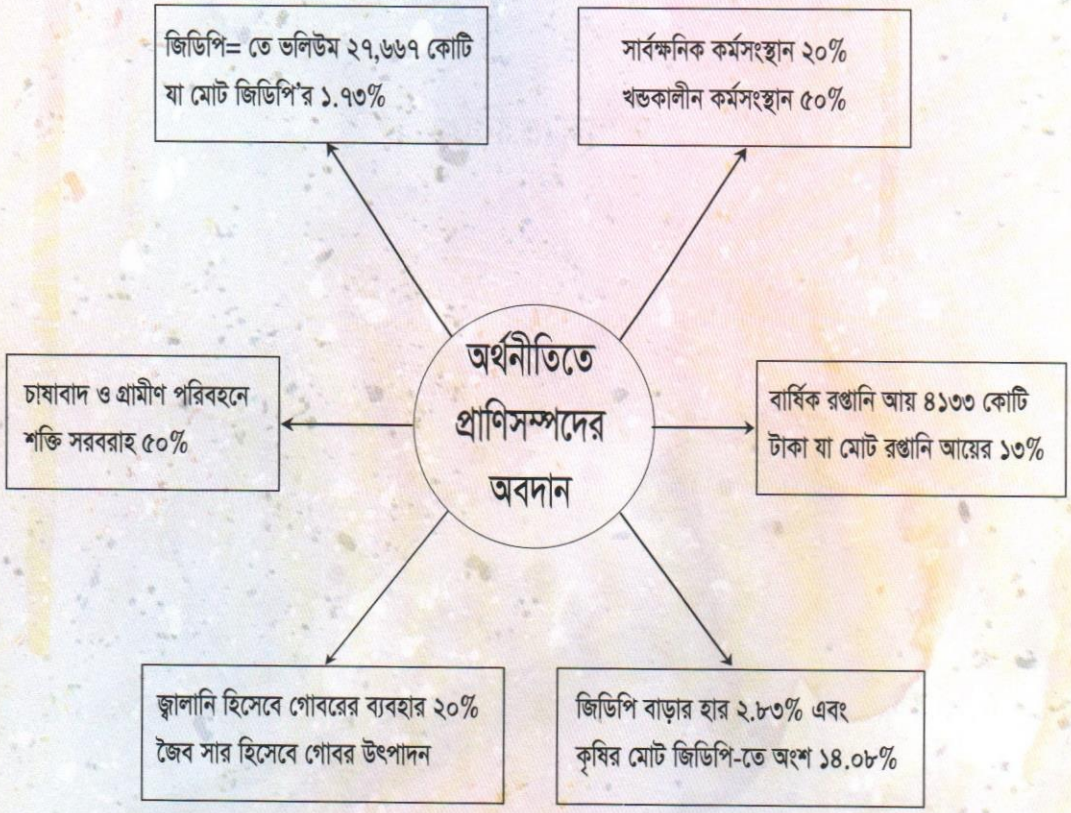

চিত্র ২ঃ জাতীয় অর্থনীতিতে প্রাণিসম্পদের অবদান।

আইন ও বিধি

অধ্যায়-২: প্রাণিসম্পদ উৎপাদন উপকরণ ও প্রাণিজাত খাদ্যের মান নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কিত প্রচলিত আইন ও বিধি

বাংলাদেশে প্রাণিসম্পদ সম্পর্কিত প্রচলিত আইন, অধ্যাদেশ ও নীতিমালার একটি তালিকা নিম্নে দেয়া হল। এই আইন, বিধি ও নীতিমালা সমূহ প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে প্রাণিসম্পদ উৎপাদন উপকরণ ও প্রাণিজাত খাদ্যের মান নিয়ন্ত্রণে সহায়তা করে থাকে। এসকল আইন, বিধি ও নীতিমালা বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে সরকারের সর্বশেষ নির্দেশনা অনুসরণ করতে হবে।

- The Cruelty to Animals Act, 1920
- The Society for the Prevention of Cruelty to Animals Ordinance, 1962
- The Bangladesh Veterinary Practitioners Ordinance, 1982
- পশুরোগ আইন, ২০০৫ এবং পশুরোগ বিধিমালা, ২০০৮
- বাংলাদেশ পশু ও পশুজাত পণ্য সঙ্গনিরোধ আইন, ২০০৫
- National Livestock Development Policy, 2007
- জাতীয় পোল্ট্রি উন্নয়ন নীতিমালা, ২০০৮
- মৎস্যখাদ্য ও পশুখাদ্য আইন, ২০১০
- পশুখাদ্য বিধিমালা, ২০১৩
- পশু জবাই ও মাংসের মান নিয়ন্ত্রণ আইন, ২০১১
- নিরাপদ খাদ্য আইন, ২০১৩

বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর হতে অদ্যাবধি মানুষের জন্য নিরাপদ খাদ্য নিশ্চিত করার জন্য অনেক আইন প্রণীত হয়েছে। যেমন-The Pesticides Ordinance 1971 and The Pesticide Rules-1985, Fish and Fish Products (Inspection and Control) Ordinance 1983 and Rules 1997, Marine Fisheries Ordinance 1983 and Rules 1983, The Breast-Milk Substitutes (Regulation of Marketing) Ordinance 1984, Bangladesh Standards and Testing Institution Ordinance 1985 and Act 2003; Vokta Odhikar Songrokkhon Ain 2009 (Consumers Rights Protection Act 2009), Stanio Sarkar (City Corporation/Paurashava) Ain 2009 [Local Government (City Corporation/ Paurashava) Act 2009], Mobile Court Act 2009 এবং Food Safety Act 2013. এ সকল আইনের দুর্বল বাস্তবায়নের জন্য মানুষের জন্য নিরাপদ খাদ্য আজও নিশ্চিত হয়নি। এ সকল আইন, বিধি ও নীতিমালার মধ্যে সুনির্দিষ্ট করে পশুপাখির জন্য মানসম্মত খাদ্য প্রাপ্তি নিশ্চিত করার লক্ষ্যে এবং তদসংশ্লিষ্ট আনুষঙ্গিক বিষয়াদি সম্পর্কে বিধান প্রণয়নকল্পে 'মৎস্যখাদ্য ও পশুখাদ্য আইন ২০১০' এবং 'পশুখাদ্য বিধিমালা ২০১৩' প্রণীত হয়েছে। এছাড়া পশু জবাই নিয়ন্ত্রণ ও জনসাধারণের জন্য মানসম্মত মাংস প্রাপ্তি নিশ্চিত করার লক্ষ্যে এবং তদসংশ্লিষ্ট আনুষঙ্গিক বিষয়াদি সম্পর্কে বিধান প্রণয়নকল্পে 'পশু জবাই ও মাংসের মান নিয়ন্ত্রণ আইন ২০১১' প্রণীত হয়েছে। প্রাণিসম্পদ সংশ্লিষ্ট আইন ও বিধি বাস্তবায়নের জন্য প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর ম্যান্ডেট প্রাপ্ত। তাছাড়া প্রাণিজাত খাদ্যসহ মানুষের জন্য নিরাপদ খাদ্যের যোগান নিশ্চিত করার জন্য 'নিরাপদ খাদ্য আইন, ২০১৩' প্রণীত হয়েছে যা বাস্তবায়নের জন্য উক্ত আইনের অধীন 'নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ' গঠিত হয়েছে।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

মৎস্যখাদ্য ও পশুখাদ্য আইন ২০১০

(২০১০ সনের ২ নং আইন; ২৮ জানুয়ারি ২০১০)

সংক্ষিপ্ত শিরোনাম ও প্রবর্তন	১। (১) এই আইন মৎস্যখাদ্য ও পশুখাদ্য আইন, ২০১০ নামে অভিহিত হইবে। (২) ইহা অবিলম্বে কার্যকর হইবে।
সংজ্ঞা	২। বিষয় বা প্রসঙ্গের পরিপন্থী কোন কিছু না থাকিলে, এই আইনে- (১) 'অধিদপ্তর' অর্থ মৎস্যখাদ্য সম্পর্কিত বিষয়ে মৎস্য অধিদপ্তর এবং পশুখাদ্য সম্পর্কিত বিষয়ে প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর; (২) 'কোম্পানী' অর্থ কোম্পানী আইন, ১৯৯৪ (১৯৯৪ সনের ১৮ নং আইন) এ সংজ্ঞায়িত কোম্পানী; (৩) 'খামার' অর্থ মৎস্য ও গৃহপালিত পশুর হ্যাচারি, নার্সারি, প্রজনন খামার এবং মৎস্য ও গৃহপালিত পশুর বাণিজ্যিক খামার; (৪) 'নির্ধারিত' অর্থ বিধি দ্বারা নির্ধারিত; (৫) 'পশু' অর্থে নিম্নবর্ণিত সকল ধরণের প্রাণী অন্তর্ভুক্ত হইবে, যথা:- (অ) মানুষ ব্যতীত সকল স্তন্যপায়ী প্রাণী; (আ) পাখি; (ই) সরীসৃপ জাতীয় প্রাণী; (ঈ) মৎস্য ব্যতীত অন্যান্য জলজ প্রাণী; এবং (উ) সরকার কর্তৃক, সময় সময়, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা ঘোষিত অন্য কোন প্রাণী; (৬) 'পশুখাদ্য' অর্থ পশুর জীবনধারণ ও অপুষ্টি হইতে রক্ষার উদ্দেশ্যে কৃত্রিম বা অন্যভাবে প্রস্তুতকৃত বিভিন্ন পুষ্টিযুক্ত খাদ্যদ্রব্য বা উহার মিশ্রণ; (৭) 'পরিচালক' অর্থ বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে উহার কোন অংশীদার বা পরিচালনা বোর্ডের সদস্য; (৮) 'ফৌজদারী কার্যবিধি' অর্থ Code of Criminal Procedure, 1898 (Act No.V of 1898); (৯) 'ব্যক্তি' অর্থে যে কোন ব্যক্তি এবং কোন প্রতিষ্ঠান, কোম্পানী, অংশীদারী কারবার, ফার্ম বা অন্য যে কোন সংস্থা ও উহার অন্তর্ভুক্ত হইবে; (১০) 'বিধি' অর্থ এই আইনের অধীন প্রণীত বিধি; (১১) 'ভেজাল মৎস্যখাদ্য ও পশুখাদ্য' অর্থ কোন বিষাক্ত বা ক্ষতিকর উপাদানযুক্ত মৎস্যখাদ্য বা পশুখাদ্য যাহা মৎস্য, পশু বা অন্যান্য প্রাণী বা পরিবেশের জন্য ক্ষতিকর অথবা এমন মৎস্যখাদ্য বা পশুখাদ্য যাহা এই আইনের ধারা ১১ এবং ১৩ তে উল্লিখিত বিষয়াদির সাথে সঙ্গতিপূর্ণ নহে, অথবা মান নিয়ন্ত্রণ ল্যাবরেটরিতে ভেজাল বা বিষাক্ত বা ক্ষতিকর মৎস্যখাদ্য বা পশুখাদ্য বা অপদ্রব্য হিসাবে প্রমাণিত; (১২) 'মৎস্য' অর্থ সকল প্রকার কোমল অস্থি ও কঠিন অস্থিবিশিষ্ট মাছ (cartilaginous and bony fishes), স্বাদু ও লবণাক্ত পানির চিংড়ি (Prawn and Shrimp), উভচর জলজ প্রাণী, কচ্ছপ, কাছিম, কাঁকড়া জাতীয় (Crustacean), শামুক বা ঝিনুক জাতীয় (Molluscs) জলজ প্রাণী, একাইনোডার্মস্ জাতীয় (Sea Cucumber), ব্যাঙ (Frogs) এবং উহাদের জীবনচক্রের যে কোন ধাপ এবং সরকার কর্তৃক, সময় সময়, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা ঘোষিত অন্য কোন জলজ প্রাণী; (১৩) 'মৎস্যখাদ্য' অর্থ মাছের জীবনধারণ ও অপুষ্টি হইতে রার উদ্দেশ্যে কারখানায় বা অন্যভাবে প্রস্তুতকৃত বিভিন্ন পুষ্টিযুক্ত খাদ্যদ্রব্য বা উহার মিশ্রণ; (১৪) 'মহাপরিচালক' অর্থ মৎস্য অধিদপ্তরের মহাপরিচালক বা, ক্ষেত্রমত, প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের মহাপরিচালক; (১৫) 'মান নিয়ন্ত্রণ ল্যাবরেটরি' অর্থ নিম্নবর্ণিত প্রতিষ্ঠানসমূহের মান নিয়ন্ত্রণ ল্যাবরেটরি, যথা:- (অ) মৎস্য অধিদপ্তর; (আ) প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর; (ই) বাংলাদেশ স্ট্যান্ডার্ডস এন্ড টেস্টিং ইনস্টিটিউট (বিএসটিআই); (ঈ) বাংলাদেশ বিজ্ঞান ও শিল্প গবেষণা পরিষদ (বিসিএসআইআর); (উ) বাংলাদেশ মৎস্য গবেষণা ইনস্টিটিউট; (ঊ) বাংলাদেশ প্রাণিসম্পদ গবেষণা ইনস্টিটিউট; (ঋ) স্বীকৃত বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের মৎস্য বিজ্ঞান অনুষদ; (এ) স্বীকৃত বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের পশু চিকিৎসা অনুষদ; (ঐ) স্বীকৃত বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের পশুপালন অনুষদ; (ও) বাংলাদেশ পরমাণু শক্তি কমিশনের ল্যাবরেটরি; এবং (ঔ) সরকার কর্তৃক, সময় সময়, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা নির্ধারিত অন্য কোন ল্যাবরেটরি; (১৬) 'লাইসেন্স' অর্থ মৎস্যখাদ্য ও পশুখাদ্য উৎপাদন, প্রক্রিয়াজাতকরণ, আমদানি, রপ্তানি, বিক্রয়, বিতরণ, পরিবহন এবং আনুষঙ্গিক কার্যাবলী সম্পাদন করিবার লক্ষ্যে কোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের অনুকূলে ধারা ৫ এর অধীন প্রদত্ত লাইসেন্স; (১৭) 'সরকার' অর্থ মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়।
মৎস্যখাদ্য ও পশুখাদ্য নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ	৩। (১) মৎস্য অধিদপ্তরের মহাপরিচালক বা তাহার নিকট হইতে ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তা মৎস্যখাদ্য নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ হইবেন। (২) প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের মহাপরিচালক বা তাহার নিকট হইতে ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তা পশুখাদ্য নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ হইবেন।
লাইসেন্স ব্যতীত মৎসখাদ্য ও পশুখাদ্য উৎপাদন	৪। এই আইন কার্যকর হইবার পর কোন ব্যক্তি ধারা ৬ এর অধীন লাইসেন্স গ্রহণ ব্যতীত মৎস্যখাদ্য ও পশুখাদ্য উৎপাদন, প্রক্রিয়াজাতকরণ, আমদানি, রপ্তানি, বিপণন, বিক্রয়, বিতরণ এবং আনুষঙ্গিক কার্যাবলী সম্পাদন করিতে পারিবেন না।

প্রক্রিয়াজাতকরণ ইত্যাদি নিষিদ্ধ সংক্রান্ত বিধি নিষেধ	
লাইসেন্সিং কর্তৃপক্ষ	৫। এই আইনের অধীন মৎস্যখাদ্য সংক্রান্ত বিষয়ে মৎস্য অধিদপ্তরের মহাপরিচালক বা মহাপরিচালক কর্তৃক এতদুদ্দেশ্যে ক্ষমতাপ্রাপ্ত অধিদপ্তরের প্রথম শ্রেণীর কোন কর্মকর্তা এবং পশুখাদ্য সংক্রান্ত বিষয়ে প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের মহাপরিচালক বা মহাপরিচালক কর্তৃক এতদুদ্দেশ্যে ক্ষমতাপ্রাপ্ত অধিদপ্তরের প্রথম শ্রেণীর কোন কর্মকর্তা লাইসেন্সিং কর্তৃপক্ষ হিসাবে গণ্য হইবেন।
লাইসেন্স প্রদান	৬। (১) এই আইনের অধীন মৎস্যখাদ্য বা পশুখাদ্য উৎপাদন, প্রক্রিয়াজাতকরণ, আমদানি, রপ্তানি, বিপণন, বিক্রয়, বিতরণ এবং আনুষঙ্গিক কার্যাবলী সম্পাদন করিতে ইচ্ছুক কোন ব্যক্তি লাইসেন্সের জন্য ধারা ৫ এ উল্লিখিত লাইসেন্সিং কর্তৃপক্ষের নিকট নির্ধারিত পদ্ধতিতে ও ফরমে আবেদন করিতে পারিবেন: তবে শর্ত থাকে যে, এতদুদ্দেশ্যে বিধি প্রণীত না হওয়া পর্যন্ত কোন ব্যক্তি লাইসেন্সের জন্য লিখিতভাবে আবেদন করিতে পারিবেন। (২) উপ-ধারা (১) এর অধীন লাইসেন্সের জন্য আবেদন করা হইলে লাইসেন্সিং কর্তৃপক্ষ- (ক) যদি এই মর্মে সন্তুষ্ট হয় যে, আবেদনকারী মৎস্যখাদ্য বা পশুখাদ্য উৎপাদন, প্রক্রিয়াজাতকরণ, আমদানি, রপ্তানি, বিপণন, বিক্রয়, বিতরণ, পরিবহন এবং আনুষঙ্গিক কার্যাবলী সম্পাদন করিবার জন্য নির্ধারিত শর্তাবলী পূরণ করিয়াছেন, তাহা হইলে লাইসেন্সিং কর্তৃপক্ষ আবেদনকারীর নিকট হইতে ধারা ৮ এর অধীন নির্ধারিত ফি আদায় করিয়া ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে আবেদনকারীকে লাইসেন্স প্রদান করিবে; অথবা (খ) যদি এইরূপ অভিমত পোষণ করে যে, নির্ধারিত শর্তাবলী পূরণ করিবার জন্য আবেদনকারীকে সুযোগ প্রদান করা সমীচীন, তাহা হইলে উক্ত শর্তাবলী পূরণ করিবার জন্য লাইসেন্সিং কর্তপক্ষ আবেদনকারীকে অনধিক ৩০ (ত্রিশ) দিন সময় প্রদান করিতে পাবিবে; এবং (অ) উক্ত সময়ের মধ্যে আবেদনকারী উল্লিখিত সকল শর্তাবলী প্রতিপালন করিতে সম হইলে পরবর্তী ১৫ (পনের) দিনের মধ্যে আবেদন মঞ্জুর করিয়া আবেদনকারীকে লাইসেন্স প্রদান করিবে; অথবা (আ) উক্ত সময়ের মধ্যে প্রয়োজনীয় শর্তাবলী পূরণ করিতে আবেদনকারী ব্যর্থ হইলে আবেদন নামঞ্জুর করিয়া ১৫ (পনের) দিনের মধ্যে আবেদনকারীকে অবহিত করিবে; অথবা (গ) যদি এইরূপ অভিমত পোষণ করে যে, আবেদনকারী নির্ধারিত শর্তাবলীর মধ্যে অধিকাংশ শর্ত পূরণ করিতে সম হয় নাই এবং আবেদনকারীকে দফা (খ) এ উল্লিখিত সুযোগ প্রদান করা হইলে উক্ত সময়ের মধ্যে অবশিষ্ট শর্তাবলী পূরণ করিতে সম হইবার সম্ভাবনা নাই, তাহা হইলে আবেদনকারীর আবেদন সরাসরি নামঞ্জুর করিয়া ১৫ (পনের) দিনের মধ্যে আবেদনকারীকে অবহিত করিবে। (৩) এই আইন কার্যকর হইবার অব্যবহিত পূর্বে কোন ব্যক্তি মৎস্যখাদ্য ও পশুখাদ্য উৎপাদন, প্রক্রিয়াজাতকরণ, আমদানি, রপ্তানি, বিপণন, বিক্রয়, বিতরণ, পরিবহন এবং আনুষঙ্গিক কার্যাবলী সম্পাদন করিয়া থাকিলে তিনি এই আইন কার্যকর হইবার অনধিক ৬ (ছয়) মাসের মধ্যে উপ-ধারা (১) এ নির্ধারিত পদ্ধতিতে ও ফরমে লাইসেন্সিং কর্তৃপক্ষের নিকট আবেদন করিতে পারিবেন। (৪) উপ-ধারা (৩) এ উল্লিখিত সময়সীমার মধ্যে লাইসেন্সের জন্য আবেদন করা না হইলে লাইসেন্সিং কর্তৃপক্ষ এই আইন কার্যকর হইবার অব্যবহিত পূর্বের মৎস্যখাদ্য বা পশুখাদ্য উৎপাদন, প্রক্রিয়াজাতকরণ, আমদানি, রপ্তানি, বিপণন, বিক্রয়, বিতরণ, পরিবহন এবং আনুষঙ্গিক কার্যাবলী পরিচালনার যাবতীয় কার্যক্রম বন্ধ রাখিবার নির্দেশ প্রদান করিবে।
লাইসেন্সের মেয়াদ ও নবায়ন	৭। (১) এই আইনের অধীনে প্রদত্ত লাইসেন্সের মেয়াদ হইবে লাইসেন্স ইস্যুর তারিখ হইতে ১ (এক) বৎসর। (২) উপ-ধারা (১) এ বর্ণিত লাইসেন্সের মেয়াদ শেষ হইবার অনূর্ধব ৩০ (ত্রিশ) দিন পূর্বে নির্ধারিত ফিসহ নবায়নের জন্য লাইসেন্সিং কর্তৃপক্ষের নিকট নির্ধারিত ফরমে আবেদন করিতে হইবে। (৩) উপ-ধারা (২) এর অধীন আবেদন প্রাপ্তির পর লাইসেন্সিং কর্তৃপক্ষ যদি এই মর্মে সন্তুষ্ট হয় যে, আবেদনকারী কর্তৃক এই আইন বা বিধি বা লাইসেন্সের শর্তাবলী যথাযথভাবে প্রতিপালন করা হইয়াছে তাহা হইলে লাইসেন্সিং কর্তৃপক্ষ আবেদন প্রাপ্তির ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে নবায়ন ফি পরিশোধ সাপেক্ষে, লাইসেন্স নবায়ন করিবে অথবা লাইসেন্সিং কর্তৃপক্ষ যদি এই মর্মে সন্তুষ্ট হন যে, আবেদনকারী প্রযোজ্য শর্তাবলী প্রতিপালন করে নাই তবে লাইসেন্স নবায়নের আবেদনটি নামঞ্জুর করিবেন এবং লিখিতভাবে লাইসেন্স গ্রহীতাকে অবহিত করিবেন। (৪) উপ-ধারা (৩) অনুযায়ী লাইসেন্স নবায়নের আবেদন লাইসেন্সিং কর্তৃপক্ষ কর্তৃক মঞ্জুর বা নামঞ্জুরের আদেশ না পাওয়া পর্যন্ত লাইসেন্সটি বহাল আছে বলিয়া গণ্য হইবে এবং তদনুসারে লাইসেন্স গ্রহীতা তাহার কার্যাবলী সম্পাদন করিতে পারিবেন।

লাইসেন্স ফি ও নবায়ন ফি	৮। এই আইনের অধীন প্রদেয় লাইসেন্স এর ফি ও নবায়ন ফি বিধি দ্বারা নির্ধারিত হইবে: তবে শর্ত থাকে যে, এতদুদ্দেশ্যে বিধি প্রণীত না হওয়া পর্যন্ত সরকার, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, লাইসেন্স ফি ও নবায়ন ফি এর হার ধার্য করিতে পারিবে।
লাইসেন্স বাতিল ও স্থগিতকরণ	৯। (১) কোন লাইসেন্স গ্রহীতা এই আইন বা তদধীন প্রণীত বিধি বা লাইসেন্সের কোন শর্ত ভঙ্গ করিলে লাইসেন্সিং কর্তৃপক্ষ লাইসেন্স গ্রহীতাকে যুক্তিসঙ্গত কারণ দর্শানোর সুযোগ প্রদান করিয়া প্রদত্ত লাইসেন্স স্থগিত বা বাতিল করিতে পারিবে। (২) উপ-ধারা (১) অনুযায়ী কোন লাইসেন্স স্থগিত বা বাতিল করা হইলে স্থগিত বা বাতিল আদেশের তারিখ হইতে ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে লাইসেন্স গ্রহীতা সরকারের নিকট নির্ধারিত ফি প্রদান সাপেক্ষে আপীল করিতে পারিবে এবং সরকার উক্ত আপীল দায়েরের তারিখ হইতে ৬০ (ষাট) দিনের মধ্যে আপীল নিষ্পত্তি করিবে এবং এই ক্ষেত্রে সরকারের সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত বলিয়া গণ্য হইবে: তবে শর্ত থাকে যে, সংক্ষুব্ধ ব্যক্তি আপীল আদেশ অবহিত হইবার তারিখ হইতে ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে উহা পুনর্বিবেচনার জন্য আবেদন করিতে পারিবে। (৩) উপ-ধারা (২) এর অধীন আপীল আদেশ পুনর্বিবেচনার আবেদন প্রাপ্তির অনধিক ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে উহা নিষ্পত্তি করিতে হইবে।
আদর্শমাত্রা	১০। (১) সরকার বাণিজ্যিক ভিত্তিতে উৎপাদিতব্য মৎস্যখাদ্য ও পশুখাদ্যের গুণগতমান বজায় রাখিবার লক্ষ্যে বিধি দ্বারা মৎস্যখাদ্য ও পশুখাদ্যের বিভিন্ন উপাদানের আদর্শমাত্রা নির্ধারণ করিয়া দিবে এবং বাণিজ্যিক ভিত্তিতে মৎস্যখাদ্য ও পশুখাদ্য প্রস্তুতকালে উক্ত আদর্শমাত্রা অনুসরণ বাধ্যতামূলক হইবে। (২) মান নিয়ন্ত্রণ ল্যাবরেটরিতে ও পরীক্ষায় কোন মৎস্যখাদ্য বা পশুখাদ্যে উপ-ধারা (১) এ উল্লিখিত আদর্শমাত্রা না পাওয়া গেলে বা পুষ্টি বিরোধী কোন উপাদানের উপস্থিতি প্রমাণিত হইলে বা উহাতে মৎস্যখাদ্য ও পশুখাদ্যের অযোগ্য বা ক্ষতিকর কোন দ্রব্যের মিশ্রণ পাওয়া গেলে উক্ত মৎস্যখাদ্য বা পশুখাদ্য প্রস্তুতকারী প্রতিষ্ঠানের লাইসেন্স বাতিল করা যাইবে।
মৎস্যখাদ্য ও পশুখাদ্যের মান নিশ্চিতকরণ	১১। (১) আমদানিকৃত ও দেশে উৎপাদিত যে কোন মৎস্যখাদ্য ও পশুখাদ্য বাজারজাত করিবার যে কোন পর্যায়ে উহার মান যাচাইয়ের উদ্দেশ্যে ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তা কোন উৎপাদক, আমদানিকারক বা বিক্রেতার নিকট হইতে নমুনা সংগ্রহ করিয়া উহা মান নিয়ন্ত্রণ ল্যাবরেটরি তে পরীক্ষা করাইতে পারিবে। (২) উপ-ধারা (১) এর অধীন পরীক্ষায় মৎস্যখাদ্য ও পশুখাদ্য ব্যবহারের অনুপযোগী প্রমাণিত হইলে উক্ত মৎস্যখাদ্য ও পশুখাদ্য বাজেয়াপ্ত করা হইবে এবং উহার আমদানীকারক, উৎপাদনকারী ও বাজারজাতকারী এই অধ্যাদেশের অধীন অপরাধ করিয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে। (৩) মৎস্যখাদ্য ও পশুখাদ্যের যে সকল উপকরণ বিপণন হইয়া থাকে উহা পরীক্ষা-নিরীক্ষার পদ্ধতি বিধি দ্বারা নির্ধারিত হইবে।
ক্ষতিকর ও ভেজাল মৎস্যখাদ্য ও পশুখাদ্য উৎপাদন আমদানি, রপ্তানি বিক্রয়, পরিবহন ও বিপণন নিষিদ্ধ	১২। (১) কোন ব্যক্তি, প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে অথবা উহার পক্ষে অন্য কোন ব্যক্তি, প্রতিষ্ঠান বা কোম্পানীর মাধ্যমে এমন কোন মৎস্যখাদ্য ও পশুখাদ্য উৎপাদন, প্রক্রিয়াজাতকরণ, আমদানি, রপ্তানি, বিক্রয়, পরিবহন বা বিতরণ করিতে পারিবেনঃ (ক) যাহাতে মানুষ, পশু, মৎস্য বা পরিবেশের জন্য কোন বিষাক্ত বা ক্ষতিকর পদার্থ থাকে; এবং (খ) যাহা আদর্শমাত্রার সঙ্গে অসংগতিপূর্ণ। (২) মৎস্যখাদ্য ও পশুখাদ্য আমদানির ক্ষেত্রে রপ্তানিকারক দেশের উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রদত্ত তেজস্ক্রিয়তা পরীক্ষণ সম্পর্কিত প্রত্যয়নপত্র এবং উক্ত খাদ্যদ্রব্য মৎস্য ও পশুর খাওয়ার উপযোগী মর্মে প্রত্যয়নপত্র শিপিং ডকুমেন্টের সহিত বাধ্যতামূলক ভাবে সংযুক্ত করিতে হইবে। (৩) কোন ব্যক্তি উপ-ধারা (১) এর বিধান লংঘন করিলে উহা এই আইনের অধীন অপরাধ হিসাবে গণ্য হইবে।
পাত্র ও লেবেলিং	১৩। (১) কোন মৎস্যখাদ্য ও পশুখাদ্য বাজারজাত করা যাইবে না, যদি- (ক) উক্ত খাদ্য অনুমোদিত পাত্র বা প্যাকেটে সংরক্ষিত এবং বায়ুনিরোধ অবস্থায় মোড়কজাত না হয়; এবং (খ) উক্ত পাত্র বা প্যাকেটে নিম্নবর্ণিত বিষয়গুলি উল্লেখ না থাকে, যথাঃ- (১) প্রস্তুত কারকের নাম ও যে দেশে প্রস্তুত সেই দেশের নাম; (২) সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের নাম, ঠিকানা ও নিবন্ধন নম্বর; (৩) মৎস্যখাদ্য ও পশুখাদ্যের প্রকৃত ওজন; (৪) বিদ্যমান বিভিন্ন খাদ্য উপকরণের ও পুষ্টি উপাদানের নাম এবং শতকরা হার; (৫) মৎস্যখাদ্য ও পশুখাদ্য চিহ্নিত করার জন্য প্রদেয় লট নম্বর বা অন্যবিধ উপায়; (৬) উৎপাদিত পণ্যের উৎস সনাক্তকরণ কোড; (৭) কোন জাতীয় মৎস্য বা পশুর খাদ্য তাহার উল্লেখ; (৮) উৎপাদনের তারিখ এবং মেয়াদ উত্তীর্ণের তারিখ।
মৎস্যখাদ্য ও পশুখাদ্যে এন্টিবায়োটিক গ্রোথ হরমোন কীটনাশক, ইত্যাদি ব্যবহার নিষিদ্ধকরণ	১৪। (১) মৎস্যখাদ্য ও পশুখাদ্যে এন্টিবায়োটিক, গ্রোথ হরমোন, স্টেরয়েড ও কীটনাশকসহ অন্যান্য ক্ষতিকর রাসায়নিক দ্রব্য ব্যবহার করা যাইবে না। (২) কোন ব্যক্তি উপ-ধারা (১) এর বিধান লংঘন করিলে উহা এই অধ্যাদেশের অধীন অপরাধ হিসাবে গণ্য হইবে।

কারখানা বা সংশ্লিষ্ট স্থানে প্রবেশের ক্ষমতা	১৫। মহাপরিচালক বা তাঁহার নিকট হইতে ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তা এই আইন ও বিধি সাপেক্ষে, যুক্তিসঙ্গত সময়ে কোন মৎস্যখাদ্য ও পশুখাদ্য কারখানা ও উহার প্রাঙ্গণ, প্রক্রিয়াজাতকরণ পদ্ধতি, প্রক্রিয়াজাতকরণের উদ্দেশ্যে উক্ত কারখানায় আনীত মৎস্যখাদ্য ও পশুখাদ্যের যে কোন উপাদান ও উপাদানসমূহ মজুদ করিবার স্থান, পরিবহনকারী যে কোন যান, বিক্রয় কেন্দ্র বা এতদসংশ্লিষ্ট অন্য কোন স্থান বা যানবাহন এবং মান নিয়ন্ত্রণ সংক্রান্ত যে কোন দলিল পরিদর্শন করিতে পারিবেন।
ক্ষতিকর ও ভেজাল মৎস্যখাদ্য ও পশুখাদ্য বাজেয়াপ্তকরণ বিনষ্টকরণ, ইত্যাদি	১৬। (১) কোন মৎস্যখাদ্য ও পশুখাদ্য ক্ষতিকর ও ভেজাল প্রমাণিত হইলে মহাপরিচালক বা ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তা উক্ত মৎস্যখাদ্য ও পশুখাদ্য এবং উহাদের উৎপাদন কাজে ব্যবহৃত পণ্য ও যন্ত্রপাতির সমুদয় বা কোন অংশ বাজেয়াপ্ত করিতে পারিবেন। (২) বাজেয়াপ্ত অস্বাস্থ্যকর বা পঁচা বা দূষিত বা ভেজাল মিশ্রিত মৎস্যখাদ্য ও পশুখাদ্য মহাপরিচালক বা ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তা বিনষ্ট করিবার জন্য নির্দেশ প্রদান করিতে পারিবেন। (৩) উপ-ধারা (১) এ বাজেয়াপ্তকৃত মৎস্যখাদ্য ও পশুখাদ্য ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তা বা তাঁহার মনোনীত প্রতিনিধির উপস্থিতিতে জনস্বাস্থ্যের বা পরিবেশের উপর বিরূপ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে না এমন স্বাস্থ্যসম্মত পন্থায় বিনষ্ট করিবেন এবং উক্তরূপে বিনষ্টকরণ সংক্রান্ত রেকর্ডপত্র কারখানা কর্তৃপক্ষ কর্তৃক যথাযথভাবে সংরক্ষণ করিতে হইবে।
কোম্পানী কর্তৃক অপরাধ সংঘটন	১৭। কোন কোম্পানী কর্তৃক এই আইনের অধীন কোন অপরাধ সংঘটিত হইলে উক্ত অপরাধের সহিত প্রত্যক্ষ সংশ্লিষ্টতা রহিয়াছে কোম্পানীর এইরূপ প্রত্যেক পরিচালক, ম্যানেজার, সচিব, অংশীদার, কর্মকর্তা এবং কর্মচারী উক্ত অপরাধ সংঘটন করিয়াছেন বলিয়া গণ্য হইবে, যদি না তিনি প্রমাণ করিতে পারেন যে, উক্ত অপরাধ তাহার অজ্ঞাতসারে সংঘটিত হইয়াছে অথবা উক্ত অপরাধ রোধ করিবার জন্য তিনি যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াছেন।
অপরাধ বিচারার্থ গ্রহণ ও বিচার	১৮। (১) মহাপরিচালক বা ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তার লিখিত অভিযোগ ব্যতীত কোন আদালত এই আইনের অধীন কোন মামলা বিচারার্থ গ্রহণ করিবে না। (২) ফৌজদারী কার্যবিধিতে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, এই আইনের অধীন অপরাধসমূহ প্রথম শ্রেণীর ম্যাজিস্ট্রেট বা মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট কর্তৃক বিচার্য হইবে। (৩) এই আইনে ভিন্নতর কিছু না থাকিলে, এই আইনের অধীন সংঘটিত অপরাধের বিচার সংক্ষিপ্ত পদ্ধতিতে অনুষ্ঠিত হইবে এবং এতদুদ্দেশ্যে ফৌজদারী কার্যবিধির Chapter XXII তে বর্ণিত পদ্ধতি, যতদূর সম্ভব, প্রযোজ্য হইবে।
অপরাধের আমলযোগ্যতা ও জামিনযোগ্যতা	১৯। এই আইনের অধীন অপরাধসমূহ অ-আমলযোগ্য (non-cognizable) ও জামিনযোগ্য (bailable) হইবে।
দন্ড	২০। যদি কোন ব্যক্তি এই আইনের অধীন কোন অপরাধ করেন তাহা হইলে উক্ত ব্যক্তি অনুরূপ অপরাধের জন্য অনূর্ধ্ব এক বৎসরের কারাদন্ড, বা অনূর্ধ্ব ৫০০০০.০০ (পঞ্চাশ হাজার) টাকা পর্যন্ত অর্থদন্ড, বা উভয় দন্ডে দন্ডিত হইবেন।
অর্থদন্ড আরোপের ক্ষেত্রে ম্যাজিস্ট্রেটের বিশেষ ক্ষমতা	২১। ফৌজদারী কার্যবিধিতে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, এই আইনের অধীন কোন প্রথম শ্রেণীর ম্যাজিস্ট্রেট বা মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট দোষী সাব্যস্ত ব্যক্তিকে সংশ্লিষ্ট অপরাধের জন্য এই আইনে অনুমোদিত যে কোন দন্ড আরোপ করিতে পারিবে।
বিধি প্রণয়নের ক্ষমতা	২২। সরকার, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে বিধি প্রণয়ন করিতে পারিবে।
ইংরেজিতে অনূদিত পাঠ প্রকাশ	২৩। এই আইন কার্যকরী হইবার পর সরকার, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, এই আইনের ইংরেজিতে অনূদিত একটি পাঠ প্রকাশ করিবে যাহা এই অধ্যাদেশের অনুমোদিত ইংরেজি পাঠ (authentic english text) নামে অভিহিত হইবেঃ তবে শর্ত থাকে যে, বাংলা ও ইংরেজি পাঠের মধ্যে বিরোধের ক্ষেত্রে বাংলা পাঠ প্রাধান্য পাইবে।
হেফাজত সংক্রান্ত বিশেষ বিধান	২৪। (১) মৎস্যখাদ্য ও পশুখাদ্য অধ্যাদেশ, ২০০৮ (২০০৮ সনের ২০ নং অধ্যাদেশ), অতঃপর উক্ত অধ্যাদেশ বলিয়া উল্লিখিত, এর অধীন কৃত কাজকর্ম বা গৃহীত ব্যবস্থা এই আইনের অধীন কৃত বা গৃহীত হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে। (২) গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের অনুচ্ছেদ ৯৩(২) এর বিধান অনুসারে উক্ত অধ্যাদেশ এর কার্যকরতা লোপ পাওয়া সত্ত্বেও অনুরূপ লোপ পাইবার পর উহার ধারাবাহিকতায় বা বিবেচিত ধারাবাহিকতায় কোন কাজকর্ম কৃত বা ব্যবস্থা গৃহীত হইয়া থাকিলে উহা এই আইনের অধীনেই কৃত বা গৃহীত হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়
পশুখাদ্য বিধিমালা ২০১৩ এর প্রজ্ঞাপন
তারিখ: ২১ ভাদ্র ১৪২০ বঙ্গাব্দ/০৫ সেপ্টেম্বর ২০১৩ খি"স্টাব্দ

এস,আর,ও নং ২৯৭,-আইন/২০১৩।- মৎস্যখাদ্য ও পশুখাদ্য আইন, ২০১০ (২০১০ সনের ২ নং আইন) এর ধারা ২২ এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে সরকার, নিম্নরুপ বিধিমালা প্রণয়ন করিল, যথাঃ-

১। সংক্ষিপ্ত শিরোনাম।- এই বিধিমালা পশুখাদ্য বিধিমালা, ২০১৩ নামে অভিহিত হইবে।

২। সংজ্ঞা।- বিষয় বা প্রসঙ্গের পরিপন্থী কোন কিছু না থাকিলে এই বিধিমালায়,-
(ক) 'আইন' অর্থ মৎস্যখাদ্য ও পশুখাদ্য আইন, ২০১০ (২০১০ সনের ২ নং আইন);(খ)'আদর্শ মাত্রা' অর্থ পশুর পুষ্টিসাধন এবং স্বাভাবিক দৈহিক বৃদ্ধি ও পশুর উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য পশুখাদ্যে প্রয়োজনীয় পুষ্টি উপাদানসমূহ, যেমন- আর্দ্রতা, আঁশ, আমিষ, স্নেহ, শর্করা, ভিটামিন, খনিজ লবণ, ইত্যাদির নির্ধারিত মাত্রা;(গ) 'কারিগরি জনবল' অর্থ পশুপালন বিষয়ে বিএসসিএএইচ (অনার্স)/ এমএস ইন প্রাণিপুষ্টি বিষয়ে অগ্রাধিকার/ ডিভিএম/ প্রাণিপুষ্টি বিষয়ে কোন স্বীকৃতি বিশ্ববিদ্যালয় হতে উচ্চতর ডিগ্রী;(ঘ) 'খাদ্য উপকরণ' অর্থ তফসিল-১ ও তফসিল-২ এ বর্ণিত পশুখাদ্যে ব্যবহৃত বিভিন্ন খাদ্য উপকরণ, উপকরণের মিশ্রণ ও ফিড এডিটিভস;(ঙ) 'তফসিল' অর্থ এই বিধিমালার তফসিল;
(চ)'তৈরী পশুখাদ্য' অর্থ বিভিন্ন খাদ্য উপাদানের সমন্বয়ে বাণিজ্যিক ভিত্তিতে প্রস্তুত পশুখাদ্য;(ছ)'ভেজাল পশুখাদ্য' অর্থ আইনের ধারা ২ এর দফা (১১) এ সংজ্ঞায়িত ভেজাল পশুখাদ্য;(জ)'ভিটামিন এন্ড মিনারেল প্রিমিক্স' অর্থ পশুখাদ্যে ব্যবহৃত এমন সব ভিটামিন এবং মিনারেল উপাদান যাহা পশুখাদ্যে ভিটামিন ও মিনারেল ঘাটতি দূর করিয়া খাদ্যকে সুষম করিবে এবং পশুর দৈহিক বৃদ্ধি ও পশুর উৎপাদন বৃদ্ধিতে সহায়ক হইবে; (ঝ) 'পশু' অর্থ আইনের ধারা ২ এর দফা (৫) এ সংজ্ঞায়িত পশু;(ঞ) 'পশুখাদ্য' অর্থ আইনের ধারা ২ এর দফা (৬) এ সংজ্ঞায়িত পশুখাদ্য এবং এই বিধিতে উল্লিখিত ফিড প্রিমিক্স ও ফিড এডিটিভস;
(ট) 'ফরম' অর্থ তফসিল ১১ এ বর্ণিত ফরম-১ হইতে ফরম-১৩; (ঠ)'ফি' অর্থ তফসিল ১২ এ উল্লেখিত ফি; (ড)'ফিড এডিটিভস' অর্থ পশুখাদ্যের ভৌতিক গুণাবলি ও খাদ্যের গুণগতমান সংরক্ষণ ও উন্নত করাসহ পশুর ক্ষুধা বৃদ্ধি করিবার উদ্দেশ্যে মিশ্রিত উপাদানসমূহ;(ড)'মান নিয়ন্ত্রণ ল্যাবরেটরি' অর্থ আইনের ধারা ২ এর দফা (১৫) এ সংজ্ঞায়িত মান নিয়ন্ত্রণ ল্যাবরেটরি;(ণ)'নমুনা' অর্থ খাদ্য ও পুষ্টিমান যাচাই করণের লক্ষ্যে ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তা কর্তৃক পশুখাদ্য বা পশুখাদ্য উপকরণ হইতে দৈবচয়ণ পদ্ধতিতে (random sampling) সংগৃহীত পশুখাদ্য ও খাদ্য উপকরণের যুক্তিসংগত পরিমাণ (কমপক্ষে ৫০০ গ্রাম);
(ত)'লাইসেন্স' অর্থ আইনের ধারা ২ এর দফা (১৬) এ সংজ্ঞায়িত লাইসেন্স;(থ)'লাইসেন্সিং কর্তৃপক্ষ' অর্থ আইনের ধারা ৫ এ উল্লিখিত লাইসেন্সিং কর্তৃপক্ষ;(দ) 'স্বত্বাধিকারী' অর্থ পশুখাদ্য প্রস্তুতকারক, আমদানিকারক, রপ্তানিকারক প্রতিষ্ঠান, পশুখাদ্য গুদাম, পাইকারী ও খুচরা বিক্রেতা, প্রতিষ্ঠান এর মালিক বা তদকর্তৃক মনোনীত বা নিয়োগকৃত কোন প্রতিনিধি;(ধ)'স্বাস্থ্যকর পরিবেশ' অর্থ জনস্বাস্থ্যের পক্ষে ক্ষতিকর জীবাণু বা অন্য কোন দ্রব্য বা উপাদান অথবা রুচি বহির্ভূত বস্তুমুক্ত অনুকূল পরিবেশ, যাহা জনস্বাস্থ্যের অবনতি ঘটায় না;(ন) 'ক্ষতিকারক দ্রব্য বা উপাদান' অর্থ পশুখাদ্যে যে সকল উপাদান বিদ্যমান থাকিলে বা যোগ করা হইলে পশুর বিপাকীয় কার্যাবলীতে বিঘ্ন ঘটে বা পশুর দৈহিক বৃদ্ধি ও পশুর উৎপাদন বৃদ্ধি ব্যহত হয়, উৎপাদন হ্রাস পায়, বিষক্রিয়া হয় এবং পশুর মৃত্যু ঘটিতে পারে;

৩। লাইসেন্স এর জন্য আবেদন পদ্ধতি।-(১) আইনের ধারা ৬ এর উপ-ধারা (১) অনুযায়ী কোন ব্যক্তিকে লাইসেন্স প্রাপ্তির জন্য বিধি ৪ এ উল্লিখিত ক্যাটাগরি অনুযায়ী ফরম-১, ফরম-২ বা, ক্ষেত্রমত, ফরম-৩ এ লাইসেন্সিং কর্তৃপক্ষের নিকট আবেদন করিতে হইবে।
(২) উপ-বিধি (১) এর অধীন লাইসেন্স এর জন্য আবেদনের ক্ষেত্রে তফসিল ১২ এ উল্লিখিত আবেদন ফি পরিশোধ করিতে হইবে।
(৩) লাইসেন্সিং কর্তৃপক্ষ উপ-বিধি (১) এর অধীন প্রাপ্ত আবেদন যাচাই-বাছাই পূর্বক তফসিল ৩ এ উল্লিখিত শর্তাবলী পালন সম্পর্কে সন্তুষ্ট হইলে আবেদনকারীকে ফরম-৭ এ তফসিল ১২ এ উল্লিখিত লাইসেন্স ফি জমা প্রদানের জন্য নির্দেশ প্রদান করিবে এবং আবেদনকারী লাইসেন্স ফি জমা প্রদান করিলে ফরম-৪, ফরম-৫ বা, ক্ষেত্রমত, ফরম-৬ এ লাইসেন্স ইস্যু করিবে।
(৪) লাইসেন্সিং কর্তৃপক্ষ আইনের ধারা ৬ এর উপ-ধারা (২) এর দফা (খ) অনুযায়ী কোন ব্যক্তিকে লাইসেন্স এর শর্তাবলী পুরণ করিবার জন্য ফরম ৯ এ অতিরিক্ত সময় প্রদান করিতে পারিবে।
(৫) আইনের ধারা ৬ এর উপ-ধারা (২) এর দফা (খ) এবং (গ) এর বিধান অনুযায়ী আবেদনকারী লাইসেন্সের শর্তবলী পূরণ করিতে ব্যর্থ হইলে লাইসেন্সিং কর্তৃপক্ষ ফরম-৮ এ আবেদনকারীর আবেদন না মঞ্জুর করিতে পারিবে।

৪। আবেদনকারীর ক্যাটাগরি এবং ফি, ইত্যাদি।- (১) লাইসেন্স এর জন্য আবেদন করিবার ক্ষেত্রে নিম্নবর্ণিত ৩ (তিন) টি ক্যাটাগরি থাকিবে, যথাঃ-
(ক) ক্যাটাগরি-১ঃ পশুখাদ্য উৎপাদক বা প্রক্রিয়াজাতকারক বা সংরক্ষক ও বাজারজাতকারক;
(খ) ক্যাটাগরি-২ঃ পশুখাদ্য আমদানিকারক বা রপ্তানিকারক বা সংরক্ষক বা বাজারজাতকারক; এবং

(গ) ক্যাটাগরি-৩ঃ পশুখাদ্য বিক্রয়কারক, যিনি গড়ে অন্যূন ১০ টন বা তদুর্ধ্ব পরিমাণ পশুখাদ্য বিক্রয় করেন।
(২) উপ-বিধি (১) এ বর্ণিত ক্যাটাগরির আবেদন ফি, লাইসেন্স ফি, নবায়ন ফি ও আপীল ফি এবং লাইসেন্সের মেয়াদ তফসিল ১২ অনুসারে প্রদেয় হইবে।

৫। লাইসেন্স স্থগিত বা বাতিলকরণ।- (১) কোন লাইসেন্স গ্রহীতা বিধি ৭ এর বিধান বা, ক্ষেত্রমত, তফসিল ৩ এ উল্লিখিত শর্তাবলী পালন না করিলে উক্ত লাইসেন্স স্থগিত বা বাতিলের উদ্দেশ্যে লাইসেন্সিং কর্তৃপক্ষ লাইসেন্স গ্রহীতাকে ফরম-১০ এ ১৫ (পনের) দিনের মধ্যে কারণ দর্শানো নোটিশ জারী করিতে পারিবে।(২) উপ-বিধি (১) এ উল্লিখিত নোটিশ প্রাপ্তির পর লাইসেন্স গ্রহীতা নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যে কারণ না দর্শাইলে অথবা প্রদত্ত জবাব লাইসেন্সিং কর্তৃপক্ষের নিকট সন্তোষজনক প্রতীয়মান না হইলে, লাইসেন্সিং কর্তৃপক্ষ উক্ত জবাব প্রাপ্তির বা জবাব প্রদানের জন্য নির্ধারিত সময় অতিক্রমের ১৫ (পনের) দিনের মধ্যে ফরম-১১ এ উক্ত লাইসেন্স গ্রহীতার লাইসেন্স স্থগিত বা বাতিল করিতে পারিবে।

৬। আপীল ও পূর্নবিবেচনা।- (১) আইনের ধারা ৯ এর উপ-ধারা (১) এর অধীন কোন লাইসেন্স স্থগিত বা বাতিলের ক্ষেত্রে লাইসেন্স গ্রহীতা তফসিল ১২ এ বর্ণিত আপীল ফি পরিশোধ সাপেক্ষে ফরম-১২ এ লাইসেন্স স্থগিত বা বাতিলকরণ আদেশের বিরুদ্ধে সরকারের নিকট আপীল করিতে পারিবে। (২) আইনের ধারা ৯ এর উপ-ধারা (২) এর শর্তাংশ অনুযায়ী কোন আবেদনকারী আপীল আদেশ পুর্নবিবচনার জন্য ফরম-১৩ এ আবেদন করিতে পারিবে।

৭। পশুখাদ্যের আদর্শমাত্রা।- তফসিল ৪(ক), ৪(খ), ৪(গ), ৪(ঘ), ৪(ঙ), ৪(চ), ৪(ছ), ৪(জ), ৫(ক), ৫(খ), ৬(ক), ৬(খ), ৭(ক), ৭(খ), ৭(গ), ৭(ঘ), ৮ ক), ৮(খ), ৮(গ), এ উল্লিখিত আদর্শমাত্রা এবং তফসিল ৯ এ বর্ণিত পশুখাদ্যের নমুনা বিশ্লেষণের অনুমোদিত পদ্ধতি অনুসরণপূর্বক পশুখাদ্য প্রস্তুত করিতে হইবে।

৮। পশুখাদ্য মান যাচাইয়ের লক্ষে নমুনা সংগ্রহ, মান নিয়ন্ত্রণ, ল্যাবরেটরিতে প্রেরণ এবং ফি পরিশোধ, ইত্যাদি-
(১) আমদানিকৃত বা দেশে উৎপাদিত যেকোন পশুখাদ্যের বাণিজ্যিক উৎপাদন বা বাজারজাতকরণের যে কোন পর্যায়ে উহার মান যাচাইয়ের উদ্দেশ্যে লাইসেন্সিং কর্তৃপক্ষ কোন স্বত্বাধিকারীর নিকট হইতে অক্ষত (intact) প্যাকেট বা বস্তা হইতে দৈবচয়ন পদ্ধতিতে (random sampling) অন্যূন ৫০০ গ্রাম পশুখাদ্যের অন্যূন ৩ (তিন) টি নমুনা সংগ্রহ করিবে।
(২) লাইসেন্সিং কর্তৃপক্ষ উপ-বিধি (১) এর অধীন সংগৃহীত নমুনা প্যাকেটবদ্ধ ও সিলগালা করিয়া প্যাকেটের গায়ে লাইসেন্সিং কর্তৃপক্ষ ও যাহার তত্বাবধান হইতে নমুনা সংগ্রহ করা হইয়াছে তাহার বা তাহার মনোনীত প্রতিনিধির স্বাক্ষরসহ অন্যূন ৪ (চার) কার্য দিবসের মধ্যে সরকার কর্তৃক নির্ধারিত যে কোন মান নিয়ন্ত্রণ ল্যাবরেটরিতে পরীক্ষার জন্য প্রেরণ করিবে এবং অপর ২ (দুই) টি নমুনার মধ্যে ১ (এক) টি নমুনা কর্তৃক স্বত্ত্বাধিকারী সংরক্ষণ করিবে এবং অপরটি লাইসেন্সিং কর্তৃপক্ষ সংরক্ষণ করিবে।
(৩) মান নিয়ন্ত্রণ ল্যাবরেটরি উপ-বিধি (১) এর অধীন সংগৃহীত নমুনা প্রাপ্তির অন্যূন ২০ (বিশ) কার্যদিবসের মধ্যে উক্ত নমুনা পরীক্ষার প্রতিবেদন গোপনীয়তার রক্ষা পূর্বক লাইসেন্সিং কর্তৃপক্ষের নিকট প্রেরণ করিবেঃ তবে শর্ত থাকে যে, সংশ্লিষ্ট মান নিয়ন্ত্রণ ল্যাবরেটরি নির্ধারিত ২০ (বিশ) কার্যদিবসের মধ্যে উক্ত নমুনা পরীক্ষার প্রতিবেদন প্রদান করিতে অসমর্থ হইলে যুক্তিসঙ্গত কারণ উল্লেখপূর্বক অতিরিক্ত ১০ (দশ) কার্যদিবসের মধ্যে উক্ত প্রতিবেদন লাইসেন্সিং কর্তৃপক্ষের নিকট প্রেরণ করিবে।
(৪) মান নিয়ন্ত্রণ ল্যাবরেটরি কর্তৃক নমুনা পরীক্ষার প্রতিবেদন সম্পর্কে কোন স্বত্বাধিকারী সংক্ষুব্ধ হইলে সংগৃহীত নমুনা সরকার কর্তৃক নির্ধারিত অন্য কোন মান নিয়ন্ত্রণ ল্যাবরেটরিতে পরীক্ষার জন্য লাইসেন্সিং কর্তৃপক্ষেক অনুরোধ জ্ঞাপন করিতে পারিবে।
(৫) উপ-বিধি (৪) এর অধীন অনুরোধ প্রাপ্তির পর লাইসেন্সিং কর্তৃপক্ষ সংগৃহীত নমুনা পুনঃপরীক্ষার বিষয়ে সন্তুষ্ট হইলে, উক্ত পশুখাদ্যের সংগৃহীত অন্য একটি নমুনা সরকার কর্তৃক নির্ধারিত অন্য কোন মান নিয়ন্ত্রণ ল্যাবরেটরিতে প্রেরণ করিতে পারিবে।
(৬) কোন পশুখাদ্য ২ (দুই) টি মান নিয়ন্ত্রণ ল্যাবরেটরিতে পরীক্ষার পর অসংগতিপূর্ণ বা ভিন্ন ভিন্ন প্রতিবেদন বা ফলাফল পাওয়া গেলে লাইসেন্সিং কর্তৃপক্ষ উক্ত পশুখাদ্যের নমুনা সরকার কর্তৃক নির্ধারিত তৃতীয় কোন মান নিয়ন্ত্রণ ল্যাবরেটরিতে পরীক্ষা করাইতে পারিবে।
(৭) কোন পশুখাদ্য ৩ (তিন) টি মান নিয়ন্ত্রণ ল্যাবরেটরিতে পরীক্ষা করা হইলে যে ২ (দুই) টি মান নিয়ন্ত্রণ ল্যাবরেটরির পরীক্ষার ফলাফল অনুরূপ বা কাছাকাছি হইবে উহার ভিত্তিতে লাইসেন্সিং কর্তৃপক্ষ উক্ত পশুখাদ্যের পুষ্টিমান বিবেচনা করিবে।
(৮) পশুখাদ্য বা পশুখাদ্য উপকরণের মান নিয়ন্ত্রণের জন্য লাইসেন্সিং কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রেরিত নমুনার সকল প্রয়োজনীয় পরীক্ষা মান নিয়ন্ত্রণ ল্যাবরেটরি বিনামূল্যে সম্পন্ন করিবে।
(৯) পশুখাদ্যের উপকরণের আদর্শমাত্রা বা পুষ্টিমান নির্ণয়ের জন্য তফসিল ৯ এ বর্ণিত নমুনা বিশ্লেষণের অনুমোদিত পদ্ধতি অনুসরণপূর্বক নিম্নবর্ণিত পদ্ধতিতে প্রক্সিমেট বিশ্লেষণ করা যাইবে যথাঃ- (ক) ক্রুড আমিষঃ জেলডাল পদ্ধতি, জেলটেক পদ্ধতি বা তফসিল ৯ এ বর্ণিত পদ্ধতি বা বৈজ্ঞানিকভাবে স্বীকৃত অন্য কোন পদ্ধতি; (খ) ইথার এক্সট্রাকশানঃ সক্সটেক পদ্ধতি, সক্সলেট পদ্ধতি (এন-হেক্সেন) বা তফসিল ৯ এ বর্ণিত পদ্ধতি বা বৈজ্ঞানিকভাবে স্বীকৃত অন্য কোন পদ্ধতি; (গ) জলীয় অংশঃ হট এয়ার ড্রাইং ওভেন, ভ্যাকুয়াম ড্রাইং ওভেন, টলোইন ডিস্টেলেশন পদ্ধতি বা তফসিল ৯ এ বর্ণিত পদ্ধতি বা বৈজ্ঞানিকভাবে স্বীকৃত অন্য কোন পদ্ধতি; (ঘ) এ্যাশ বা ছাইঃ মাফেল ফার্ণেস এ বার্ণিত পদ্ধতি বা তফসিল ৯ এ বর্ণিত পদ্ধতি বা বৈজ্ঞানিকভাবে স্বীকৃত অন্য কোন পদ্ধতি; (ঙ) ক্রুড ফাইবারঃ ফাইবার ক্যাপ/ ব্যাগ, ফাইবার টেক, ম্যানুয়েল এক্সট্রাকশন পদ্ধতি বা তফসিল ৯ এ বর্ণিত পদ্ধতি বা বৈজ্ঞানিকভাবে স্বীকৃত অন্য কোন পদ্ধতি; এবং (চ) নাইট্রোজেন ফি" এক্সট্রাক্ট ক্যালকুলেশনের মাধ্যমে;

৯। পাত্র ও লেবেলিং।- আইনের ধারা ১৩ এর বিধান অনুসারে কোন তৈরী পশুখাদ্য বাজারজাত করিবার ক্ষেত্রে পশুখাদ্যের পাত্র বা প্যাকেটে আইনে বর্ণিত বিষয়াবলীর অতিরিক্ত হিসেবে নিম্নবর্ণিত বিষয়গুলির উল্লেখ থাকিতে হইবে, যথাঃ- (ক) পশুখাদ্যে আদর্শ মাত্রা অনুযায়ী তৈরি পশুখাদ্যে বিভিন্ন পুষ্টি উপাদানের শতকরা হার এবং তফসিল ৪(ক), ৪(খ), ৪(গ), ৪(ঘ), ৪(ঙ), ৪(চ), ৪(ছ), ৪(জ), ৫(ক), ৫(খ), ৬(ক), ৬(খ), ৭(ক), ৭(খ), ৭(গ), ৭(ঘ), ৮(ক), ৮(খ), ৮(গ), এ বর্ণিত পুষ্টি উপাদানসমূহের নাম (সমস্ত পুষ্টি উপাদান প্যাকেটের গায়ে লিপিবদ্ধ করা না গেলেও অত্যাবশ্যকীয় উপাদানসমূহ লিপিবদ্ধ করিতে হইবে); এবং (খ)'শুধু মাত্র পশুখাদ্য হিসেবে ব্যবহার্য' শীর্ষক লেবেল।

১০। কারখানা বা সংশ্লিষ্ট স্থানে প্রবেশ, ইত্যাদি।- (১) লাইসেন্সিং কর্তৃপক্ষ আইনের ধারা ১৫ এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে কোন স্থানে প্রবেশের সময় আইন প্রয়োগকারী সংস্থা বা সংশ্লিষ্ট প্রশাসনিক কর্তৃপক্ষের সহায়তা গ্রহণ করিতে পারিবে এবং উক্ত সংস্থা বা কর্তৃপক্ষ লাইসেন্সিং কর্তৃপক্ষেক যথাযথভাবে সহযোগীতা প্রদান করিবে।(২) উপ-বিধি (১) এ বর্ণিত এলাকায় প্রবেশ করিবার পূর্বে লাইসেন্সিং কর্তৃপক্ষ, উক্ত পরিদর্শন দলের প্রত্যেক সদস্যের প্রয়োজনীয় স্বাস্থ্যসম্মত ব্যবস্থাদি গ্রহণ করিবে।

১১। ক্ষতিকর ও ভেজাল পশুখাদ্য বিনষ্টকরণ, শোধন, ইত্যাদি।- (১) আইনের ধারা ১৪ এর উদ্দেশ্যে পূরণকল্পে লাইসেন্সিং কর্তৃপক্ষ নিষিদ্ধ পশুখাদ্য তফসিল ১০ এ বর্ণিত পদ্ধতি অনুসরণপূর্বক বিনষ্ট বা, ক্ষেত্রমত, শোধন করিবার নির্দেশ দিতে পারিবে।(২) পশুখাদ্যে নিষিদ্ধ ঘোষিত এন্টিবায়োটিক, কীটনাশক, গ্রোথ হরমোন, ইত্যাদির উপস্থিতি প্রমাণিত হইলে উক্ত পশুখাদ্য প্যাকেট বা বস্তা হইতে বিমুক্ত করিয়া ধ্বংস বা বিনষ্ট করিতে হইবে।(৩) পশুখাদ্যে বিনষ্ট করিবার যাবতীয় ব্যয় সংশ্লিষ্ট স্বত্ত্বাধিকারীকে বহন করিতে হইবে।

স্থানাভাবে তফসিল ১ হতে ১২ এখানে মুদ্রিত হয়নি।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে,
মোঃ মুহিবুজ্জামান
সিনিয়র সহকারী সচিব

মোঃ নজরুল ইসলাম (উপসচিব), উপ-পরিচালক, বাংলাদেশ সরকারি মুদ্রণালয়, তেজগাঁও, ঢাকা কতৃক মুদ্রিত।
আব্দুর রশিদ (উপসচিব), উপ-পরিচালক, বাংলাদেশ ফরম ও প্রকাশনা অফিস, তেজগাঁও, ঢাকা কতৃক প্রকাশিত। web site: www.bgpress.gov.bd

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
পশু জবাই ও মাংসের মান নিয়ন্ত্রন আইন, ২০১১
(২০১১ সনের ১৬ নং আইন; ২০ সেপ্টেম্বর ২০১১)

পশু জবাই নিয়ন্ত্রণ ও জনসাধারণের জন্য মানসম্মত মাংস প্রাপ্তি নিশ্চিত করিবার লক্ষ্যে এবং তদসংশ্লিষ্ট আনুষঙ্গিক বিষয়াদি সর্ম্পকে বিধান প্রণয়নকল্পে প্রনীত আইন। যেহেতু পশু জবাই ও জনসাধারণের জন্য মানসম্মত মাংস প্রাপ্তি নিশ্চিতকরণ ও আনুষঙ্গিক বিষয়াদি সম্পর্কে বিধান করা সমীচীন ও প্রয়োজনীয়; সেহেতু এতদদ্বারা নিম্নরূপ আইন করা হইল:-

সংক্ষিপ্ত শিরোনাম ও প্রবর্তন	১। (১) এই আইন পশু জবাই ও মাংসের মান নিয়ন্ত্রন আইন, ২০১১ নামে অভিহিত হইবে। (২) সরকার, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, যে তারিখ নির্ধারণ করিবে সেই তারিখে ইহা কার্যকর হইবে।
সংজ্ঞা	২। বিষয় বা প্রসঙ্গের পরিপন্থী কোন কিছু না থাকিলে, এই আইনে- (১) 'অফাল'(Offal)অর্থ জবাইকৃত পশুর কারকাস ব্যতীত ভক্ষণ যোগ্য ও ভক্ষণ অযোগ্য অংশ,যথাঃ- যকৃত, ফুসফুস, বৃক্ক, মস্তিস্ক, চর্বি, হাড়, নাড়িভূঁড়ি ইত্যাদি; (২) 'উপযুক্ত চিকিৎসক' অর্থ স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের অধীনস্থ স্ব স্ব অধিক্ষেত্রে উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কর্মকর্তা বা, প্রযোজ্য ক্ষেত্রে, মেডিকেল অফিসার এবং স্থানীয় সরকার বিভাগের অধীন মেডিকেল অফিসার যিনি Medical and Dental Council Act,1980 এর section ২(ন) তে সংজ্ঞায়িত কাউন্সিল কর্তৃক রেজিস্ট্রিকৃত চিকিৎসক; (৩) 'কর্তৃপক্ষ' অর্থ প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর; (৪) 'কারকাস' অর্থ জবাইখানা বা অন্য কোন নির্ধারিত স্থানে জবাইকৃত পশুর সম্পূর্ণ রক্ত নি:সৃত (Bleeding)এবং জবাই পরবর্তী প্রস্তুতকৃত (Dressing) দেহ বা দেহের অংশ বিশেষ; (৫) 'কালিং'(Culling) অর্থ প্রজনন, উৎপাদন, চাষাবাদ বা পরিবহন কাজের জন্য উপযুক্ত নহে কিন্তু জবাইয়ের উপযুক্ত এমন পশু বাছাই; (৬) 'জবাই' অর্থ মানুষের ভক্ষণের উদ্দেশ্যে জবাই উপযুক্ত পশুকে ধর্মীয়ভাবে গ্রহণযোগ্য পদ্ধতিতে পরিষ্কার ধারালো ছুরি বা চাকু দ্বারা কাটিয়া রক্ত বাহির বা নিঃসরন করিবার পদ্ধতি; (৭) 'জবাই উপযুক্ত পশু' অর্থ ভেটেরিনারি কর্মকর্তা বা, ক্ষেত্রমত, ভেটেরিনারিয়ান কর্তৃক ঘোষিত জবাইয়ের উপযুক্ত যে কোন সুস্থ পশু; (৮) 'জবাইখানা' অর্থ মানুষের খাদ্য হিসাবে ব্যবহারের জন্য জবাইপূর্ব পশু পরীক্ষা, পশু জবাই এবং জবাই পরবর্তী কারকাস পরীক্ষার জন্য সরকার কর্তৃক অনুমোদিত কোন ভবন বা স্থান; (৯) 'নির্ধারিত' অর্থ বিধি দ্বারা নির্ধারিত; (১০) 'নিষিদ্ধ দিবস' অর্থ সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা ঘোষিত পশু জবাই ও মাংস বিক্রয় নিষিদ্ধ দিবস; (১১) 'পরিবেশন স্থাপনা' অর্থ যে কোন হোটেল, রেস্তোরা, খাওয়ার ঘর, ক্যান্টিন বা অনুরূপ অন্য কোন স্থান, বাণিজ্যিক উদ্দেশ্যে যাহা জনগণের জন্য বা সুনির্দিষ্ট শ্রেণীর জনগণের জন্য উন্মুক্ত এবং যেখানে পরিবেশন বা ভক্ষণ করা হয়; (১২) 'পশু' অর্থ নিম্নবর্ণিত সকল ধরণের প্রাণী, যথাঃ- (অ) গরু, মহিষ, ছাগল, ভেড়া, দুম্বা, উট, অন্য কোন আইনে নিষিদ্ধ না থাকিলে খরগোশ ও হরিণ; (আ) শুকর; (ই) পাখি জাতীয় প্রাণী যথা, হাঁস, মুরগি, কোয়েল, কবুতর, টার্কি ইত্যাদি; এবং (ঈ) সরকার কর্তৃক বিভিন্ন সময়ে সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা ঘোষিত নির্দিষ্ট জনগোষ্ঠীর নিকট হালাল বা গ্রহণযোগ্য অন্য যে কোন প্রাণী; (১৩) 'বর্জ্য' অর্থ জবাই প্রক্রিয়ার সময় বা অন্য কোনভাবে জবাইখানায় সৃষ্ট বা আনীত দ্রব্যাদি বা সরকার কর্তৃক ঘোষিত যে কোন দ্রব্যাদি, যাহা বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে অপসারণ প্রয়োজন; (১৪) 'বিধি' অর্থ এই আইনের অধীন প্রণীত বিধি; (১৫) 'ভক্ষণ অযোগ্য' অর্থ জবাইকৃত পশু বা মাংস পরিদর্শনের পর বা অন্য কোন উপায়ে নির্ধারিত, মানুষের ভক্ষণের অনুপযুক্ত বা ধ্বংস করা প্রয়োজন, এইরূপ কারকাস, মাংস বা অফাল; (১৬) 'ভেটেরিনারি কর্মকর্তা' অর্থ প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের অধীন কর্মরত কোন কর্মকর্তা, যিনি Bangladesh Veterinary Practitioner's Ordinance, 1982 (Ordinance NO, XXX of 1982) এর section ২(ম) তে সংজ্ঞায়িত Registered Veterinary Practitioner; (১৭) 'ভেটেরিনারিয়ান' অর্থ, সিটি কর্পোরেশন বা, ক্ষেত্রমত, পৌরসভায় কর্মরত জবাইযোগ্য পশু বা মাংস পরিদর্শনের দায়িত প্রাপ্ত কোন কর্মকর্তা, যিনি Bangladesh Veterinary Practitioner's Ordinance, 1982 (Ordinance NO. XXX of ১৯৮২) এর section ২ (ম) সংজ্ঞায়িত Registered Veterinary Practitioner;

	(১৮) 'মহাপরিচালক' অর্থ প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের মহাপরিচালক; (১৯) 'মাংস' অর্থ কোন জবাইখানায় জবাইয়ের উপযুক্ত যে কোন সুস্থ জবাইকৃত পশুর মাংস বা অন্যান্য ভক্ষণযোগ্য অফাল এবং বাংলাদেশ পশু ও পশুজাত পণ্য সঙ্গ নিরোধ আইন, ২০০৫ (২০০৫ সনের ৬ নম্বর আইন) এর অধীন আমদানিকৃত মাংস; (২০) 'মাংস প্রক্রিয়াকরণ কারখানা' অর্থ কারকাস হইতে মাংস বা মাংসজাত পণ্য তৈরীর কারখানা; (২১) 'মাংস বিক্রয় স্থাপনা' অর্থ মাংস বিক্রয় করিবার প্রতিষ্ঠান বা বিক্রয়ের উদ্দেশ্যে প্রদর্শিত হয়, এইরূপ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অনুমোদিত স্থান; (২২) 'সাময়িকভাবে পশু রাখিবার স্থান (Stockyard)' অর্থ সরকার কর্তৃক ঘোষিত চতুর্দিকে দেয়াল বা বেড়া দ্বারা ঘেরাওকৃত, যেখানে জবাই এর জন্য পশু সাময়িক জড়ো করা হয় বা যেখানে ভেটেরিনারি কর্মকর্তা বা, ক্ষেত্রমত, ভেটেরিনারিয়ান পশুর জবাই উপযুক্ততা পরীক্ষা করেন।
জবাইখানার বাহিরে পশু জবাই নিষিদ্ধকরণ	৩। (১) নিম্নবর্ণিত ক্ষেত্র ব্যতীত, বাণিজ্যিক উদ্দেশ্যে বিক্রির জন্য কোন ব্যক্তি, প্রতিষ্ঠান বা সংস্থা জবাইখানার বাহিরে কোন পশু জবাই করিতে পারিবে না, যথাঃ- (ক) ঈদুল আজহা, ঈদুল ফিতর বা অন্য কোন ধর্মীয়, সামাজিক অনুষ্ঠান এবং সরকার কর্তৃক সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা ঘোষিত অন্য কোন উৎসব বা অনুষ্ঠান; (খ) পারিবারিক চাহিদার ভিত্তিতে পারিবারিক ভোজনের উদ্দেশ্যে। (২) উপ-ধারা (১) এ যাহা কিছুই থাকুক না কেন, উক্ত উপ-ধারার দফা (ক) বা (খ) এ বর্ণিত ক্ষেত্রে জবাইখানার বাহিরে এইরূপ স্থানে ও উপায়ে পশু জবাই করিতে হইবে যাহাতে- (ক) পানি বা পানির উৎস, বায়ু বা পরিবেশের অন্য কোন উপাদান দূষিত হওয়ার সম্ভাবনা থাকে না; এবং (খ) বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতি অনুযায়ী পশু জবাই ও বর্জ্য অপসারণ করা যায়।
জবাই নিষিদ্ধ পশু	৪। (১) সরকার যে কোন পশু জবাই নিষিদ্ধ করিবার লক্ষ্যে বিধি প্রণয়ন করিতে পারিবে। (২) কোন ব্যক্তি, প্রতিষ্ঠান বা সংস্থা বিধিতে উল্লিখিত জবাই নিষিদ্ধ পশু জবাই করিতে বা জবাই করিবার অনুমতি প্রদান করিতে
জবাই পূর্ব ও জবাই পরবর্তী পশু ও কারকাস ইত্যাদি পরীক্ষা	৫। (১) এই আইনের অধীন প্রণীত বিধি দ্বাবা নির্ধারিত পদ্ধতিতে পশু জবাই করিতে হইবে। (২) এই আইনের ধারা ১৫ তে বর্ণিত পশু জবাই নিষিদ্ধ দিবস ব্যতীত অন্যান্য দিনে জবাই খানায় জবাইয়ের উদ্দেশ্যে আনীত পশু এবং জবাই পরবর্তী পশু ও কারকাস সংশ্লিষ্ট ভেটেরিনারি কর্মকর্তা বা, ক্ষেত্রমত, ভেটেরিনারিয়ান কর্তৃক এই আইনের অধীন প্রণীত বিধি অনুসরণপূর্বক যথাযথভাবে পরীক্ষা করিতে হইবে।
জবাই খানার পরিবেশ	৬। এই আইনের অধীন প্রণীত বিধি অনুযায়ী জবাইখানার পরিবেশ ও মান নির্ধারণ করিতে হইবে।
জবাইখানা, মাংস বিক্রয় স্থাপনা এবং মাংস প্রক্রিয়াকরণ কারখানা স্থাপন	৭। এই আইনের অধীন প্রণীত বিধি অনুসারে জবাইখানা, মাংস বিক্রয় স্থপনা বা মাংস প্রক্রিয়াকরণ কারখানা স্থাপন করিতে হইবে।
জবাইখানা, মাংস বিক্রয় স্থাপনা এবং মাংস প্রক্রিয়াকরণ কারখানা স্থাপন, ইত্যাদির জন্য লাইসেন্স	৮। (১) কোন ব্যক্তি, প্রতিষ্ঠান বা বিধিবদ্ধ সংস্থা ধারা ৯ এর অধীন লাইসেন্স গ্রহণ ব্যতীত বাণিজ্যিক উদ্দেশ্যে জবাইখানা বা মাংস বিক্রয় স্থাপনা এবং মাংস প্রক্রিয়াকরণ কারখানা স্থাপন করিতে বা পরিচালনা করিতে পারিবেন নাঃ তবে, শর্ত থাকে যে, এই আইন বাংলাদেশ সশস্ত্র বাহিনী কর্তৃক পরিচালিত কোন জবাইখানা বা সশস্ত্র বাহিনীর সদস্যগণের জন্য সশস্ত্র বাহিনী কর্তৃক পরিচালিত মাংস বিক্রয় বা মাংস প্রক্রিয়াকরণ কারখানা স্থাপনার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হইবে না। (২) এই আইন কার্যকর হইবার অব্যবহিত পূর্বে কোন ব্যক্তি, প্রতিষ্ঠান বা সংস্থা জবাইখানা, মাংস বিক্রয় স্থাপনা এবং মাংস প্রক্রিয়াকরণ কারখানা স্থাপন বা আনুষঙ্গিক কার্যাবলী সম্পাদন করিয়া থাকিলে এই আইন কার্যকর হইবার অনধিক ৬ (ছয়) মাসের মধ্যে ধারা ৯ এর উপ-ধারা (১) এ নির্ধারিত পদ্ধতিতে লাইসেন্সের জন্য আবেদন করিতে হইবে।
লাইসেন্স প্রদান পদ্ধতি, ইত্যাদি	৯। (১) এই আইনের অধীন জবাইখানা, মাংস বিক্রয় স্থাপনা এবং মাংস প্রক্রিয়াকরণ কারখানা স্থাপন করিবার জন্য কোন ব্যক্তি, প্রতিষ্ঠান বা সংস্থা মহাপরিচালক বা তদকর্তৃক মতা প্রদত্ত ভেটেরিনারি কর্মকর্তার নিকট বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে ও ফরমে আবেদন করিতে পারিবেনঃ তবে শর্ত থাকে যে, এতদুদ্দেশ্যে বিধি প্রণীত না হওয়া পর্যন্ত কোন ব্যক্তি, প্রতিষ্ঠান বা সংস্থা লাইসেন্সের জন্য মহাপরিচালকের নিকট লিখিতভাবে আবেদন করিতে পারিবে।

লাইসেন্সের মেয়াদ ও নবায়ন	১০। (১) এই আইনের অধীন ইস্যুকৃত লাইসেন্সের মেয়াদ হইবে লাইসেন্স ইস্যুর তারিখ হইতে ১(এক) বৎসর। (২) উপ-ধারা (১) এ বর্ণিত লাইসেন্সের মেয়াদ নবায়নের জন্য উহার মেয়াদ শেষ হইবার অন্যূন ৩০ (ত্রিশ) দিন পূর্বে মহাপরিচালক কর্তৃক ধার্যকৃত নির্ধারিত ফিসসহ নির্ধারিত পদ্ধতিতে মহাপরিচালকের নিকট আবেদন করিতে হইবে। (৩) উপ-ধারা (২) এর অধীন আবেদন প্রাপ্তির পর মহাপরিচালক বা তাহার নিকট হইতে এতদুদ্দেশ্যে ক্ষমতাপ্রাপ্ত ভেটেরিনারি কর্মকর্তা বিধি দ্বারা নির্ধারিত
লাইসেন্স স্থগিত ও বাতিলকরণ ইত্যাদি	১১। এই আইন বা উহার অধীন প্রণীত বিধিতে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, মহাপরিচালক বা তাহার নিকট হইতে ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোন ভেটেরিনারি কর্মকর্তা নিম্নবর্ণিত যে কোন কারণে বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে লাইসেন্স স্থগিত বা রহিত করিতে পারিবেন, যদি লাইসেন্সধারী- (ক) এই আইন বা বিধির কোন বিধান বা লাইসেন্সে উল্লিখিত কোন শর্ত ভঙ্গ করিয়া থাকেন; (খ) এই আইনের অধীন কোন অপরাধের জন্য দন্ডিত হইয়া থাকেন; এবং (গ) দফা (ক) ও (খ) এ উল্লিখিত অযোগ্যতা গোপন করিয়া লাইসেন্স পাইয়া থাকেন।
প্রবেশ, পরিদর্শন ইত্যাদির ক্ষমতা	১২। (১) মহাপরিচালক বা তাহার নিকট হইতে ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোন ভেটেরিনারি কর্মকর্তা বা, ক্ষেত্রমত, ভেটেরিনারিয়ান তাহাদের স্ব স্ব অধিক্ষেত্রে সময় সময়, তদবিবেচনায় প্রয়োজনীয় সহায়তা সহকারে জবাইখানা, মাংস বিক্রয় স্থাপনা ও পরিবেশন স্থাপনা, মাংস প্রক্রিয়াকরণ কারখানা, অন্য কোন স্থান বা যানবাহনে প্রবেশ করিতে পারিবেন। (২) উপ-ধারা (১) এর অধীন পরিদর্শনকালে মহাপরিচালক বা তাহার নিকট হইতে ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোন ভেটেরিনারি কর্মকর্তা, বা, ক্ষেত্রমত, ভেটেরিনারিয়ান এই আইন অথবা বিধির সহিত অসামঞ্জস্যতা রহিয়াছে, এইরূপ কার্যক্রম ও অবস্থা পরিলতি হইলে এই আইন বা বিধি অনুযায়ী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে পারিবেন।
জবাইখানা ও মাংস প্রক্রিয়াকরণ কারখানার কর্মী ও মাংস বিক্রেতার স্বাস্থ্য	১৩। পশু জবাই, মাংস প্রক্রিয়াকরণ ও বিপণনের সহিত সংশ্লিষ্ট সকল কর্মী সংক্রামক অথবা ছোঁয়াচে রোগমুক্ত কিনা, তাহা উপযুক্ত চিকিৎসক কর্তৃক প্রত্যায়িত হইতে হইবে এবং উপযুক্ত চিকিৎসক কর্তৃক প্রদত্ত সনদপত্র জবাইখানা, মাংস বিক্রয় স্থাপনা, মাংস প্রক্রিয়াকরণ কারখানার মালিক, ব্যবস্থাপক বা অন্য কোন দায়িত্ব প্রাপ্ত ব্যক্তি সংরণক্ষ করিবেন এবং প্রয়োজনে ভেটেরিনারি কর্মকর্তা বা ভেটিরিনারিয়ানকে প্রদর্শন করিতে বাধ্য থাকিবেন।
পশু, মাংস ও মাংসজাত পণ্য পরিবহণ	১৪। (১) এই আইনের অধীন প্রণীত বিধি অনুযায়ী পশু, মাংস ও মাংসজাত পণ্য পরিবহন ও বিপণন করিতে হইবে। (২) মহাপরিচালক অথবা তদকর্তৃক ক্ষমতা প্রদত্ত ভেটেরিনারি কর্মকর্তা বা, ক্ষেত্রমত, ভেটেরিনারিয়ানের নিকট যদি প্রতীয়মান হয় যে, পশু, মাংস বা মাংসজাত পণ্য পরিবহনের সময় বিধি লঙ্ঘন করা হইয়াছে, তবে তিনি বিধি অনুযায়ী উক্ত পশু, মাংস ও মাংসজাত পণ্য বাজেয়াপ্ত, অপসারণ বা ধ্বংস করিতে অথবা অন্য কোন পদ্ধতিতে উহা নিষ্পত্তি বা বিলি বন্দোবস্তের ব্যবস্থা গ্রহণ
পশু জবাই ও মাংস বিক্রয় নিষিদ্ধ দিবস	১৫। সরকার, বাণিজ্যিক উদ্দেশ্যে পশু জবাই নিয়ন্ত্রণ করিবার লক্ষ্যে, সপ্তাহের যে কোন দিবসে পশু জবাই নিষিদ্ধ ঘোষণা করিতে পারিবে এবং এইরূপ নিষিদ্ধ দিবসে পশু জবাই বা মাংস বিক্রয় বন্ধের জন্য সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা আদেশ জারী করিতে পারিবেঃ তবে শর্ত থাকে যে, মাংস অথবা মাংসজাত পণ্য রপ্তানীর ক্ষেত্রে এই ধারা প্রযোজ্য হইবে না।
জরুরী জবাই	১৬। ভেটেরিনারি কর্মকর্তা বা ভেটেরিনারিয়ান যদি এই মর্মে সন্তুষ্ট হন যে, কোন পশু জরুরী ভিত্তিতে জবাইয়ের প্রয়োজন, তাহা হইলে তিনি উক্ত পশু পরীক্ষা পূর্বক সন্তুষ্ট হইয়া বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে জরুরী জবাইয়ের নির্দেশ দিতে পারিবেন।
ভক্ষণ অযোগ্য ঘোষণা	১৭। জবাইকৃত পশু পরীক্ষার পর যদি ভেটেরিনারি কর্মকর্তা বা ভেটেরিনারিয়ান এর নিকট প্রতীয়মান হয় যে, সম্পূর্ণ কারকাস বা কারকাসের অংশ বা মাংস মানুষের ভক্ষেণর জন্য অনুপযুক্ত, তাহা হইলে তিনি উক্ত সম্পূর্ণ কারকাস বা কারকাসের অংশ অথবা মাংস ভক্ষণ অযোগ্য ঘোষণা করিবেনঃ তবে শর্ত থাকে যে, তিনি ভক্ষণ অযোগ্য ঘোষিত কারকাস অথবা আংশিক কারকাস অথবা মাংসকে বিধি অনুসরণপূর্বক এমনভাবে চিহ্নিত করিবেন, যাহাতে মানব খাদ্য চেইনে (food chain) উহা
ভক্ষণ অযোগ্য ঘোষিত কারকাস বা আংশিক কারকাস বা মাংস বা অফাল অপসারণ বা ধ্বংসের নির্দেশ	১৮। ভেটেরিনারি কর্মকর্তা বা ভেটেরিনারিয়ান কর্তৃক ভক্ষণ অযোগ্য ঘোষিত কারকাস বা আংশিক কারকাস বা মাংস বা অফাল বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে অপসারণ বা ধ্বংসের নির্দেশ দিতে পারিবেনঃ তবে শর্ত থাকে যে, ভক্ষণ অযোগ্য ঘোষিত কারকাস অথবা আংশিক কারকাস বা মাংস মানুষের ভক্ষণের জন্য ব্যতীত অন্য কোন কাজে ব্যবহারের উপযুক্ত বলিয়া ভেটেরিনারি কর্মকর্তা বা ভেটেরিনারিয়ানের নিকট প্রতীয়মান হইলে, তিনি উক্ত কারকাস, আংশিক কারকাস বা মাংস যে সকল কাজে ব্যবহার বা স্থানান্তর করিবার উপযুক্ত, তদমর্মে নির্দেশ প্রদানপূর্বক উক্ত কাজে ব্যবহার বা হস্তান্তরের জন্য জবাই খানা হইতে উহা লইয়া যাওয়ার অনুমতি প্রদান করিতে পারিবেনঃ আরও শর্ত থাকে যে, উক্ত কারকাস

	আংশিক কারকাস অথবা মাংস যেই কাজের জন্য ব্যবহারের নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে, তাহা ব্যতিরেকে অন্য কোন কাজে ব্যবহার করিলে অথবা ব্যবহার করিবার উদ্দেশ্যে বিক্রয় করিলে উহা এই আইনের লঙ্ঘন বলিয়া গণ্য হইবে।
ল্যাবরেটরিতে নমুনা প্রেরণের নির্দেশ প্রদান	১৯। ভেটেরিনারি কর্মকর্তা বা ভেটেরিনারিয়ান কারকাস, আংশিক কারকাস, মাংস, ভক্ষণযোগ্য অফাল বা ভক্ষণ অযোগ্য অফাল বা অন্য কোন অংশ, ব্যবহৃত পানি, বরফ অথবা তাহার বিবেচনায় উপযুক্ত নমুনা সংগ্রহ করিতে অথবা করাইতে পারিবেন এবং উক্ত নমুনা সরকার কর্তৃক স্বীকৃত কোন ভেটেরিনারি পাবলিক হেলথ ও মাইক্রোবায়োলজি ল্যাবরেটরি বা অনুরূপ কাজের জন্য সরকার কর্তৃক স্বীকৃত অন্য কোন ল্যাবরেটরিতে পরীক্ষা করিতে বা করাইবার নির্দেশ প্রদান করিতে পারিবেন।
জবাইখানার বর্জ্য ব্যবস্থাপনা	২০। (১) এই আইনের অধীন প্রণীত বিধি অনুযায়ী জবাইখানার বর্জ্য ব্যবস্থাপনা করিতে হইবে। (২) যদি ভেটেরিনারি কর্মকর্তা বা ভেটেরিনারিয়ানের নিকট প্রতীয়মান হয় যে, জবাইখানার কোন পশু বা বস্তু হইতে নি:সৃত বা নির্গত বর্জ্য দ্বারা কোনভাবে কারকাস বা কারকাসের অংশ, মাংস বা অফাল দূষিত বা বিষাক্ত হইবার সম্ভাবনা রহিয়াছে, তাহা
মান নির্ধারণ	২১। এই আইনের অধীন প্রণীত বিধি মোতাবেক মহাপরিচালক নিম্নবর্ণিত বিষয়সমূহের মান নির্ধারণ করিয়া বিজ্ঞপ্তি জারী করিতে পারিবেন, যথাঃ- (ক) জবাইখানা, মাংস বিক্রয় স্থাপনা ও মাংস প্রক্রিয়াজাত কারখানার আকার, সুবিধাদি ও পরিবেশ সংক্রান্ত; (খ) জবাইখানা, মাংস বিক্রয় স্থাপনা ও মাংস প্রক্রিয়াজাত কারখানায় ব্যবহৃত পানি, বরফ, শীতলীকরণ পদ্ধতি ইত্যাদি; (গ) কারকাস, কারকাসের অংশ, মাংস প্রভৃতিতে জীবাণু, ভারী-ধাতব বস্তু, বিষাক্ত বস্তু, হরমোন, প্রিজারভেটিভ, এন্টিবায়োটিক ইত্যাদির গ্রহণযোগ্য মাত্রা; (ঘ) গবাদিপশু যেমন গরু, মহিষ, ছাগল, ভেড়া, উট, দুম্বা অন্য কোন আইনে নিষিদ্ধ না থাকিলে খরগোশ ও হরিন ইত্যাদির চামড়া ছাড়ানো এবং সংরক্ষণের উপযুক্ত পদ্ধতি; এবং (ঙ) দফা (ক) ও (খ) তে উল্লিখিত কার্যাদি সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনের জন্য মহাপরিচালকের বিবেচনায় অন্যান্য প্রয়োজনীয় কার্যক্রম।
পশু বা মাংস বা মাংসজাত দ্রব্যাদি আটক ও অপসারণ করিবার ক্ষমতা	২২। যদি কোন ভেটেরিনারি কর্মকর্তা বা ভেটেরিনারিয়ান তাহার আওতাধীন এলাকা পরিদর্শনকালে এই মর্মে সন্তুষ্ট হন যে, এই আইন বা বিধি ভঙ্গ করিয়া পশু জবাই, জবাইকৃত পশু অথবা পশুর মাংস পরিবহন অথবা মাংস বা মাংসজাত পণ্য বিক্রয় করা বা পরিবেশন করা হইয়াছে, তাহা হইলে তিনি উক্ত পশু অথবা মাংস বা মাংসজাত পণ্য অথবা যানবাহন আটক করিতে পারিবেন অথবা আটক করিবার নির্দেশ দিতে বা বিধি অনুযায়ী অপসারণ করিতে বা করাইবার নির্দেশ প্রদান করিতে পারিবেন।
অপরাধ ও বিচার	২৩। (১) যদি কোন ব্যক্তি, প্রতিষ্ঠান বা সংস্থা এই আইন বা তদধীন প্রণীত বিধির কোন বিধান লঙ্ঘন করেন, তাহা হইলে উক্ত লঙ্ঘন এই আইনের অধীন একটি অপরাধ হইবে। (২) এই আইনের অধীন সংঘটিত অপরাধসমূহ মোবাইল কোর্ট আইন,
দন্ড	২৪। (১) যদি কোন ব্যক্তি এই আইন অথবা তদধীন প্রণীত বিধির কোন বিধান লঙ্ঘন করেন বা তদনুযায়ী দায়িত্ব সম্পাদনে অথবা আদেশ অথবা নির্দেশ পালনে ব্যর্থ হন, তাহা হইলে তিনি অনুরূপ লঙ্ঘন অথবা ব্যর্থতার দায়ে অনুর্ধ্ব ১(এক) বৎসর বিনাশ্রম কারাদন্ড অথবা অন্যূন ৫ (পাঁচ) হাজার এবং অনুর্ধ্ব ২৫,০০০ (পঁচিশ হাজার) টাকা পর্যন্ত অর্থদন্ড, অথবা উভয় দন্ডে দন্ডনীয় হইবেন। (২) একই ব্যক্তি যদি পুনরায় এই আইন বা বিধির কোন বিধান লঙ্ঘন করেন বা তদনুযায়ী দায়িত্ব সম্পাদনে বা আদেশ বা নির্দেশ পালনে ব্যর্থ হন, তাহা হইলে তিনি অনুরূপ লঙ্ঘন বা ব্যর্থতার দায়ে অনূর্ধ্ব ২ (দুই) বৎসরের বিনাশ্রম কারাদন্ড বা
আপীল	২৫। Code of Criminal Procedure, 1898 (Act V of 1898) এ যাহা কিছুই থাকুক না কেন, এই আইনের অধীন এক্সিকিউটিভ বা নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট কর্তৃক প্রদত্ত কোন রায় বা আদেশের বিরুদ্ধে মোবাইল কোর্ট আইন, ২০০৯ (২০০৯ সনের ৫৯ নং আইন) অনুসারে আপীল করা যাইবে।
ক্ষমতা অর্পণ	২৬। মহাপরিচালক এই আইনের অধীন তাহার কোন ক্ষমতা অথবা দায়িত্ব প্রয়োজনবোধে, সাধারণ অথবা বিশেষ আদেশ দ্বারা তাহার অধস্তন যে কোন ভেটেরিনারি কর্মকর্তাকে অর্পণ করিতে পারিবেন, তবে সিটি করপোরেশন এলাকায় উহার নিজস্ব ভেটেরিনারিয়ান দ্বারা পশু জবাই ও মাংসের মান নিয়ন্ত্রণ ও পরিদর্শন করিবেন।
বিধি প্রণয়নের ক্ষমতা	২৭। এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে সরকার, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, বিধি প্রণয়ন করিতে পারিবে।
রহিতকরণ ও হেফাজত	২৮। (১) এই আইন প্রবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে The Animal Slaughter (Restriction) and Meat Control Act, 1957 (E.P. Act VIII of 1957) রহিত হইবে। (২) উক্তরূপ রহিতকরণ সত্ত্বেও, এই আইন প্রবর্তনের অব্যবহিত পূর্বে রহিতকৃত আইনের অধীন কোন কার্য অথবা কার্যধারা নিষ্পন্নাধীন থাকিলে, উক্ত কার্য বা কার্যধারা উক্ত রহিতকৃত আইনের বিধান অনুসারে এইরূপে নিষ্পত্তি করিতে হইবে, যেন এই আইন প্রবর্তিত হয় নাই।

নিরাপদ খাদ্য আইন, ২০১৩
(২০১৩ সনের ৪৩ নং আইন)
[১০ অক্টোবর, ২০১৩]

বিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতির যথাযথ অনুশীলনের মাধ্যমে নিরাপদ খাদ্য প্রাপ্তির অধিকার নিশ্চিতকরণে খাদ্য উৎপাদন, আমদানি, প্রক্রিয়াকরণ, মজুদ, সরবরাহ, বিপণন ও বিক্রয় সংশ্লিষ্ট কার্যক্রম সমন্বয়ের মাধ্যমে নিয়ন্ত্রণ এবং তদ্‌লক্ষ্যে একটি দক্ষ ও কার্যকর কর্তৃপক্ষ প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে এতদ্‌সংক্রান্ত বিদ্যমান আইন

যেহেতু মানুষের জীবন ও স্বাস্থ্য সুরার জন্য নিরাপদ খাদ্য প্রাপ্তির অধিকার নিশ্চিত করা আবশ্যক; এবং

যেহেতু বিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতির যথাযথ অনুশীলনের মাধ্যমে নিরাপদ খাদ্য প্রাপ্তির অধিকার নিশ্চিতকরণে খাদ্য উৎপাদন, আমদানি, প্রক্রিয়াকরণ, মজুদ, সরবরাহ, বিপণন ও বিক্রয় সংশ্লিষ্ট কার্যক্রম সমন্বয়ের মাধ্যমে নিয়ন্ত্রণ এবং তদ্‌লক্ষ্যে একটি দক্ষ ও কার্যকর কর্তৃপক্ষ প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে এতদ্‌সংক্রান্ত বিদ্যমান আইন রহিত ক্রমে উহা পুনঃপ্রণয়নের লক্ষ্যে বিধান করা সমীচীন ও প্রয়োজনীয়;

সেহেতু এতদ্‌দ্বারা নিম্নরূপ আইন করা হইল-

প্রথম অধ্যায়
প্রারম্ভিক

সংক্ষিপ্ত শিরোনাম ও প্রবর্তন

১। (১) এই আইন নিরাপদ খাদ্য আইন, ২০১৩ নামে অভিহিত হইবে।

(২) সরকার, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, যে তারিখ নির্ধারণ করিবে, সেই তারিখে ইহা কার্যকর হইবে।

*এস, আর, ও নং ১৫-আইন/২০১৫, তারিখঃ জানুয়ারি ২৬, ২০১৫ ইং দ্বারা সরকার ১৯ মাঘ, ১৪২১ বঙ্গাব্দ মোতাবেক ১ ফেব্রুয়ারি ২০১৫ খ্রিষ্টাব্দ তারিখ উক্ত আইন কার্যকর হইয়াছে।

সংজ্ঞা

২। বিষয় বা প্রসঙ্গের পরিপন্থী কোন কিছু না থাকিলে, এই আইনে-

(১) 'কর্তৃপক্ষ' অর্থ ধারা ৫ এর অধীন প্রতিষ্ঠিত বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ;

(২) 'কীটনাশক বা বালাইনাশকের অবশিষ্টাংশ' অর্থ উৎপাদন, আমদানি, প্রক্রিয়াকরণ, মজুদ, সরবরাহ, বিক্রয় বা বিপণনের যে কোন পর্যায়ে, কীটনাশক বা বালাইনাশক ব্যবহারের ফলে, খাদ্য বস্তুতে উপস্থিত কোন বিশেষ বস্তু বা উদ্ভূত কোন অবস্থা, যাহাতে কীটনাশক বা বালাইনাশকের মূল উপাদান, সহযোগী অংশ, রূপান্তরিত উৎপন্ন দ্রব্য, বিপাক বা শোষণকৃত (metabolites) অবশিষ্টাংশ, বিক্রিয়ার মাধ্যমে উৎপাদিত বস্তু বা সৃষ্ট দূষিত বস্তুসহ এইরূপ কোন বস্তু বিদ্যমান থাকে ও যাহাদের উপহিমকতিতে খাদ্যদ্রব্যে মারাত্মক বিষক্রিয়া সংঘটিত হয় বলিয়া বিবেচিত হয়; এবং কোন খাদ্যদ্রব্যে পরিবেশ হইতে সংক্রামিত অবশিষ্টাংশও ইহার অন্তর্ভুক্ত হইবে; এবং

(৩) 'খাদ্য' অর্থ চর্ব্য, চূষ্য, লেহ্য (যেমন-খাদ্যশস্য, ডাল, মৎস্য, মাংস, দুগ্ধ, ডিম, ভোজ্য-তৈল, ফলমূল, শাকসবজি, ইত্যাদি) বা পেয় (যেমন- সাধারণ পানি, বায়ুবায়িত পানি, অঙ্গারায়িত পানি, এনার্জি-ড্রিংক, ইত্যাদি)-সহ সকল প্রকার প্রক্রিয়াজাত, আংশিক-প্রক্রিয়াজাত বা অপ্রক্রিয়াজাত আহার্য উৎপাদন এবং খাদ্য, প্রক্রিয়াকরণ বা প্রস্তুতকরণে ব্যবহৃত উপকরণ বা কাঁচামালও, যাহা মানবদেহের জন্য উপকারী আহার্য হিসাবে জীবন ধারণ, পুষ্টি সাধন ও স্বাস্থ্য-রক্ষা করিতে ব্যবহৃত হইয়া থাকে, উহার অন্তর্ভুক্ত হইবে;

ব্যাখ্যা-

(ক) আহার্য প্রস্তুতকরণে ব্যবহৃত রঞ্জক, সুগন্ধি, মশলা, সংযোজন-দ্রব্য, সংরক্ষণ-দ্রব্য, এন্টি-অক্সিডেন্ট, যাহা মূল আহার্য নহে কিন্তু খাদ্য উৎপাদন, সংরক্ষণ বা প্রস্তুতকরণে ব্যবহৃত হইয়া থাকে, খাদ্যের অন্তর্ভুক্ত হইবে;

(খ) সরকার কর্তৃক, সময় সময়, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা খাদ্য বলিয়া ঘোষিত দ্রব্যাদি, এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, খাদ্যের অন্তর্ভুক্ত হইবে;

তবে ঔষধ, ভেষজ, মাদক ও সৌন্দর্য সামগ্রী, ইত্যাদি খাদ্যের অন্তর্ভুক্ত হইবে না।

(৪) 'খাদ্য আদালত' অর্থ ধারা ৬৪ এর অধীন নির্ধারিত বিশুদ্ধ খাদ্য আদালত;

(৫) 'খাদ্য উৎপাদন' অর্থ যেকোন খাদ্যের উপাদানকে খাদ্যদ্রব্যে পরিবর্তন করিবার প্রক্রিয়া, যাহার সহিত অন্যান্য প্রক্রিয়াও অঙ্গীভূত থাকিতে পারে;

(৬) 'খাদ্য পরীক্ষাগার' অর্থ কোন আইনের অধীন প্রতিষ্ঠিত বা সরকার কর্তৃক স্বীকৃত কোন খাদ্য পরীক্ষাগার বা প্রতিষ্ঠান, যে নামেই অভিহিত হউক না কেন;

(৭) 'খাদ্য বিশ্লেষক' অর্থ ধারা ৪৫ এর উপ-ধারা (১) এর অধীন নিযুক্ত কোন খাদ্য বিশ্লেষক এবং উপ-ধারা (২) এর অধীন খাদ্য বিশ্লেষকের দায়িত্বপালনকারী ব্যক্তিও উহার অন্তর্ভুক্ত হইবে;

(৮) 'খাদ্য ব্যবসা' অর্থ খাদ্য উৎপাদন, প্রক্রিয়াকরণ, প্যাকেজিং, গুদামজাতকরণ, পরিবহন, আমদানি, বিতরণ বা বিক্রয় সংশ্লিষ্ট কর্মকাণ্ড এবং মজুদ, যোগান, সরবরাহ ও সেবাসহ খাদ্যদ্রব্য প্রস্তুতকরণ অথবা খাদ্যের উপাদান বিক্রয় সংশ্লিষ্ট কার্যক্রমও ইহার অন্তর্ভুক্ত হইবে;

(৯) 'খাদ্য ব্যবসায়ী' অর্থ যে ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান আপাততঃ বলবৎ কোন আইনের অধীন বা প্রবিধান অনুযায়ী খাদ্য ব্যবসা পরিচালনা করেন এবং যিনি উক্ত ব্যবসার প্রতি দায়িত্বশীল বা উক্ত ব্যবসার সত্ত্বাধিকারী;

(১০) 'খাদ্য সংযোজন দ্রব্য' অর্থ বিশেষ উদ্দেশ্যে খাদ্যের সহিত প্রবিধান দ্বারা নির্ধারিত মাত্রার সংযোজিত যেকোন বস্তু, যাহা সাধারণত মূল আহার্য হিসাবে ভক্ষণ করা হয় না, তবে বৈশিষ্ট্যসূচক উপাদান হিসাবে কারিগরী প্রয়োজনে খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ, প্রস্তুতকরণ, মোড়কজাতকরণ, সংরক্ষণের মাধ্যমে, প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে, প্রত্যাশিত উপযোগিতা প্রাপ্তির জন্য খাদ্যে ব্যবহৃত হয় এবং দূষক বা অন্য কোন মিশ্রিত পদার্থেও অন্তর্ভুক্তি ব্যতিরেকেই খাদ্যের গুণগত মান অক্ষুণ্ন রাখিবার জন্য মূল খাদ্যের বৈশিষ্ট্যকে প্রভাবিত করে;

(১১) 'খাদ্য-স্থাপনা' অর্থ খাদ্যদ্রব্য বা খাদ্যোপকরণ উৎপাদন, প্রক্রিয়াকরণ, আমদানি, সরবরাহ, মজুদ, বিতরণ বা বিক্রয়ের সহিত সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের ভূমি, দালানকোঠা, যানবাহন, ভ্যান, তাবু অথবা উন্মুক্ত, আবৃত বা দেওয়ালঘেরা কোন জায়গা অথবা যেকোন ধরনের অবকাঠামো এবং জলপ্রবাহ, হ্রদ, সমুদ্রতীর, নালা-নর্দমা, খানা-খন্দক, নদী, পোতাশ্রয় বা অন্য কোন জলাশয়ের উপর অবস্থিত অবকাঠামো ও উহার অন্তর্ভুক্ত হইবে;

১২) 'চেয়ারম্যান' অর্থ কর্তৃপক্ষরে চেয়ারম্যান;

(১৩) 'দণ্ডবিধি' অর্থ (Penal Code (Act. No. XLV of 1860);

(১৪) 'দূষক' অর্থ এইরূপ কোন বস্তু যাহা, খাদ্যদ্রব্যে যোগ করা হউক বা না হউক, খাদ্যদ্রব্য উৎপাদন, প্রক্রিয়াকরণ, প্রস্তুতকরণ, মোড়কাবদ্ধকরণ, পরিবহন, মজুদ অথবা পরিবেশ-দূষণ বা অন্য কোন কারণে খাদ্যে উপস্থিত থাকিতে পারে, তবে পোকামাকড়ের অংশবিশেষ, চুল, লোম বা অন্য কোন বহিঃস্থ পদার্থ ইহার অন্তর্ভুক্ত হইবে না;

(১৫) 'ধারণপাত্র' অর্থ ইতোপূর্বে ব্যবহৃত হইয়াছে এইরূপ কোন স্বাস্থ্য হানিকর পাত্র হইতে প্রস্তুত নয়, এইরূপ কোন আধার বা মোড়ক, যাহা ধূলাবালি, অননুমোদিত মাত্রার জৈব বা রাসায়নিক দূষক, আর্সেনিক, পারদ বা স্বাস্থ্য হানিকর ভারী-ধাতু হইতে মুক্ত;

(১৬) 'নকল খাদ্য' অর্থ বিক্রয়ের জন্য অনুমোদিত কোন খাদ্যদ্রব্য বা খাদ্যোপকরণের অনুকরণে অননুমোদিতভাবে অনুরূপ খাদ্য উৎপাদন, আমদানি, প্রস্তুত বা লেবেলিং করা, যাহার মধ্যে অনুমোদিত খাদ্যের উপাদান, উপকরণ, বিশুদ্ধতা ও গুণগত মান বিদ্যমান থাকুক বা না থাকুক;

(১৭) 'নিরাপদ খাদ্য' অর্থ প্রত্যাশিত ব্যবহার ও উপযোগিতা অনুযায়ী মানুষের জন্য বিশুদ্ধ ও স্বাস্থ্যসম্মত আহার্য;

(১৮) 'নিরাপদ খাদ্য বিরোধী কার্য' অর্থ পঞ্চম অধ্যায়ে উল্লিখিত খাদ্য ব্যবসা পরিচালনায় বিধি-নিষেধ লংঘনজনিত কোন কার্য;

(১৯) 'নির্ধারিত' অর্থ বিধি দ্বারা নির্ধারিত এবং, বিধি প্রণীত না হওয়া পর্যন্ত, সরকারের অনুমোদনক্রমে, কর্তৃপক্ষ কর্তৃক লিখিত আদেশ দ্বারা নির্ধারিত;

(২০) 'পরিদর্শক' অর্থ ধারা ৫১ এর উপ-ধারা (১) এর অধীন নিযুক্ত কোন নিরাপদ খাদ্য পরিদর্শক এবং উপ-ধারা (২) এর অধীন নিরাপদ খাদ্য পরিদর্শকের দায়িত্ব পালনকারী ব্যক্তিও উহার অন্তর্ভুক্ত হইবে;

(২১) 'পশু বা মৎস্য- রোগের ঔষধের অবশিষ্টাংশ' অর্থ পশু বা মৎস্য- রোগের ঔষধে ব্যবহৃত মূল যৌগ বা তাহার বিপাক বা শোষণকৃত-বস্তু, যাহা কোন প্রাণীজ উৎস হইতে প্রাপ্ত খাদ্যদ্রব্যের ভোজ্য অংশে বা পশু বা মৎস্য খাদ্যের উপকরণের মধ্যে উপস্থিত ঔষধের অবশিষ্টাংশ এবং সহযোগী দূষণকারী দ্রব্যাদি (impurities) থাকিলে উহাও অন্তর্ভুক্ত হইবে;

(২২) 'পরিষদ' অর্থ ধারা ৪ এর অধীন প্রতিষ্ঠিত জাতীয় নিরাপদ খাদ্য ব্যবস্থাপনা উপদেষ্টা পরিষদ;

(২৩) 'প্রক্রিয়াকরণ-সহায়ক দ্রব্য' অর্থ যন্ত্রপাতি ও গৃহ-সরঞ্জাম ব্যতীত অন্য যেকোন পদার্থ বা বস্তু, যাহা খাদ্য হিসাবে সরাসরি ভক্ষণ করা হয় না, তবে খাদ্যোপকরণ হিসাবে বিশেষ কারিগরি প্রয়োজনে কোন শোধন অথবা প্রক্রিয়াকরণের স্বার্থে ব্যবহৃত হয় বা প্রক্রিয়াকরণের পর চূড়ান্ত খাদ্যদ্রব্যে উপজাত বা অবশিষ্টাংশ (residue) বা যাহাদের অনিবার্য উপস্থিতি আদি নহে এইরূপ বস্তু হিসাবে পরিলতি হয়;

(২৪) 'প্রবিধান' অর্থ এই আইনের অধীন প্রণীত প্রবিধান;

(২৫) 'ফৌজদারী কার্যবিধি' অর্থ Code of Criminal Procedure, 1898 (Act No. V of 1898);

(২৬) 'বহিঃস্থ পদার্থ (extraneous matter)' অর্থ এইরূপ কোন পদার্থ যাহা খাদ্যপণ্য প্রস্তুতকরণে কাঁচামাল বা উৎপাদন, প্রক্রিয়াকরণ বা প্যাকেজিং এ ব্যবহৃত হইবার কারণে উহার মধ্যে উপস্থিত থাকিতে পারে, কিন্তু উক্ত খাদ্যপণ্যকে অনিরাপদ করে না;

(২৭) 'বিধি' অর্থ এই আইনের অধীন প্রণীত বিধি;

(২৮) 'ব্যক্তি' অর্থে কোন কোম্পানি, সংস্থা, সংবিধিবদ্ধ হউক বা না হউক, বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান, অংশীদারী কারবার, সমিতি, সংঘ, সংগঠনও অন্তর্ভুক্ত হইবে;

(২৯) 'ভেজাল খাদ্য' অর্থ এমন কোন খাদ্য বা খাদ্যদ্রব্যের অংশ,
(ক) যাহাকে রঞ্জিত, স্বাদ-গন্ধযুক্ত, সংরক্ষণ, প্রক্রিয়াকরণ বা আকর্ষণীয় করিবার জন্য এইরূপ পরিমাণ উপাদান দ্বারা মিশ্রিত করা হইয়াছে, যে পরিমাণ উপাদান মিশ্রিত করা মানব-স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর এবং যাহা কোন আইনের অধীন নিষিদ্ধ; বা
(খ) যাহাকে রঞ্জিতকরণ, আবরণ প্রদান বা আকার পরিবর্তন করিবার জন্য এমন কোন উপাদান মাত্রাতিরিক্ত পরিমাণে মিশ্রিত করা হইয়াছে যাহার ফলে মূল খাদ্যদ্রব্যের ক্ষতি সাধিত হইয়াছে এবং যাহার ফলে উহার গুণাগুণ বা পুষ্টিমান হ্রাস পাইয়াছে; বা
(গ) যাহার মধ্য হইতে কোন স্বাভাবিক উপাদানকে সম্পূর্ণ বা আংশিকভাবে অপসারণপূর্বক অপেক্ষাকৃত স্বল্প মূল্যের ভিন্ন কোন উপাদান মিশ্রিত করিবার মাধ্যমে আপাতঃ ওজন বা পরিমাণ বৃদ্ধি বা আকর্ষণীয় করিয়া খাদ্যক্রেতার আর্থিক বা স্বাস্থ্যগত ক্ষতি সাধন করা হয়;

(৩০) 'মৎস্য' অর্থ সকল প্রকার কোমল অস্থি ও কঠিন অস্থিবিশিষ্ট মাছ, স্বাদু ও লবণাক্ত পানির চিংড়ি, উভচর জলজ প্রাণী, কচ্ছপ, কাছিম, কাঁকড়া ও শামুক বা ঝিনুক জাতীয় জলজ প্রাণী, একাইনোডার্ম জাতীয় প্রাণী, ব্যাঙ ও উহার জীবনচক্রের যেকোন ধাপ এবং সরকার কর্তৃক, সময় সময়, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, ঘোষিত অন্য কোন জলজ প্রাণীও উহার অন্তর্ভুক্ত হইবে;

(৩১) 'সদস্য' অর্থ কর্তৃপক্ষরে কোন সদস্য এবং, প্রযোজ্য ক্ষেত্রে, চেয়ারম্যানও উহার অন্তর্ভুক্ত হইবেন;

(৩২) 'সভাপতি' অর্থ পরিষদের সভাপতি এবং, প্রযোজ্য ক্ষেত্রে, পরিষদের সহসভাপতিও উহার অন্তর্ভুক্ত হইবেন;

(৩৩) 'সমন্বয় কমিটি' অর্থ ধারা ১৫ এর অধীন গঠিত কেন্দ্রীয় নিরাপদ খাদ্য ব্যবস্থাপনা সমন্বয় কমিটি।

	দ্বিতীয় অধ্যায় নিরাপদ খাদ্য ব্যবস্থার প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো
জাতীয় নিরাপদ খাদ্য ব্যবস্থাপনা	৩। (১) এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, কর্তৃপক্ষ এবং নিরাপদ খাদ্য ব্যবস্থাপনার সহিত সংশ্লিষ্ট সকলকে, নিরাপদ খাদ্য ব্যবস্থা বিষয়ক নীতিমালা ও পরিকল্পনা প্রণয়ন এবং আনুষঙ্গিক অন্যান্য
উপদেষ্টা পরিষদ	বিষয়ে প্রয়োজনীয় পরামর্শ ও দিক্-নির্দেশনা প্রদানের নিমিত্ত জাতীয় নিরাপদ খাদ্য ব্যবস্থাপনা উপদেষ্টা পরিষদ নামে একটি পরিষদ থাকিবে। (২) পরিষদ নিম্নবর্ণিত সদস্য সমন্বয়ে গঠিত হইবে, যথা :- (ক) খাদ্য মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বে নিয়োজিত মন্ত্রী, যিনি উহার সভাপতিও হইবেন; (খ) মন্ত্রিপরিষদ সচিব, যিনি উহার সহ-সভাপতিও হইবেন; (গ) জাতীয় সংসদের স্পীকার কর্তৃক মনোনীত একজন সংসদ সদস্য; (ঘ) সচিব, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়; (ঙ) সচিব, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়; (চ) সচিব, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়; (ছ) সচিব, বাণিজ্য মন্ত্রণালয়; (জ) সচিব, কৃষি মন্ত্রণালয়; (ঝ) সচিব, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়; (ঞ) সচিব, পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়; (ট) সচিব, শিল্প মন্ত্রণালয়; (ঠ) সচিব, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়; (ড) সচিব, তথ্য মন্ত্রণালয়; (ঢ) সচিব, স্থানীয় সরকার বিভাগ; (ণ) সচিব, অর্থ বিভাগ; (ত) সচিব, লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগ; (থ) চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ বিজ্ঞান ও শিল্প গবেষণা পরিষদ; (দ) চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ আনবিক শক্তি কমিশন; (ধ) চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ; (ন) মহাপরিচালক, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর; (প) মহাপরিচালক, খাদ্য অধিদপ্তর; (ফ) মহাপরিচালক, জাতীয় ভোক্তা-অধিকার সংরণক্ষ অধিদপ্তর; (ব) মহাপরিচালক, বাংলাদেশ স্ট্যান্ডার্ডস এন্ড টেস্টিং ইন্সটিটিউশন; (ভ) মহাপরিচালক, বাংলাদেশ এ্যাক্রেডিটেশন বোর্ড; (ম) পরিচালক, পুষ্টি ও খাদ্য বিজ্ঞান ইন্সটিটিউট, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়; (য) চেয়ারম্যান, রসায়ন বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়; (র) সভাপতি, ফেডারেশন অব বাংলাদেশ চেম্বারস অব কমার্স এন্ড ইন্ডাস্ট্রিজ; (ল) সরকার কর্তৃক মনোনীত, একজন সিটি কর্পোরেশন মেয়র ও একজন উপজেলা পরিষদ চেয়ারম্যান; এবং (শ) সচিব, খাদ্য মন্ত্রণালয়, যিনি উহার সদস্য-সচিবও হইবেন। (৩) উপ-ধারা (২) এর দফা (গ) ও (ল) এ বর্ণিত ব্যক্তিবর্গ ব্যতীত অন্যান্য দফায় বর্ণিত ব্যক্তিবর্গ পদাধিকারবলে পরিষদের সংশ্লিষ্ট পদে অন্তর্ভুক্ত হইবেন। (৪) পরিষদ, প্রয়োজনবোধে, সংশ্লিষ্ট যে কোন ব্যক্তিকে পরিষদের সদস্য হিসাবে কো-অপ্ট করিতে পারিবে। ব্যাখ্যা ।-এই ধারায় ''সচিব'' অর্থে সিনিয়র সচিবও অন্তর্ভুক্ত হইবে।

পরিষদের সভা	৪। (১) বৎসরে কমপক্ষে ২ (দুই) বার পরিষদের সভা অনুষ্ঠিত হইবে। (২) এই ধারার অন্যান্য বিধানাবলী সাপেক্ষে পরিষদ উহার সভার কার্যপদ্ধতি নির্ধারণ করিতে পারিবে। (৩) সভাপতি কর্তৃক নির্ধারিত স্থান, তারিখ ও সময়ে পরিষদের সভা অনুষ্ঠিত হইবে। (৪) সভাপতি পরিষদের সকল সভায় সভাপতিত্ব করিবেন : তবে শর্ত থাকে যে, সভাপতির অনুপস্থিতিতে পরিষদের সহ-সভাপতি অথবা উভয়ের অনুপস্থিতিতে সভাপতি কর্তৃক মনোনীত উহার অন্য কোন সদস্য সভায় সভাপতিত্ব করিতে পারিবেন। (৫) পরিষদের মোট সদস্যের এক-তৃতীয়াংশের উপস্থিতিতে সভার কোরাম গঠিত হইবে এবং সভায় উপস্থিত সদস্যগণের সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোটে পরিষদের সিদ্ধান্ত গৃহীত হইবে। (৬) শুধু পরিষদের কোন সদস্য পদে শূন্যতা বা পরিষদ গঠনে ত্রুটি থাকিবার কারণে উহার কোন কার্য বা কার্যধারা অবৈধ হইবে না এবং তৎসম্পর্কে কোন প্রশ্নও উত্থাপন করা যাইবে না।
বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ প্রতিষ্ঠা, ইত্যাদি	৫। (১) সরকার, এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, এই আইন বলবৎ হইবার পর যথাশীঘ্র সম্ভব, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, 'বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ' নামে একটি কর্তৃপক্ষ প্রতিষ্ঠা করিবে। (২) কর্তৃপক্ষ একটি সংবিধিবদ্ধ সংস্থা হইবে এবং উহার স্থায়ী ধারাবাহিকতা ও একটি সাধারণ সীলমোহর থাকিবে এবং, এই আইনের বিধানাবলী সাপেক্ষে, সরকারের পূর্বানুমোদন ক্রমে, উহার স্থাবর ও অস্থাবর উভয় প্রকার সম্পত্তি অর্জন করিবার, অধিকারে রাখিবার ও হস্তান্তর করিবার মতা থাকিবে এবং কর্তৃপক্ষ, স্বীয় নামে মামলা দায়ের করিতে পারিবে এবং উক্ত নামে উহার বিরুদ্ধেও মামলা দায়ের করা যাইবে
কর্তৃপক্ষের কার্যালয়	৬। কর্তৃপক্ষরে প্রধান কার্যালয় থাকিবে ঢাকায় এবং কর্তৃপক্ষ, প্রয়োজনবোধে, সরকারের পূর্বানুমোদনক্রমে, বাংলাদেশের যেকোন স্থানে উহার শাখা কার্যালয় স্থাপন করিতে পারিবে।
কর্তৃপক্ষের গঠন	৭। (১) একজন চেয়ারম্যান এবং চারজন সদস্য সমন্বয়ে কর্তৃপক্ষ গঠিত হইবে। (২) চেয়ারম্যান ও সদস্যগণ সরকার কর্তৃক নিযুক্ত হইবেন এবং তাহারা কর্তৃপক্ষরে সার্বক্ষণিক কর্মকর্তা হইবেন। (৩) চেয়ারম্যান কর্তৃপক্ষরে প্রধান নির্বাহী হইবেন। (৪) চেয়ারম্যান ও সদস্যগণের বেতন, ভাতা, মর্যাদা এবং চাকুরীর অন্যান্য শর্তাদি সরকার কর্তৃক স্থিরীকৃত হইবে। (৫) চেয়ারম্যান ও সদস্যগণ এই আইন বা তদধীন প্রণীত বিধি বা প্রবিধান দ্বারা নির্ধারিত বা অর্পিত ক্ষমতা প্রয়োগ এবং কার্য সম্পাদন করিবেন। (৬) কেবল কোন সদস্য পদে শূন্যতা বা কর্তৃপক্ষ গঠনে ত্রুটি থাকিবার কারণে কর্তৃপক্ষরে কোন কার্য বা কার্যধারা অবৈধ হইবে না বা তৎসম্পর্কে কোন প্রশ্নও উত্থাপন করা যাইবে না।
চেয়ারম্যান ও সদস্য পদের মেয়াদ	৮। চেয়ারম্যান ও সদস্যগণ নিয়োগ লাভের তারিখ হইতে ৪ (চার) বৎসর পর্যন্ত স্বীয় পদে বহাল থাকিবেন।
চেয়ারম্যান ও সদস্যবৃন্দের যোগ্যতা ও অযোগ্যতা	৯। (১) খাদ্য বিষয়ে অন্যূন ২৫ (পঁচিশ) বৎসরের পেশাগত অভিজ্ঞতা এবং বিস্তৃত বিশেষায়িত জ্ঞান ও দতা সম্পন্ন কোন ব্যক্তি চেয়ারম্যান হিসাবে নিয়োগ লাভের যোগ্য হইবেন। (২) নিম্নবর্ণিত বিষয়ে কমপক্ষে ২০ (বিশ) বৎসরের পেশাগত অভিজ্ঞতা এবং বিস্তৃত বিশেষায়িত জ্ঞান ও দতা সম্পন্ন ব্যক্তিগণ, প্রত্যেক বিষয় হইতে একজন করিয়া, সদস্য হিসাবে নিয়োগ লাভের যোগ্য হইবেন; যথা :- (ক) জনস্বাস্থ্য ও পুষ্টি; (খ) খাদ্য শিল্প বা খাদ্য উৎপাদন; (গ) খাদ্যভোগ ও ভোক্তা-অধিকার; এবং (ঘ) খাদ্য বিষয়ক আইনও নীতি। (৩) এই ধারার অন্যান্য বিধানে ভিন্নরূপ যাহা কিছুই থাকুক না কেন, কোন ব্যক্তি চেয়ারম্যান ও সদস্য পদে নিয়োগ লাভের যোগ্য হইবেন না, যদি- (ক) তিনি বাংলাদেশের নাগরিক না হন; (খ) নিয়োগ প্রদানের তারিখে, তাহার বয়স ৬০ (ষাট) বৎসরের অধিক হয়; (গ) তিনি কোন ব্যাংক বা আর্থিক প্রতিষ্ঠানের ঋণ খেলাপী হন; (ঘ) তিনি কোন উপযুক্ত আদালত কর্তৃক দেউলিয়া ঘোষিত হইবার পর দেউলিয়াত্বের দায় হইতে অব্যাহতি লাভ না করেন;

	(ঙ) তিনি কোন উপযুক্ত আদালত কর্তৃক নৈতিক স্খলনজনিত কোন অপরাধের দায়ে ২ (দুই) বৎসর বা ততোধিক মেয়াদের কারাদণ্ডে দণ্ডিত হন এবং উক্ত দণ্ড হইতে মুক্তি লাভের পর ৫ (পাঁচ) বৎসর সময়কাল অতিক্রান্ত না হয়; এবং (চ) তিনি, প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে, কোন খাদ্য ব্যবসার সহিত যুক্ত থাকেন। (৪) কর্তৃপক্ষের দায়িত্ব পালনকালে, চেয়ারম্যান ও সদস্যগণ একইসংগে অন্য কোন দপ্তর, সংস্থা বা কর্তৃপক্ষের কোন পদে অধিষ্ঠিত থাকিতে বা দায়িত্ব পালন করিতে পারিবেন না অথবা কোন লাভজনক কর্মে নিয়োজিত হইতে পারিবেন না।
পদত্যাগ, অপসারণ বা দায়িত্বপালনে অসমর্থতা	১০। (১) চেয়ারম্যান বা কোন সদস্য কমপক্ষে ৩ (তিন) মাস পূর্বে নোটিশ প্রদান করিয়া, সরকারের উদ্দেশ্যে স্বাক্ষরযুক্ত পত্রযোগে, স্বীয় পদ হইতে পদত্যাগ করিতে পারিবেন এবং সরকার কর্তৃক পদত্যাগ পত্র গৃহীত হইবার তারিখ হইতে সংশ্লিষ্ট পদটি শূন্য হইবে। (২) উপ-ধারা (১) এ যাহা কিছুই থাকুক না কেন, সরকার, চেয়ারম্যান বা কোন সদস্যকে তাহার পদ হইতে অপসারণ করিতে পারিবে, যদি তিনি- (ক) কোন উপযুক্ত আদালত কর্তৃক দেউলিয়া ঘোষিত হন; (খ) কোন উপযুক্ত আদালত কর্তৃক নৈতিক স্খলনজনিত কোন অপরাধে দোষী সাব্যস্থ হন; (গ) কোন উপযুক্ত আদালত কর্তৃক অপ্রকৃতস্ত ঘোষিত হন; (ঘ) চেয়ারম্যান ও সদস্য হিসাবে কর্মসম্পাদনে শারীরিক বা মানসিকভাবে অসমর্থ হন; (ঙ) পারিশ্রমিকের বিনিময়ে স্বীয় দায়িত্ব বহির্ভূত অন্য কোন পদে নিয়োজিত হন; (চ) চেয়ারম্যান ও সদস্য হিসাবে দায়িত্ব পালনে অবহেলা বা বিশ্বাস ভঙ্গ করেন কিংবা বেআইনী ভাবে আর্থিক বা অন্য কোন সুবিধা গ্রহণ করেন; অথবা (ছ) ধারা ৯ এর উপ-ধারা (৪) এ উল্লিখিত কোন পদে অধিষ্ঠিত হন বা দায়িত্ব পালন করেন অথবা কোন লাভজনক কর্মে নিয়োজিত হন। (৩) উপ-ধারা (১) এ যাহা কিছুই থাকুক না কেন, আত্মপক্ষ সমর্থনের সুযোগ প্রদান না করিয়া, চেয়ারম্যান বা কোন সদস্যকে তাহার পদ হইতে অপসারণ করা যাইবে না।
চেয়ারম্যান পদে সাময়িক শূন্যতা পূরণ	১১। চেয়ারম্যানের পদ শূন্য হইলে কিংবা অনুপস্থিতি, অসুস্থতা বা অন্য কোন কারণে চেয়ারম্যান তাহার দায়িত্ব পালনে অসমর্থ হইলে, নবনিযুক্ত চেয়ারম্যান শূন্য পদে যোগদান না করা পর্যন্ত অথবা চেয়ারম্যান পুনরায় স্বীয় দায়িত্ব পালনে সমর্থ না হওয়া পর্যন্ত, কর্তৃপক্ষরে জ্যেষ্ঠতম সদস্য সাময়িকভাবে চেয়ারম্যানের দায়িত্ব পালন করিবেন।
কর্তৃপক্ষের সভা	১২। (১) এই ধারার অন্যান্য বিধান সাপেক্ষে, কর্তৃপক্ষ উহার সভার কার্যপদ্ধতি নির্ধারণ করিতে পারিবে। (২) সভার অলোচ্যসূচি, তারিখ, সময় ও স্থান চেয়ারম্যান কর্তৃক নির্ধারিত হইবে এবং চেয়ারম্যানের অনুমোদনক্রমে কর্তৃপক্ষরে সচিব এইরূপ সভা আহবান করিবেন। (৩) চেয়ারম্যান কর্তৃপক্ষরে সকল সভায় সভাপতিত্ব করিবেন, তবে তাহার অনুপস্থিতিতে তৎকর্তৃক মনোনীত অন্য কোন সদস্য সভায় সভাপতিত্ব করিতে পারিবেন। (৪) চেয়ারম্যান এবং কমপক্ষে দুইজন সদস্যের উপস্থিতিতে সভার কোরাম হইবে, তবে মূলতবী সভার ক্ষেত্রে কোন কোরামের প্রয়োজন হইবে না। (৫) চেয়ারম্যান এবং উপস্থিত সদস্যগণের সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোটে সভার সিদ্ধান্ত গৃহীত হইবে এবং ভোটের সমতার ক্ষেত্রে চেয়ারম্যান বা, ক্ষেত্রমত, সভায় সভাপতিত্বকারী সদস্যের দ্বিতীয় বা নির্ণায়ক ভোট প্রদানের মতা থাকিবে। (৬) চেয়ারম্যান, সদস্যগণের সহিত আলোচনাক্রমে, প্রয়োজনে, সভার আলোচ্যসূচির সহিত সংশ্লিষ্টতা রহিয়াছে এইরূপ যেকোন ব্যক্তিকে সভায় আমন্ত্রণ জানাইতে পারিবেন, তবে সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে উক্ত ব্যক্তির ভোট প্রদানের অধিকার থাকিবে না।
কর্তৃপক্ষের দায়িত্ব ও কার্যাবলী	১৩। (১) কর্তৃপক্ষরে প্রধান দায়িত্ব ও কার্যাবলী হইবে বিজ্ঞান সম্মত পদ্ধতির যথাযথ অনুশীলনের মাধ্যমে নিরাপদ খাদ্যের প্রাপ্যতা নিশ্চিতকরণে খাদ্য উৎপাদন, আমদানি, প্রক্রিয়াকরণ, মজুদ, সরবরাহ ও বিক্রয় সংশ্লিষ্ট কার্যক্রম নিয়ন্ত্রণ ও পরিবীক্ষণ এবং নিরাপদ খাদ্য ব্যবস্থাপনার সহিত সংশ্লিষ্ট সকল সংস্থার কার্যাবলীর সমন্বয় সাধন করা। (২) উপ-ধারা (১) এর সামগ্রিকতাকে ক্ষুণ্ন না করিয়া, কর্তৃপক্ষ নিম্নবর্ণিত দায়িত্ব পালন করিবে, যথা :-

(ক) নিরাপদতার নিরিখে, উদ্ভিজ্জ, প্রাণীজ ও অন্যান্য প্রধান উৎস হইতে প্রাপ্ত খাদ্যসমূহের বিজ্ঞান সম্মত সংজ্ঞায়ন এবং উহাদের গুণগত মান সুনির্দিষ্টকরণে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ বা সংস্থাকে প্রয়োজনীয় সহযোগিতা প্রদান এবং উহাদের কার্যাবলী বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ;

(খ) বিদ্যমান আইনের অধীন অন্য কোন কর্তৃপক্ষ বা সংস্থা কর্তৃক নির্ধারিত খাদ্যের গুণগত মান (standard) বা নির্দেশনা (guideline) নিরাপদতার সর্বোচ্চ মানে হালনাগাদ বা উন্নীতকরণে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ বা সংস্থাকে প্রয়োজনীয় সহযোগিতা প্রদান;

(গ) বিদ্যমান কোন আইনের অধীন কোন খাদ্যের গুণগত মান বা নির্দেশনা নির্ধারণ করা না হইলে, (গ) বিদ্যমান কোন আইনের অধীন কোন খাদ্যের গুণগত মান বা নির্দেশনা নির্ধারণ করা না হইলে, সংশ্লিষ্ট খাদ্যের গুণগত মানদণ্ড বা নির্দেশনা নির্ধারণ;

(ঘ) বিদ্যমান আইনের অধীন অন্য কোন কর্তৃপক্ষ বা সংস্থা কর্তৃক নির্ধারিত খাদ্যদ্রব্যে দূষক বা দূষণকারী জীবাণু (microbial contaminants), সার, কীটনাশক বা বালাইনাশকের অবশিষ্টাংশ, পশুরোগ বা মৎস্যরোগ বিষয়ক ঔষধের অবশিষ্টাংশ, ভারী-ধাতু (heavy metal), প্রক্রিয়াকরণ সহায়ক (processing aid), খাদ্য সংযোজন বা সংরক্ষণ দ্রব্য (food additive or preservative), মাইকোটক্সিন, এন্টিবায়োটিক, ঔষধ সংক্রান্ত সক্রিয় বস্তু এবং বৃদ্ধি প্রবর্ধক (growth promoter), ব্যবহারের সহনীয় মাত্রা নিরাপদতার সর্বোচ্চ মানে হালনাগাদ বা উন্নীতকরণে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ বা সংস্থাকে প্রয়োজনীয় সহযোগিতা প্রদান এবং বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ;

(ঙ) বিদ্যমান কোন আইনের অধীন খাদ্যদ্রব্যে দূষক বা দূষণকারী জীবাণু, সার, কীটনাশক বা বালাইনাশকের অবশিষ্টাংশ, পশুরোগ বা মৎস্যরোগ বিষয়ক ঔষধের অবশিষ্টাংশ, ভারী-ধাতু, প্রক্রিয়াকরণ সহায়ক, খাদ্য সংযোজন বা সংরক্ষণ দ্রব্য, মাইকোটক্সিন, এন্টিবায়োটিক, ঔষধ সংক্রান্ত সক্রিয় বস্তু এবং বৃদ্ধি প্রবর্ধক ব্যবহারের সহনীয় মাত্রা নির্ধারণ করা না হইলে, বিজ্ঞান সম্মত উপায়ে উহাদের সহনীয় মাত্রা নির্ধারণ;

(চ) খাদ্যে তেজস্ক্রিয়তার সহনীয় মাত্রা সুনির্দিষ্টকরণে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ বা সংস্থাকে প্রয়োজনীয় সহযোগিতা প্রদান এবং বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ;

(ছ) খাদ্য ব্যবসার ক্ষেত্রে, নিরাপদ খাদ্য ব্যবস্থপনা পদ্ধতির সনদের জন্য, সনদ প্রদানকারী সংস্থাসমূহের জন্য অনুসরনীয় এ্যাক্রেডিটেনশনের নীতিমালা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ বা সংস্থাকে প্রয়োজনীয় সহযোগিতা প্রদান;

(জ) খাদ্য পরীক্ষাগারের এ্যাক্রেডিটেনশনের জন্য অনুসরণীয় নীতিমালা প্রণয়নে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ বা সংস্থাকে প্রয়োজনীয় সহযোগিতা প্রদান এবং বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ;

(ঝ) খাদ্যের ভেজাল ও মান নিরূপণে পরিচালিত পরীক্ষাগার পরিবীক্ষণ এবং পরিবীক্ষণকালে পরিলতি ত্রুটি-বিচ্যুতির বিষয়ে অনতিবিলম্বে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে প্রয়োজনীয় পরামর্শ প্রদান;

(ঞ) বিদ্যমান কোন আইনের অধীন আমদানিতব্য খাদ্যদ্রব্যের মানদণ্ড ও পরীক্ষণ পদ্ধতি নির্ধারণ করা না হইলে উক্ত খাদ্যদ্রব্যের মানদণ্ড ও পরীক্ষণ পদ্ধতি নির্ধারণ এবং তদ্‌ভিত্তিতে উক্ত খাদ্যদ্রব্যের গুণগত মান নিশ্চিতকরণে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ বা সংস্থাকে প্রয়োজনীয় সহযোগিতা প্রদান এবং বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ;

(ট) খাদ্য মোড়কীকরণ এবং মোড়কাবদ্ধ খাদ্যের স্বাস্থ্য, পুষ্টি, বিশেষ পথ্য গুণ ও শ্রেণীবিন্যাস সম্পর্কিত দাবী প্রকাশের পদ্ধতি নির্ধারণ এবং উহা বাস্তবায়নে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ বা সংস্থাকে প্রয়োজনীয় সহযোগিতা প্রদান;

(ঠ) সম্ভাব্য ঝুঁকি নিরূপণ, বিশ্লেষণ, অবহিতকরণ ও ব্যবস্থাপনার পদ্ধতি নির্ধারণ এবং ক্রমবর্ধমান ঝুঁকি চিহ্নিতকরণ ও নিয়মিত সতর্কীকরণ পদ্ধতি চালুকরণ; এবং

(ড) খাদ্যের নমুনা গ্রহণ ও বিশ্লেষণ এবং তৎসম্পর্কে আইন প্রয়োগকারী সংস্থার সহিত তথ্য বিনিময়;

(৩) কর্তৃপক্ষ, উহার উপর অর্পিত দায়িত্ব পালন ও কার্য সম্পাদনে, নিম্নবর্ণিত পদক্ষেপ গ্রহণ করিবে, যথা:-

(ক) খাদ্য ও পুষ্টি নিরাপত্তা বিষয়ক নীতিমালা বা বিধিমালা প্রণয়ন এবং বিদ্যমান নীতিমালা বা বিধিমালা সংশোধন বা হালনাগাদকরণে সরকারকে প্রয়োজনীয় বৈজ্ঞানিক পরামর্শ ও কারিগরি সহায়তা প্রদান;

(খ) নিম্নবর্ণিত বিষয় সংশ্লিষ্ট বৈজ্ঞানিক ও কারিগরি তথ্য অনুসন্ধান, সংগ্রহ এবং তুলনা বিশেষণ, যথা:-

(অ) খাদ্য গ্রহণজনিত কারণে স্বাস্থ্য-ঝুঁকি চিহ্নিতকরণ;

(আ) জৈবিক ঝুঁকির প্রাদুর্ভাব ও ব্যাপকতা চিহ্নিতকরণ;

(ই) খাদ্যদ্রব্যে দূষিত বস্তুর মিশ্রণের প্রাদুর্ভাব ও ব্যাপকতা চিহ্নিতকরণ;

(ঈ) খাদ্যদ্রব্যে দূষণকারী বস্তুর অবশিষ্টাংশের প্রাদুর্ভাব ও ব্যাপকতা চিহ্নিতকরণ;

(গ) সম্ভাব্য ঝুঁকি নিরূপণ, পদ্ধতি উদ্ভাবন এবং সংশ্লিষ্ট সকলের সমন্বয়ে বিদ্যমান পদ্ধতি হালনাগাদ বা উন্নীতকরণে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ ও বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ;

(ঘ) খাদ্যদ্রব্যের স্বাস্থ্য ও পুষ্টি সংক্রান্ত ঝুঁকি বিষয়ক বার্তা সরকার এবং সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ, সংস্থা ও কর্মকর্তাগণের নিকট প্রেরণ এবং উহা জনসাধারণকে অবহিতকরণের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ;

(ঙ) নিরাপদ খাদ্যের সংকট ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি বাস্তবায়নে সরকারকে প্রয়োজনীয় বৈজ্ঞানিক ও কারিগরি

	পরামর্শ এবং সহায়তা প্রদান; (চ) মাঠ পর্যায় পর্যন্ত নিরাপদ খাদ্য ব্যবস্থাপনার সহিত জড়িত কর্তৃপক্ষ বা সংস্থার মধ্যে তথ্য বিনিময়, সংশ্লিষ্ট বিষয়ে প্রকল্প প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে সহযোগিতা প্রদান এবং এতদবিষয়ে বিদ্যমান অভিজ্ঞতা ও উত্তম অনুশীলন বিনিময়ের মাধ্যমে বৈজ্ঞানিক ও কারিগরি সহযোগিতা নেটওয়ার্ক প্রতিষ্ঠা; (ছ) আন্তর্জাতিক সংস্থাসমূহের সহযোগিতা গ্রহণে সরকারকে প্রয়োজনীয় বৈজ্ঞানিক ও কারিগরি পরামর্শ এবং সহায়তা প্রদান; (জ) এই আইন বাস্তবায়নের সহিত প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে জড়িত এবং খাদ্য দ্রব্যের ব্যবসা পরিচালনায় নিয়োজিত ব্যক্তিবর্গের জন্য নিরাপদ খাদ্য সংক্রান্ত বিষয়ে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ; (ঝ) খাদ্যদ্রব্য এবং স্যানিটারি ও ফাইটো-স্যানিটারির বিদ্যমান স্ট্যান্ডার্ডকে আন্তর্জাতিক স্ট্যান্ডার্ডে উন্নীতকরণে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ বা সংস্থাকে প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদান; (ঞ) খাদ্যের গুণগত মানের বিষয়ে সরকারি, বেসরকারি ও আন্তর্জাতিক সংস্থাসমূহের গৃহীত কার্যক্রম সমন্বয় সাধন; (ট) খাদ্য পরীক্ষা, গবেষণা ও মানদণ্ড নির্ধারণ পদ্ধতি সংশ্লিষ্ট কার্যক্রমে নিয়োজিত কর্তৃপক্ষ বা সংস্থাসমূহের মধ্যে ফলপ্রসু যোগাযোগ স্থাপন; (ঠ) আন্তর্জাতিক খাদ্য ও দেশীয় খাদ্যের গুণগত মানের মধ্যে সমতা আনয়নের কৌশল নির্ধারণ; (ড) নিরাপদ খাদ্যের গুণগত মান সম্পর্কে জনসচেতনতা সৃষ্টি; এবং (ঢ) এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, সরকার কর্তৃক, সময় সময়, নির্দেশিত অন্যান্য কার্যাদি সম্পাদন। (৪) এই ধারার উদ্দেশ্য পূরণকল্পে কর্তৃপক্ষ প্রবিধান প্রণয়ন করিবে। ব্যাখ্যা ।- এই ধারায়- (ক) 'নিরাপদ খাদ্য ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি' (Food Safety Management System)' অর্থ নিরাপদ ও স্বাস্থসম্মত ভাবে খাদ্য উৎপাদন, প্রক্রিয়াকরণ, প্রস্তুতকরণ ও বিপণনে উৎকৃষ্ট পদ্ধতির (Good Agricultural Practices, Good Aquacultural Practices, Good Manufacturing Practices, Good Hygienic Practices) অনুশীলনসহ গ্রহণযোগ্য ব্যবস্থা, বিপত্তি বিশ্লেষণ (Hazard Analysis), সংকট-কালীন জরুরী খাদ্য নিরাপত্তা সাড়া (Food Safety Emergency Response), অবশিষ্টাংশ নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি (Residual Control System) ও খাদ্যের অনিরাপদতার উৎস নিরীক্ষা পদ্ধতি (Food Safety Auditing System) এবং সংশ্লিষ্ট বিষয়ের অনুশীলন, যাহা এতদসংক্রান্ত বিদ্যমান আইনে নির্ধারিত মানদণ্ড ও বাধ্যবাধকতা প্রতিপালন নিশ্চিতকল্পে খাদ্য ব্যবসা পরিচালনার জন্য অনুমোদিত নির্দেশনায় (approved guidance or directives) বিদ্যমান; এবং (খ) 'বিপত্তি (Hazard)' অর্থ মানব-স্বাস্থ্যের প্রতিকূল কোন কারণের উদ্ভব করিতে পারে এইরূপ কোন জৈবিক, রাসায়নিক বা ভৌত, ইত্যাদি কারণে সৃষ্ট অথবা প্রাকৃতিকভাবে উৎপাদিত পদার্থের উপস্থিতি বা সৃষ্ট অবস্থা।
কর্তৃপক্ষের সচিব, কর্মকর্তা ও কর্মচারী এবং সাংগঠনিক কাঠামো, ইত্যাদি	১৪। (১) কর্তৃপক্ষের একজন সচিব থাকিবেন, যিনি সরকার কর্তৃক নির্ধারিত শর্তে নিয়োগপ্রাপ্ত হইবেন। (২) সচিব নিম্নরূপ দায়িত্ব পালন করিবেন, যথা:- (ক) চেয়ারম্যানের নির্দেশনা অনুযায়ী কর্তৃপক্ষরে সভার অলোচ্যসূচি, তারিখ, সময় ও স্থান নির্ধারণ; (খ) কর্তৃপক্ষরে সিদ্ধান্ত অনুযায়ী সভার কার্যবিবরণী প্রস্তুত; (গ) চেয়ারম্যান ও সদস্যগণ কর্তৃক সম্পাদিত কার্যাবলীর বিবরণ ও সংশ্লিষ্ট নথি সংরক্ষণ; এবং (ঘ) কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নির্দেশিত অন্যান্য দায়িত্ব পালন। (৩) কর্তৃপক্ষ উহার কার্যাবলী সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনের স্বার্থে, সরকার কর্তৃক অনুমোদিত সাংগঠনিক কাঠামো অনুযায়ী, প্রয়োজনীয় সংখ্যক অন্যান্য কর্মকর্তা ও কর্মচারী নিয়োগ করিতে পারিবে এবং উক্ত কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের চাকুরীর শর্তবলী প্রবিধান দ্বারা নির্ধারিত হইবে। (৪) কর্তৃপক্ষরে দায়িত্ব ও কার্যাবলী সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনের নিমিত্ত উহার সাংগঠনিক কাঠামোতে ৫ (পাঁচ) জন পরিচালকের নেতৃত্বে কমপক্ষে ৫ (পাঁচ) টি বিভাগ থাকিবে, যথা:- (ক) খাদ্যের বিশুদ্ধতা পরিবীক্ষণ ও বিচারিক কার্যক্রম; (খ) খাদ্য পরীক্ষাগার নেটওয়ার্ক সমন্বয় কার্যক্রম; (গ) নিরাপদ খাদ্যমান প্রমিতকরণ সমন্বয় কার্যক্রম; (ঘ) খাদ্যভোক্তা সচেতনতা, ঝুঁকি ও নিরাপদ খাদ্য ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম; এবং (ঙ) কর্তৃপক্ষরে সংস্থাপন, আর্থিক ও জন-সম্পদ ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম। (৫) কর্তৃপক্ষের সকল কর্মকর্তা ও কর্মচারীর উপর চেয়ারম্যানের প্রশাসনিক নিয়ন্ত্রণ থাকিবে।

তৃতীয় অধ্যায়
কমিটি, ইত্যাদি

কেন্দ্রীয় নিরাপদ খাদ্য ব্যবস্থাপনা সমন্বয় কমিটি গঠন, ইত্যাদি	১৫। (১) এই আইনের উদ্দেশ্যে পূরণকল্পে সরকার, নিরাপদ খাদ্য ব্যবস্থার সহিত প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে জড়িত কর্তৃপক্ষ বা সংস্থার মধ্যে সমন্বয় সাধনের জন্য, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, নিম্নবর্ণিত সদস্যগণের সমন্বয়ে 'কেন্দ্রীয় নিরাপদ খাদ্য ব্যবস্থাপনা সমন্বয় কমিটি' নামে একটি কমিটি গঠন করিবে, যথা:-
	(ক) বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষরে চেয়ারম্যান, যিনি উহার চেয়ারপারসনও হইবেন; (খ) খাদ্য মন্ত্রণালয়ের অন্যূন যুগ্ম-সচিব পর্যায়ের একজন মনোনীত কর্মকর্তা; (গ) কৃষি মন্ত্রণালয়ের অন্যূন যুগ্ম-সচিব পর্যায়ের একজন মনোনীত কর্মকর্তা; (ঘ) মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের অন্যূন যুগ্ম-সচিব পর্যায়ের একজন মনোনীত কর্মকর্তা; (ঙ) বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ের অন্যূন যুগ্ম-সচিব পর্যায়ের একজন মনোনীত কর্মকর্তা; (চ) বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের অন্যূন যুগ্ম-সচিব পর্যায়ের একজন মনোনীত কর্মকর্তা; (ছ) পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়ের অন্যূন যুগ্ম-সচিব পর্যায়ের একজন মনোনীত কর্মকর্তা; (জ) শিল্প মন্ত্রণালয়ের অন্যূন যুগ্ম-সচিব পর্যায়ের একজন মনোনীত কর্মকর্তা; (ঝ) স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের অন্যূন যুগ্ম-সচিব পর্যায়ের একজন মনোনীত কর্মকর্তা; (ঞ) স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের অন্যূন যুগ্ম-সচিব পর্যায়ের একজন মনোনীত কর্মকর্তা; (ট) মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের অন্যূন যুগ্ম-সচিব পর্যায়ের একজন মনোনীত কর্মকর্তা; (ঠ) স্থানীয় সরকার বিভাগের অন্যূন যুগ্ম-সচিব পর্যায়ের একজন মনোনীত কর্মকর্তা; (ড) লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগের অন্যূন যুগ্ম-সচিব পর্যায়ের একজন মনোনীত কর্মকর্তা; (ঢ) আইন ও বিচার বিভাগের অন্যূন যুগ্ম-সচিব পর্যায়ের একজন মনোনীত কর্মকর্তা; (ণ) পরিবেশ অধিদপ্তরের মহাপরিচালক, পদাধিকারবলে; (ত) কৃষি সম্প্রসরণ অধিদপ্তরের মহাপরিচালক, পদাধিকারবলে; (থ) মৎস্য অধিদপ্তরের মহাপরিচালক, পদাধিকারবলে; (দ) প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের মহাপরিচালক, পদাধিকারবলে; (ধ) জাতীয় ভোক্তা-অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তরের মহাপরিচালক, পদাধিকারবলে; (ন) বাংলাদেশ স্ট্যান্ডার্ডস এন্ড টেস্টিং ইন্সটিটিউশনের মহাপরিচালক, পদাধিকারবলে; (প) বাংলাদেশ এ্যাক্রেডিটেশন বোর্ডের মহাপরিচালক, পদাধিকারবলে; (ফ) জনস্বাস্থ্য প্রতিষ্ঠানের পরিচালক, পদাধিকারবলে; (ব) সরকার কর্তৃক মনোনীত খাদ্য উৎপাদন সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানসমূহের দুইজন মনোনীত প্রতিনিধি; (ভ) সরকার কর্তৃক মনোনীত খাদ্য ভোক্তা সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানসমূহের দুইজন মনোনীত প্রতিনিধি; (ম) সরকার কর্তৃক মনোনীত খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানসমূহের দুইজন মনোনীত প্রতিনিধি; (য) সরকার কর্তৃক মনোনীত খাদ্য ব্যবসা সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানসমূহের দুইজন মনোনীত প্রতিনিধি; (র) সরকার কর্তৃক মনোনীত খাদ্য পরীক্ষাগারসমূহের দুইজন মনোনীত প্রতিনিধি; এবং (ল) বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষরে সচিব, যিনি উহার সদস্য-সচিবও হইবেন। (২) সমন্বয় কমিটি এই আইনের অধীন কর্তৃপক্ষরে উপর ন্যস্ত দায়িত্ব ও কার্যাবলী সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনের স্বার্থে সংশ্লিষ্ট অন্যান্য প্রতিষ্ঠান বা সংস্থার প্রয়োজনীয় প্রাতিষ্ঠানিক সহায়তা নিশ্চিতকরণের উদ্যোগ গ্রহণ করিবে। (৩) সমন্বয় কমিটির সদস্যগণ স্ব-স্ব সংস্থার পক্ষ হইতে কর্তৃপক্ষরে চাহিদা অনুযায়ী উহাকে প্রয়োজনীয় প্রাতিষ্ঠানিক সেবা, সুযোগ-সুবিধা ও সহায়তা প্রদানের লক্ষ্যে যথাযথ উদ্যোগ গ্রহণ করিবেন।

সমন্বয় কমিটির সভা	১৬। (১) সমন্বয় কমিটির চেয়ারপারসন কর্তৃক নির্ধারিত স্থান, তারিখ ও সময়ে, বৎসরে কমপক্ষে ৩ (তিন) বার, উহার সভা অনুষ্ঠিত হইবে। (২) সমন্বয় কমিটির চেয়ারপারসন উহার সকল সভায় সভাপতিত্ব করিবেন এবং তাহার অনুপস্থিতিতে তদ্‌কর্তৃক নির্দেশিত উক্ত কমিটির অন্য কোন সদস্য বা এইরূপ কোন 'নির্দেশনা না থাকিলে সভায় উপস্থিত সদস্যগণ কর্তৃক মনোনীত উক্ত কমিটির অন্য কোন সদস্য সভাপতিত্ব করিবেন। (৩) সমন্বয় কমিটি, প্রয়োজনবোধে, সংশ্লিষ্ট যেকোন ব্যক্তিকে সমন্বয় কমিটির সদস্য হিসাবে কো-অপ্ট করিতে অথবা সভায় আমন্ত্রণ জানাইতে পারিবে। (৪) এই ধারার বিধানাবলি সাপেক্ষে, সমন্বয় কমিটি উহার সভার কার্যপদ্ধতি নির্ধারণ করিতে পারিবে।
কারিগরি কমিটি	১৭। (১) কর্তৃপক্ষ, এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, উহার কার্য পরিচালনায় সহায়তা ও পরামর্শ প্রদানের জন্য, নিরাপদ খাদ্য বিষয়ক বিশেষজ্ঞগণের সমন্বয়ে প্রয়োজনীয় সংখ্যক কারিগরি কমিটি গঠন করিতে পারিবে। (২) উপ-ধারা (১) এর সামগ্রিকতাকে ক্ষুণ্ন না করিয়া, অন্যান্যের মধ্যে, নিম্নবর্ণিত বিষয়ে কারিগরি কমিটি গঠন করা যাইবে, যথা :- (ক) খাদ্যদ্রব্যে মিশ্রিত পদার্থ, খাদ্য সংশ্লিষ্ট স্বাদগন্ধযুক্ত পদার্থ এবং প্রক্রিয়াকরণ সহযোগী ও বস্তু; (খ) কীটনাশক ও এন্টিবায়োটিকের অবশিষ্টাংশ; (গ) জেনেটিক্যালি সংশোধিত জীবাণু ও খাদ্য; (ঘ) জৈবিক ঝুঁকি (biological risk and biosecurity); (ঙ) খাদ্য শৃঙ্খলে (food chain) দূষিত বস্তু; (চ) মোড়ক পরিচিতি; (ছ) নমুনা সংগ্রহ ও বিশ্লেষণ পদ্ধতি; এবং (জ) বিধি দ্বারা নির্ধারিত অন্য কোন বিষয়। (৩) কারিগরি কমিটি, প্রয়োজনে, উহার আলোচনা সভায় সংশ্লিষ্ট শিল্প ও ভোক্তা প্রতিনিধি এবং বিশেষজ্ঞগণকে আমন্ত্রণ জানাইতে পারিবে। (৪) কারিগরি কমিটি উহার সংখ্যা গরিষ্ঠ সদস্যের মতামত অনুযায়ী কার্যক্রম পরিচালনা করিবে। (৫) কর্তৃপক্ষ, জনস্বার্থে, কারিগরি কমিটির বৈজ্ঞানিক গবেষণালব্ধ মতামত গ্রহণ করিলে উহা উহার বার্ষিক প্রতিবেদনে প্রকাশ করিবে এবং জনগণের নিকট সহজলভ্য করিবার জন্য, তাৎক্ষণিকভাবে উহার ওয়েব সাইটসহ বহুল প্রচারিত জাতীয় দৈনিক পত্রিকায় প্রকাশের ব্যবস্থা গ্রহণ করিবে। (৭) কারিগরি কমিটির গঠন-কাঠামো ও দায়-দায়িত্বসহ আনুষঙ্গিক বিষয়াদি বিধি দ্বারা নির্ধারিত হইবে।
অন্যান্য কমিটি	১৮। কর্তৃপক্ষ, প্রয়োজনবোধে, বিশেষ উদ্দেশ্যে উহার এক বা একাধিক সদস্য সমন্বয়ে প্রয়োজনীয় সংখ্যক অন্যান্য কমিটি গঠন এবং এইরূপ কমিটির কার্যপদ্ধতি নির্ধারণ করিতে পারিবে।
অন্যান্য কর্তৃপক্ষের প্রতি নির্দেশনা, ইত্যাদি	১৯। (১) কর্তৃপক্ষ, সময় সময়, নিরাপদ খাদ্য ব্যবস্থাপনার সহিত প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে জড়িত যে কোন কর্তৃপক্ষ, সংস্থা বা ব্যক্তিকে নিরাপদ খাদ্য ও উহার গুণগত মান সংক্রান্ত বিষয়ে প্রয়োজনীয় নির্দেশনা প্রদান করিতে পারিবে এবং সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ, সংস্থা বা ব্যক্তি উক্ত নির্দেশনা অনুযায়ী কার্যসম্পাদনে বাধ্য থাকিবে। (২) কর্তৃপক্ষ, এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, যেকোন কর্তৃপক্ষ, সংস্থা বা ব্যক্তির নিকট প্রয়োজনীয় সহায়তা যাচনা করিতে পারিবে এবং সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ, সংস্থা বা ব্যক্তি কর্তৃপক্ষকে উক্তরূপ সহায়তা প্রদান করিতে বাধ্য থাকিবে।

চতুর্থ অধ্যায়
তহবিল, বাজেট ও হিসাব নিরীক্ষা

কর্তৃপক্ষের তহবিল	২০। (১) কর্তৃপক্ষের একটি তহবিল থাকিবে এবং উহাতে নিম্নবর্ণিত উৎস হইতে প্রাপ্ত অর্থ জমা হইবে, যথা :- (ক) সরকার কর্তৃক প্রদত্ত অনুদান; এবং (খ) সরকারের পূর্বানুমোদন ক্রমে অন্য কোন উৎস হইতে প্রাপ্ত অর্থ। (২) কর্তৃপক্ষের তহবিল কর্তৃপক্ষের নামে কোন তফসিলি ব্যাংকে জমা রাখিতে হইবে এবং বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে উক্ত তহবিল পরিচালনা করিতে হইবে, তবে বিধি প্রণীত না হওয়া পর্যন্ত সরকার কর্তৃক প্রদত্ত আদেশ বা নির্দেশনা অনুযায়ী উক্ত তহবিল পরিচালনা করা যাইবে। (৩) কর্তৃপক্ষ উহার তহবিল হইতে, সরকারি বিধি-বিধান অনুসারে, উহার প্রয়োজনীয় ব্যয় নির্বাহ করিবে। এই ধারায় উল্লিখিত তফসিলি ব্যাংক অর্থ Bangladesh Bank Order, ১৯৭২ (P.O.No.১২৭ of ১৯৭২) এর Article ২(j) তে সংজ্ঞায়িত Schedule Bank। ব্যাখ্যা । -
বার্ষিক বাজেট	২১। কর্তৃপক্ষ প্রতি বৎসর সরকার কর্তৃক নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে পরবর্তী অর্থ-বৎসরের বার্ষিক বাজেট বিবরণী সরকারের নিকট পেশ করিবে এবং উহাতে উক্ত অর্থ-বৎসরে সরকারের নিকট হইতে কর্তৃপক্ষের কি পরিমাণ অর্থের প্রয়োজন হইবে উহার উল্লেখ থাকিবে।
হিসাব রক্ষণ ও নিরীক্ষা	২২। (১) কর্তৃপক্ষ যথাযথভাবে উহার হিসাব রক্ষণ এবং হিসাবের বার্ষিক বিবরণী প্রস্তুত করিবে। (২) বাংলাদেশের মহাহিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক, অতঃপর মহাহিসাব নিরীক্ষক নামে অভিহিত, প্রতি বৎসর কর্তৃপক্ষরে হিসাব নিরীক্ষা করিবেন এবং নিরীক্ষা রিপোর্টের একটি করিয়া অনুলিপি সরকার ও কর্তৃপক্ষের নিকট পেশ করিবেন। (৩) উপ-ধারা (২) এ উল্লিখিত নিরীক্ষা ছাড়াও Bangladesh Chartered Accountants Order, ১৯৭৩ (P.O.No.২ of ১৯৭৩) এর Article ২(১)(ন) তে সংজ্ঞায়িত চার্টার্ড একাউন্টেন্ট দ্বারা কর্তৃপক্ষের হিসাব নিরীক্ষা করা যাইবে এবং এতদুদ্দেশ্যে কর্তৃপক্ষ এক বা একাধিক চার্টার্ড একাউন্টেন্ট নিয়োগ করিতে পারিবে। (৪) উপ-ধারা (৩) এর অধীন নিয়োগকৃত চার্টার্ড একাউন্টেন্ট সরকার কর্তৃক নির্ধারিত পারিতোষিক প্রাপ্য হইবেন। (৫) উপ-ধারা (২) বা (৩) এর বিধান অনুসারে হিসাব নিরীক্ষার উদ্দেশ্যে মহাহিসাব নিরীক্ষক কিংবা তদকর্তৃক এতদুদ্দেশ্যে ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোন ব্যক্তি অথবা, ক্ষেত্রমত, চার্টার্ড একাউন্টেন্ট কর্তৃপক্ষের সকল রেকর্ড, দলিল-দস্তাবেজ, নগদ বা ব্যাংকে রতি অর্থ, জামানত, ভান্ডার এবং অন্যবিধ সম্পত্তি পরীক্ষা করিয়া দেখিতে পারিবেন এবং কর্তৃপক্ষের যেকোন সদস্য, কর্মকর্তা বা কর্মচারীকে জিজ্ঞাসাবাদ করিতে পারিবেন।

পঞ্চম অধ্যায়
নিরাপদ খাদ্য ব্যবস্থা সম্পর্কিত বিধি-নিষেধ

বিষাক্ত দ্রব্যের ব্যবহার	২৩। কোন ব্যক্তি বা তাহার পক্ষে নিয়োজিত অন্য কোন ব্যক্তি, প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে, মানব স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর অথবা বিষক্রিয়া সৃষ্টিকারী রাসায়নিক দ্রব্য বা উহার উপাদান বা বস্তু (যেমন-ক্যালসিয়াম কার্বাইড, ফরমালিন, সোডিয়াম সাইকামেট), কীটনাশক বা বালাইনাশক (যেমন-ডি.ডি.টি., পি.সি.বি. তৈল, ইত্যাদি), খাদ্যের রঞ্জক বা সুগন্ধি, আকর্ষণ সৃষ্টি করুক বা না করুক, বা অন্য কোন বিষাক্ত সংযোজন দ্রব্য বা প্রক্রিয়া সহায়ক কোন খাদ্যদ্রব্য বা খাদ্যোপকরণে ব্যবহার বা অন্তর্ভুক্ত করিতে পারিবেন না অথবা উক্তরূপ দ্রব্য মিশ্রিত খাদ্যদ্রব্য বা খাদ্যোপকরণ মজুদ, বিপণন বা বিক্রয় করিতে পারিবেন না।
তেজস্ক্রিয়, ভারী-ধাতু, ইত্যাদির মাত্রাতিরিক্ত ব্যবহার	২৪। কোন ব্যক্তি বা তাহার পক্ষে নিয়োজিত অন্য কোন ব্যক্তি, প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে, প্রবিধান দ্বারা বা আপাততঃ বলবৎ অন্য কোন আইনের অধীন নির্ধারিত মাত্রার অতিরিক্ত পরিমাণ তেজস্ক্রিয়তা সম্পন্ন বা বিকিরণযুক্ত পদার্থ অথবা প্রাকৃতিক বা অন্য কোন ভাবে থাকা কোন সমজাতীয় পদার্থ বা ভারী-ধাতু কোন খাদ্যদ্রব্য বা খাদ্যোপকরণে ব্যবহার বা অন্তর্ভুক্ত করিতে পারিবেন না।
ভেজাল খাদ্য বা খাদ্যোপকরণ উৎপাদন আমদানি বিপণন, ইত্যাদি	২৫। কোন ব্যক্তি বা তাহার পক্ষে নিয়োজিত অন্য কোন ব্যক্তি, প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে, কোন ভেজাল খাদ্য বা খাদ্যোপকরণ বিক্রয়ের উদ্দেশ্যে উৎপাদন অথবা আমদানি, প্রক্রিয়াকরণ, মজুদ, সরবরাহ বা বিক্রয় করিতে পারিবেন না।
নিম্নমানের খাদ্য উৎপাদন, ইত্যাদি	২৬। কোন ব্যক্তি বা তাহার পক্ষে নিয়োজিত অন্য কোন ব্যক্তি, প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে, মানুষের আহার্য হিসাবে ব্যবহারের জন্য প্রবিধান দ্বারা নির্ধারিত মান অপেক্ষা নিম্নমানের কোন খাদ্যদ্রব্য বা খাদ্যোপকরণ বিক্রয়ের উদ্দেশ্যে উৎপাদন অথবা আমদানি, প্রক্রিয়াকরণ, মজুদ, সরবরাহ, বা বিক্রয় করিতে পারিবেন না।
খাদ্য সংযোজন দ্রব্য বা প্রক্রিয়াকরণ সহায়ক দ্রব্যের ব্যবহার	২৭। কোন ব্যক্তি বা তাহার পক্ষে নিয়োজিত অন্য কোন ব্যক্তি, প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে, প্রবিধান দ্বারা নির্ধারিত মাত্রার অতিরিক্ত পরিমাণ খাদ্য সংযোজন-দ্রব্য বা প্রক্রিয়াকরণ-সহায়ক দ্রব্য কোন খাদ্যদ্রব্য বা খাদ্যোপকরণে ব্যবহার বা অন্তর্ভুক্ত করিতে পারিবেন না অথবা উক্তরূপে প্রস্তুতকৃত কোন খাদ্যদ্রব্য বা খাদ্যোপকরণ আমদানি, প্রক্রিয়াকরণ, মজুদ, সরবরাহ বা বিক্রয় করিতে পারিবেন না।
শিল্প-কারখানায় ব্যবহৃত তৈল বর্জ্য,ভেজাল বা দূষণকারী দ্রব্য ইত্যাদি খাদ্য স্থাপনায় রাখা	২৮। কোন ব্যক্তি বা তাহার পক্ষে নিয়োজিত অন্য কোন ব্যক্তি, খাদ্যদ্রব্য বা খাদ্যোপকরণে কোন ভেজাল দ্রব্য মিশ্রিত করিবার উদ্দেশ্যে, শিল্প-কারখানায় ব্যবহৃত তৈল, বর্জ্য বা কোন ভেজাল কারী দ্রব্য তাহার খাদ্য স্থাপনায় রাখিতে বা রাখিবার অনুমতি প্রদান করিতে পারিবেন না।
মেয়াদোত্তীর্ণ খাদদ্রব্য বা খাদ্যোপকরণ	২৯। কোন ব্যক্তি বা তাহার পক্ষে নিয়োজিত অন্য কোন ব্যক্তি,প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে, মেয়াদোত্তীর্ণ কোন খাদদ্রব্য বা খাদ্যোপকরণ আমদানি, প্রক্রিয়াকরণ মজুদ, সরবরাহ বা বিক্রয় করিতে পারিবেন না।
বৃদ্ধি প্রবর্ধক, কীটনাশক, বালাইনাশক বা ঔষধের অবশিষ্টাংশ, অণুজীব, ইত্যাদির, ব্যবহার	৩০। কোন ব্যক্তি বা তাহার পক্ষে নিয়োজিত অন্য কোন ব্যক্তি, প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে, প্রবিধান দ্বারা বা আপাততঃ বলবৎ অন্য কোন আইনের অধীন নির্ধারিত মাত্রার অতিরিক্ত পরিমাণ কীটনাশক বা বালাইনাশকের অবশিষ্টাংশ পশু বা মৎস্য-রোগের ঔষধের অবশিষ্টাংশ, হরমোন, এন্টিবায়োটিক বা বৃদ্ধি প্রবর্ধকের অবশিষ্টাংশ, দ্রাবকের অবশিষ্টাংশ, ঔষধ-পত্রের সক্রিয় পদার্থ, অণুজীব বা পরজীবী কোন খাদ্যদ্রব্য বা খাদ্যোপকরণে ব্যবহার বা অন্তর্ভুক্ত করিতে পারিবেন না বা উক্তরূপ দ্রব্য মিশ্রিত কোন খাদ্যদ্রব্য বা খাদ্যোপকরণ মজুদ, বিপণন বা বিক্রয় করিতে পারিবেন না।
বংশগত বৈশিষ্ট্য পরিবর্তনকৃত খাদ্য জৈব-খাদ্য, ব্যবহারিক খাদ্য, স্বত্বাধিকারী খাদ্য, ইত্যাদি	৩১। কোন ব্যক্তি বা তাহার পক্ষে নিয়োজিত অন্য কোন ব্যক্তি, প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে, প্রবিধান দ্বারা বা আপাততঃ বলবৎ অন্য কোন আইনের অধীন নির্ধারিত পদ্ধতিতে অনুমোদন গ্রহণ ব্যতিরেকে বংশগত বৈশিষ্ট্য পরিবর্তনকৃত বা সংশোধিত খাদ্য, জৈব-খাদ্য, কিরণ-সম্পাতকৃত খাদ্য (irradiated food), স্বত্বাধিকারী খাদ্য, অভিনব খাদ্য, ব্যবহারিক খাদ্য, বিশেষ পথ্য হিসাবে ব্যবহৃত খাদ্য, নিউট্রাসিউটিক্যাল এবং উক্তরূপ অন্যান্য খাদ্য উৎপাদন, আমদানি, প্রক্রিয়াকরণ, মজুদ, সরবরাহ বা বিক্রয় করিতে পারিবেন না। ব্যাখ্যা ।- এই ধারায়- (ক) 'স্বত্বাধিকারী খাদ্য (proprietary food) ' বা 'অভিনব খাদ্য (novel food) অর্থ মান সুনির্দিষ্টকরণ সম্পন্ন হয় নাই, তবে অনিরাপদ নয়, এইরূপ কোন খাদ্য, যাহাতে প্রবিধান দ্বারা নিষিদ্ধ কোন দ্রব্য বা উপাদান উপস্থিত নাই;

	(খ) 'বিশেষ পথ্য হিসাবে ব্যবহৃত খাদ্য', 'ব্যবহারিক খাদ্য (functional food), 'নিউট্রাসিউটিক্যাল খাদ্য' বা 'স্বাস্থ্য সম্পূরক খাদ্য' অর্থ কোন বিশেষ বাস্তব বা শারীরবৃত্ত সম্পর্কিত অবস্থা বা বিশেষ রোগ ব্যাধি ও অসুস্থতায় নির্দিষ্ট পথ্যের প্রয়োজন মিটাইতে প্রবিধান দ্বারা নির্ধারিত বৈশিষ্ট সম্পন্ন ও বিশেষ প্রক্রিয়া প্রতিপালন ক্রমে প্রস্তুতকৃত খাদ্য; (গ) 'জৈব-খাদ্য (organic food) ' অর্থ কোন জৈব উৎপাদন প্রক্রিয়া অনুসরণ করিয়া পস্তুতকৃত খাদ্য; এবং (ঘ) 'বংশগত বৈশিষ্ট্য পরিবর্তনকৃত বা সংশোধিত খাদ্য (genetically modified or engineered food)' অর্থ খাদ্য এবং খাদ্য উপাদান সমন্বয়ে গঠিত বা আধুনিক জীব-প্রযুক্তির মাধ্যমে বংশগত বৈশিষ্ট্য সংশোধন বা পরিবর্তনকৃত জীবসত্ত্বা রহিয়াছে এইরূপ উৎপাদিত খাদ্য বা খাদ্য উপাদান, যাহাতে আধুনিক জীব-প্রযুক্তির মাধ্যমে বংশগত বৈশিষ্ট্য সংশোধিত বা পরিবর্তনকৃত জীবসত্ত্বা নাই।
খাদ্য মোড়কীকরণ ও লেবেলিং	৩২। কোন ব্যক্তি বা তাহার পক্ষে নিয়োজিত অন্য কোন ব্যক্তি, প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে,- (ক) প্রবিধান দ্বারা বা আপাততঃ বলবৎ অন্য কোন আইনের অধীন নির্ধারিত পদ্ধতিতে মোড়কীকরণ, চিহ্নিতকরণ ও লেবেল সংযোজন ব্যতিরেকে কোন প্যাকেটকৃত খাদ্যদ্রব্য বা খাদ্যোপকরণ উৎপাদন, বিতরণ বা বিক্রয় করিতে পারিবেন না; (খ) খাদ্যদ্রব্যের গুরুত্ব বৃদ্ধি করিতে, পরিমাণ ও পুষ্টিগুণের বিষয়ে, দফা (ক) তে উল্লিখিত লেবেলে কোন মিথ্যা তথ্য বা দাবি বা অপ-কৌশল অথবা মোড়কে বিভ্রান্তিকর তথ্য বা রোগ নিরাময়কারী ঔষধি বলিয়া দাবী অথবা উৎসস্থল সম্পর্কে বিভ্রান্তিকর কোন ব্যক্তব্য লিপিবদ্ধ করিতে পারিবেন না; (গ) প্রবিধান দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে মোড়কাবদ্ধভাবে বিক্রয় করিবার এবং মোড়ক গাত্রে উৎপাদন, মোড়কীকরণ ও মেয়াদোত্তীর্ণের তারিখ এবং উৎস-শনাক্তকরণ তথ্যাবলী স্পষ্টভাবে লিপিবদ্ধ করিবার শর্ত প্রতিপালন ব্যতিরেকে প্যাকেটকৃত কোন খাদ্যদ্রব্য বা খাদ্যোপকরণ উৎপাদন, বিতরণ বা বিক্রয় করিতে পারিবেন না; এবং (ঘ) প্যাকেটকৃত কোন খাদ্যদ্রব্য বা খাদ্যোপকরণের মোড়কে লিপিবদ্ধ তথ্যাবলী পরিবর্তন করিয়া বা মুছিয়া কোন খাদ্যদ্রব্য বা খাদ্যোপকরণ বিক্রয় করিতে পারিবেন না।
মানব স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর বিবেচিত প্রক্রিয়ায় খাদ্যদ্রব্য উৎপাদন, বিক্রয়, ইত্যাদি	৩৩। কোন ব্যক্তি বা তাহার পক্ষে নিয়োজিত অন্য কোন ব্যক্তি প্রবিধান দ্বারা বা আপাততঃ বলবৎ অন্য কোন আইনের অধীন নির্ধারিত স্বাস্থ্যসম্মত পরিবেশ সংরক্ষণ বা প্রক্রিয়া অনুরসণের মানদণ্ড ও শর্তের ব্যত্যয় ঘটাইয়া মানব স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর হইতে পারে এইরূপ কোন প্রক্রিয়ায় প্রস্তুতকৃত কোন খাদ্যদ্রব্য বা খাদ্যোপকরণ উৎপাদন, আমদানি, প্রক্রিয়াকরণ বা বিক্রয় করিতে পারিবেন না।
রোগাক্রান্ত বা পচা মৎস্য, মাংস, দুগ্ধ বিক্রয়, ইত্যাদি	৩৪। কোন ব্যক্তি বা তাহার পক্ষে নিয়োজিত অন্য কোন ব্যক্তি রোগাক্রান্ত বা পচা মৎস্য বা মৎস্যপণ্য অথবা রোগাক্রান্ত বা মৃত পশু-পাখির মাংস, দুগ্ধ বা ডিম দ্বারা কোন খাদ্যদ্রব্য বা খাদ্যোপকরণ প্রস্তুত, সংরক্ষণ বা বিক্রয় করিতে পারিবেন না।
হোটেল রেস্তোরাঁ বা ভোজনস্থলের পরিবেশন-সেবা	৩৫। কোন ব্যক্তি বা তাহার পক্ষে নিয়োজিত অন্য কোন ব্যক্তি হোটেল রেস্তোরাঁ বা ভোজনস্থলে পরিবেশন-সেবা প্রদানকারী, প্রবিধান দ্বারা বা আপাততঃ বলবৎ অন্য কোন আইনের অধীন নির্ধারিত মানদণ্ডের ব্যত্যয় ঘটাইয়া দায়িত্বহীনতা, অবহেলা বা অসতর্কতার মাধ্যমে খাদ্য গ্রহীতার স্বাস্থ্যহানি ঘটাইতে পারিবেন না।
ছোঁয়াচে ব্যাধিতে আক্রান্ত ব্যক্তির দ্বারা খাদ্যদ্রব্য প্রস্তুত, ইত্যাদি	৩৬। কোন ব্যক্তি বা তাহার পক্ষে নিয়োজিত অন্য কোন ব্যক্তি ছোঁয়াচে ব্যাধিতে আক্রান্ত ব্যক্তির দ্বারা কোন খাদ্যদ্রব্য বা খাদ্যোপকরণ প্রস্তুত, পরিবেশন বা বিক্রয় করিতে পারিবেন না।
নকল খাদ্য উৎপাদন, বিক্রয়, ইত্যাদি	৩৭। কোন ব্যক্তি বা তাহার পক্ষে নিয়োজিত অন্য কোন ব্যক্তি, প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে, ট্রেডমার্ক আইন, ২০০৯ (২০০৯ সনের ১৯ নং আইন) এর অধীন নিবন্ধিত কোন ট্রেডমার্ক বা ট্রেডনামে বাজারজাতকৃত কোন খাদ্যদ্রব্য বা খাদ্যোপকরণের অনুকরণে অননুমোদিতভাবে কোন নকল খাদ্যদ্রব্য বা খাদ্যোপকরণ উৎপাদন, আমদানি, মজুদ, সরবরাহ বা বিক্রয় করিতে পারিবেন না।
সংশ্লিষ্ট পক্ষগণের নাম, ঠিকানা ও রশিদ বা চালান সংরক্ষণ ও প্রদর্শন	৩৮। প্রত্যেক খাদ্য ব্যবসায়ী বা তাহার পক্ষে নিয়োজিত অন্য কোন ব্যক্তি, খাদ্য ব্যবসা পরিচালনাকালে, খাদ্যপণ্য বা খাদ্যোপকরণ উৎপাদন, আমদানি প্রক্রিয়াকরণ, মজুত, সরবরাহ বা বিক্রয় সংশ্লিষ্ট পক্ষগণের নাম, ঠিকানা ও রশিদ বা চালান সংরক্ষণ এবং কর্তৃপক্ষ বা তদ্‌কর্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত ব্যক্তিকে প্রদর্শন করিতে বাধ্য থাকিবেন।

অনিবন্ধিত অবস্থায় খাদ্যদ্রব্য উৎপাদন, বিক্রয়, ইত্যাদি	৩৯। কোন ব্যক্তি, আপাততঃ বলবৎ অন্য কোন আইনের অধীন নিবন্ধন বাধ্যতামূলক হইলে উহার ব্যত্যয় ঘটাইয়া, অনিবন্ধিত অবস্থায় কোন খাদ্যদ্রব্য বা খাদ্যোপকরণ উৎপাদন, আমদানি, প্রক্রিয়াকরণ, মজুদ, সরবরাহ বা বিক্রয় করিত পারিবেন না।
কর্তৃপক্ষ বা তদ্‌কর্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত ব্যক্তিকে সহযোগিতা	৪০। প্রত্যেক খাদ্য ব্যবসায়ী বা তদ্‌কর্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত অন্য কোন ব্যক্তি, খাদ্য ব্যবসা পরিচালনাকালে, কর্তৃপক্ষ বা তদ্‌কর্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোন ব্যক্তিকে খাদ্য ব্যবসা সংশ্লিষ্ট যেকোন বিষয়ে পরিদর্শন, তদন্ত, নমুনা সংগ্রহ বা পরীক্ষাকরণে সহযোগিতা করিতে বাধ্য থাকিবেন।
বিজ্ঞাপনে অসত্য বা বিভ্রান্তিকর তথ্য	৪১। কোন ব্যক্তি কোন খাদ্যদ্রব্য বা খাদ্যোপকরণ বিপণন বা বিক্রয়ের উদ্দেশ্যে, প্রবিধান দ্বারা নির্ধারিত বিজ্ঞাপনের শর্তাদি লঙ্ঘন করিয়া বিজ্ঞাপনে বিভ্রান্তিকর বা অসত্য তথ্য প্রদান করিয়া অথবা মিথ্যা নির্ভরতামূলক বক্তব্য প্রদান করিয়া ক্রেতার ক্ষতিসাধন করিতে পারিবেন না।
মিথ্যা বিজ্ঞাপন প্রস্তুত, মুদ্রণ, বা প্রচার	৪২। (১) কোন ব্যক্তি কোন খাদ্যদ্রব্য বা খাদ্যোপকরণের গুণ, প্রকৃতি, মান, ইত্যাদি সম্পর্কে অসত্য বর্ণনাসম্বলিত কোন বিজ্ঞাপন প্রস্তুত, মুদ্রণ, প্রকাশ বা প্রচার করিতে পারিবেন না যাহার দ্বারা জনগণ বিভ্রান্ত হইতে পারে। (২) এই ধারার অধীন আনীত কোন মামলায় বিবাদিকে, আত্মপক্ষ সমর্থনে, প্রমাণ করিতে হইবে যে- (ক) উক্তরূপ অসত্য তথ্যসম্বলিত বিজ্ঞাপনের বিষয়ে তিনি অবগত ছিলেন না অথবা বিষয়টি সর্বোচ্চ প্রচেষ্টা সত্ত্বেও তাহার নিকট প্রতিভাত হয় নাই; এবং (খ) বিজ্ঞাপন প্রস্তুত, মুদ্রণ, প্রকাশ বা প্রচারকারী হিসাবে তিনি সাধারণ ব্যবসায়িক প্রক্রিয়ায় বিজ্ঞাপনটি প্রস্তুত, মুদ্রণ, প্রকাশ বা প্রচার ব্যবস্থা করিয়াছেন। (৩) এই ধারার অধীন কোন ব্যক্তির বিরুদ্ধে কোন আদালতে কোন অভিযোগ উত্থাপিত হইলে, ভিন্নরূপ না হইলে, আদালত এই মর্মে বিবেচনা করিতে পারিবে যে, সংশ্লিষ্ট উৎপাদনকারী বা বিক্রয়কারী কর্তৃক উক্ত বিজ্ঞাপন, প্রস্তুত, মুদ্রণ, প্রকাশ বা প্রচারের প্রয়াস বা সহায়তা করা হইয়াছে।

ষষ্ঠ অধ্যায়
খাদ্য ব্যবসায়ীর বিশেষ দায়-দায়িত্ব

নিম্নমানের অথবা ঝুঁকিপূর্ণ বা বিষাক্ত পদার্থযুক্ত খাদ্যদ্রব্য প্রত্যাহার	৪৩। (১) যদি কোন ব্যক্তির নিকট বিশ্বাস করিবার মত যুক্তিসঙ্গত কারণ থাকে যে, তিনি যে সকল খাদ্যদ্রব্য বা খাদ্যোপকরণ উৎপাদন, প্রক্রিয়াকরণ, সরবরাহ বা বিক্রয় করিয়াছেন সেইগুলির ক্ষেত্রে এই আইন বা অন্য কোন আইনের অধীন নির্ধারিত মানদণ্ড প্রতিপালিত হইতেছে না অথবা উহাতে কোন দূষক, তেজস্ক্রিয়তাযুক্ত, বিকিরণযুক্ত বা অন্য কোন ঝুঁকিপূর্ণ বা বিষাক্ত পদার্থের উপস্থিতি বিদ্যমান রহিয়াছে, তাহা হইলে তিনি, কারণ উল্লেখপূর্বক বিষয়টি সর্বসাধারণের জ্ঞাতার্থে প্রচারসহ, অনতিবিলম্বে সন্দেহজনক প্রশ্নবিদ্ধ খাদ্যদ্রব্য বা খাদ্যোপকরণ, কর্তৃপক্ষকে অবহিত করিয়া, প্রবিধান দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে, বাজার বা খাদ্য ভোক্তার নিকট হইতে প্রত্যাহারের ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন। (২) যদি কর্তৃপক্ষের নিকট বিশ্বাস করিবার মত যুক্তিসঙ্গত কারণ থাকে যে, কোন ব্যক্তি কর্তৃক যে সকল খাদ্যদ্রব্য বা খাদ্যোপকরণ উৎপাদন, প্রক্রিয়াকরণ, সরবরাহ বা বিক্রয় করা হইয়াছে, সেইগুলির ক্ষেত্রে এই আইন বা অন্য কোন আইনের অধীন নির্ধারিত মানদণ্ড প্রতিপালিত হইতেছে না অথবা উহাতে কোন দূষক, তেজস্ক্রিয়তাযুক্ত, বিকিরণযুক্ত বা অন্য কোন ঝুঁকিপূর্ণ বা বিষাক্ত পদার্থের উপস্থিতি বিদ্যমান, তাহা হইলে কর্তৃপক্ষ, সন্দেহজনক প্রশ্নবিদ্ধ খাদ্যদ্রব্য বা খাদ্যোপকরণ বাজার বা ভোক্তার নিকট হইতে প্রত্যাহারের জন্য সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে নির্দেশ প্রদান করিবে এবং উক্ত ব্যক্তি উক্ত নির্দেশনা অনুযায়ী উপ-ধারা (১) এর বিধান অনুসরণে সংশ্লিষ্ট খাদ্যদ্রব্য বা খাদ্যোপকরণ প্রত্যাহারের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন।
উৎপাদনকারী, মোড়ককারী, বিতরণকারী এবং বিক্রয়কারীর বিশেষ দায়বদ্ধতা	৪৪। (১) কোন খাদ্যদ্রব্য বা খাদ্যোপকরণ উৎপাদনকারী বা মোড়ককারী এই আইন বা তদধীন প্রণীত বিধি বা প্রবিধানের শর্তাবলী প্রতিপালনে ব্যর্থ হইলে উহা এই আইনের লঙ্ঘন হিসাবে গণ্য হইবে। (২) কোন খাদ্যদ্রব্য বা খাদ্যোপকরণ মজুদকারী বা বিতরণকারী এই আইনের বিধান লঙ্ঘনের জন্য দায়ী হইবেন, যদি তিনি,- (ক) মেয়াদ উত্তীর্ণ তারিখের পরে কোন খাদ্য সরবরাহ করেন; (খ) উৎপাদনকারী ঘোষিত সাবধানতা সংক্রান্ত নির্দেশনা লঙ্ঘন করিয়া খাদ্য মজুদ বা বিতরণ করেন; (গ) খাদ্য নিরাপদতা সংক্রান্ত তথ্য, ব্যবসায়িক চিহ্ন বা পরিচিতি মুছিয়া ফেলেন; (ঘ) যাহার নিকট হইতে খাদ্যদ্রব্য মজুদ বা বিতরণের জন্য গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহাকে বা উৎপাদনকারীর উৎস শনাক্তকরণ করিতে না পারেন; বা (ঙ) অনিরাপদ জানা সত্ত্বেও খাদ্যদ্রব্য মজুদ বা বিতরণের জন্য গ্রহণ করেন। (৩) কোন খাদ্যদ্রব্য বা খাদ্যোপকরণ বিক্রেতা কোন খাদ্য বিক্রয়ের ক্ষেত্রে এই আইনের বিধান লংঘনের জন্য দায়ী হইবেন, যদি তিনি,- (ক) মেয়াদ উত্তীর্ণ তারিখের পরে কোন খাদ্যদ্রব্য বিক্রয় করেন অথবা বিক্রয়স্থলে মজুদ রাখেন; (খ) অস্বাস্থ্যকর অবস্থায় কোন খাদ্য বিক্রয়ের জন্য সংরক্ষণ বা মজুদ করেন অথবা বিক্রয় করেন; (গ) খাদ্য নিরাপদতা সংক্রান্ত তথ্য, ব্যবসায়িক চিহ্ন বা পরিচিতি মুছিয়া ফেলেন; (ঘ) যাহার নিকট হইতে খাদ্যদ্রব্য গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহাকে বা বিতরণকারী বা উৎপাদনকারীর উৎস শনাক্তকরণ করিতে না পারেন; বা (ঙ) অনিরাপদ জানা সত্ত্বেও মজুদ অথবা বিক্রয়ের উদ্দেশ্যে কোন খাদ্যদ্রব্য গ্রহণ করেন।

সপ্তম অধ্যায়
খাদ্য বিশ্লেষণ ও পরীক্ষণ

খাদ্য বিশ্লেষক নিয়োগ ও দায়িত্ব প্রদান	৪৫। (১) কর্তৃপক্ষ, এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, খাদ্যদ্রব্য বা খাদ্যোপকরণের নমুনা বিশ্লেষণ বা পরীক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় সংখ্যক খাদ্য বিশ্লেষক নিয়োগ করিবে। (২) উপ-ধারা (১) এ যাহা কিছুই থাকুক না কেন, কর্তৃপক্ষ, বিশেষ প্রয়োজনে, সরকার বা স্থানীয় কোন কর্তৃপক্ষের অনুমোদনক্রম, সরকারি বা স্থানীয় কর্তৃপক্ষের কোন কর্মকর্তাকে খাদ্য বিশ্লেষকের দায়িত্ব প্রদান করিতে পারিবে এবং দায়িত্ব পালনের সময় সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা, এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, একজন খাদ্য বিশ্লেষক হিসাবে গণ্য হইবেন। (৩) উপ-ধারা (১) বা (২) এ যাহা কিছুই থাকুক না কেন, কোন ব্যক্তিকে খাদ্য বিশ্লেষক হিসাবে নিয়োগ বা দায়িত্ব প্রদান করা যাইবে না, যদি তিনি প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে কোন খাদ্যদ্রব্য বা খাদ্যোপকরণ উৎপাদন বা বিপণনের সহিত সংশ্লিষ্ট কোন ব্যবসা বা বাণিজ্যের সহিত জড়িত থাকেন।
খাদ্যবস্তু পরীক্ষা	৪৬। (১) কোন ব্যক্তি খাদ্যদ্রব্য বা খাদ্যোপকরণ সংগ্রহ বা ক্রয় করিবার পর, বিধি দ্বারা নির্ধারিত ফিস পরিশোধপূর্বক, যে স্থান বা উৎস হইতে খাদ্যদ্রব্য বা খাদ্যোপকরণ সংগ্রহ বা ক্রয় করিবেন, তাহা যে, অধিক্ষেত্রের খাদ্য বিশ্লেষকের এখতিয়ারাধীন হইবে, সেই খাদ্য বিশ্লেষকের দ্বারা উহার নমুনা বিশ্লেষণ বা পরীক্ষা করাইতে পারিবেন এবং প্রবিধান দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে উক্তরূপ বিশ্লেষণ বা পরীক্ষার ফলাফলের সনদ গ্রহণ করিতে পারিবেন : তবে শর্ত থাকে যে, কোন ব্যক্তি খাদ্য বিশ্লেষক প্রদত্ত কোন সনদ বা উহার অনুলিপি তাহার ব্যবসায়িক স্থাপনা বা অন্য কোন স্থানে প্রদর্শন করিতে বা বিজ্ঞাপন হিসাবে ব্যবহার করিতে পারিবেন না। (২) এই ধারার অধীন নিয়োগপ্রাপ্ত খাদ্য বিশ্লেষকের দায়িত্ব ও কর্তব্য প্রবিধান দ্বারা নির্ধারিত হইবে।
নমুনা বিশ্লেষণ বা পরীক্ষার জন্য খাদ্যের নমুনা বাধ্যতামূলক বিক্রয় বা সমর্পণ	৪৭। (১) খাদ্যদ্রব্য বা খাদ্যোপকরণের নমুনা বিশ্লেষণ বা পরীক্ষার প্রয়োজনে, কর্তৃপক্ষ বা তদ্‌কর্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত যে কোন ব্যক্তি, উৎপাদন, প্রক্রিয়াকরণ, বিক্রয় বা প্রস্তুতিতে ব্যবহারের উদ্দেশ্যে রক্ষিত সংশ্লিষ্ট খাদ্যদ্রব্য বা খাদ্যোপকরণের মূল্য প্রদানপূর্বক উহার নমুনা সংগ্রহ করিতে পারিবেন : তবে শর্ত থাকে যে, কোন খাদ্যদ্রব্য বা খাদ্যোপকরণ বিক্রয়ের জন্য না হইলেও উহা নমুনা হিসাবে সংগ্রহ করা যাইবে। (২) উপ-ধারা (১) এ উল্লিখিত নমুনা বিক্রয়, উৎপাদন, সরবরাহ বা মজুদ স্থলসহ যেকোন স্থান হইতে সংগ্রহ করা যাইবে এবং যে ব্যক্তির দখলে থাকাব্যস্থায় কোন খাদ্যদ্রব্য বা খাদ্যোপকরণের নমুনা সংগ্রহের জন্য যাচনা করা হইবে, সেই ব্যক্তি, এতদুদ্দেশ্যে কর্তৃপক্ষ বা তদ্‌কর্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত ব্যক্তির চাহিদা অনুযায়ী, উক্ত নমুনা বিক্রয় বা, ক্ষেত্রমত, সমর্পণ (**Surrender**) করিতে বাধ্য থাকিবেন : তবে শর্ত থাকে যে, সমর্পণকৃত খাদ্যদ্রব্য বা খাদ্যোপকণের মূল্য দাবী করা হইলে, উক্তরূপ দাবীর এক মাসের মধ্যে দাবীকৃত নমুনার মূল্য পরিশোধ করিতে হইবে। (৩) এই ধারার অধীন নমুনা সংগ্রহের ক্ষেত্রে নমুনা প্রদানকারী, কর্তৃপক্ষ বা তদ্‌কর্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত ব্যক্তির নিকট, বিশ্লেষণ বা পরীক্ষণের উদ্দেশ্যে, উক্ত নমুনা বিক্রয় বা, ক্ষেত্রমত, সমর্পণ করিয়াছেন মর্মে নির্ধারিত ফর্মে একটি ঘোষণায় স্বাক্ষর করিয়া লিখিতভাবে স্বীকারোক্তি প্রদান করিবেন। (৪) উৎপাদান বা মজুদস্থল হইতে খাদ্যদ্রব্য বা খাদ্যোপকরণ যে সকল সরবরাহ পথ অতিক্রম করে বা যে সকল স্থানে সরবরাহ বা মজুদ করা হইয়া থাকে, উপ-ধারা (১) এ উল্লিখিত ক্ষমতাপ্রাপ্ত ব্যক্তি বা কর্তৃপক্ষের প্রয়োজনে, সে সকল স্থানে প্রবেশের এবং

নমুনা বিশ্লেষণ বা পরীক্ষার ফলাফল সংগ্রহের পদ্ধতি	৪৮। (১) ধারা ৪৬ এর বিধান অনুযায়ী কোন ব্যক্তি খাদ্যদ্রব্য বা খাদ্যোপকরণের নমুনা বিশ্লেষণ বা অন্য ভাবে পরীক্ষা করিতে আগ্রহ প্রকাশ করিলে অথবা ধারা ৪৭ এর বিধান অনুসারে কোন নমুনা বিক্রিত বা সমর্পিত হইলে, নমুনা গ্রহণকারী, প্রযোজ্য ক্ষেত্রে,- (ক) নমুনা বিক্রেতা বা সমর্পণকারীকে বিষয়টি তৎক্ষণাৎ লিখিতভাবে অবহিত করিবেন; (খ) নমুনা বিক্রেতা বা সমর্পণকারীর উপস্থিতিতে নমুনাকে চারটি অংশে বিভক্ত করিবেন এবং প্রত্যেকটি অংশ, প্রবিধান দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে, চিহ্নিতকরতঃ সিলগালা করিয়া বাঁধিয়া ফেলিবেন এবং অতঃপর,- (অ) একটি অংশ নমুনা প্রদানকারী বা বিক্রেতাকে প্রদান করিবেন; (আ) একটি অংশ, ভবিষ্যতে তুলনা করিবার উদ্দেশ্যে, প্রবিধান দ্বারা নির্ধারিত স্থানে সংরক্ষণ করিবেন; এবং (ই) অবশিষ্ট দুইটি অংশ, প্রবিধান দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে, যথাযথ ধারণপাত্রের উপর নাম, ঠিকানা ও নমুনা বিশ্লেষণ বা পরীক্ষার অভিপ্রায় উল্লেখসহ রেজিস্ট্রিকৃত ডাকযোগে, সুনির্দিষ্ট অধিক্ষেত্রের খাদ্য বিশ্লেষক বা খাদ্য পরীক্ষাগার বা কার্যালয় প্রধানের নিকট প্রেরণ করিবেন। (২) খাদ্য বিশ্লেষক বা খাদ্য পরীক্ষাগার বা কার্যালয় প্রধান উপ-ধারা (১) এর অধীনপ্রাপ্ত নমুনার দুইটি অংশের মধ্যে একটি অংশ ধারা ৪৯ এর বিধান অনুযায়ী বিশ্লেষণ বা পরীক্ষা করাইয়া পরবর্তী ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন এবং অবশিষ্ট অংশ প্রবিধান দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতি ও স্থানে সংরক্ষণ করিবেন।
নমুনা বিশ্লেষণ বা পরীক্ষা এবং সনদ প্রদানে খাদ্য বিশ্লেষকের দায়িত্ব	৪৯। (১) ধারা ৪৮ এর বিধান অনুযায়ী খাদ্য বিশ্লেষকের নিকট কোন নমুনা বিশ্লেষণ বা পরীক্ষার জন্য উপস্থাপিত হইলে,- (ক) তিনি নমুনা বিশ্লেষণ বা পরীক্ষার ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন; (খ) নমুনা প্রাপ্তির তারিখ হইতে সাধারণ ক্ষেত্রে ৭(সাত) কার্যদিবসের মধ্যে এবং জরুরী ক্ষেত্রে ৩(তিন) কার্যদিবসের মধ্যে প্রবিধান দ্বারা নির্ধারিত ফর্মে বিশ্লেষণ বা পরীক্ষার ফলাফল উল্লেখপূর্বক নমুনা প্রেরককে সনদ প্রদান করিবেন; এবং (গ) বিশ্লেষণের ফলাফলের একটি অনুলিপি কর্তৃপক্ষের নিকট প্রেরণ করিবেন। (২) এই আইনের অধীন যেকোন তদন্ত, বিচার বা কার্যধারা পরিচালনার ক্ষেত্রে খাদ্য বিশ্লেষক কর্তৃক, প্রবিধান দ্বারা নির্ধারিত ফরমে, সনদ হিসাবে স্বাক্ষরিত কোন দলিল এই ধারার অধীন একটি বিশ্লেষণ বা পরীক্ষার ফলাফলের প্রমাণ হিসাবে গণ্য হইবে।
নমুনা বিশ্লেষণ বা পরীক্ষায় আদালতের নির্দেশ	৫০। (১) এই আইনের অধীন কোন তদন্ত বা বিচার চলাকালে খাদ্য আদালত, প্রয়োজনে, স্বতঃপ্রণোদিতভাবে অথবা বাদী বা বিবাদীর আবেদনক্রমে, যেকোন খাদ্যদ্রব্য বা খাদ্যোপকরণের নমুনা বিশ্লেষণ বা পরীক্ষার জন্য কর্তৃপক্ষকে নির্দেশ প্রদান করিতে পারিবে। (২) উপ-ধারা (১) এর অধীন খাদ্য আদালত কর্তৃক কোন খাদ্যদ্রব্য বা খাদ্যোপকরণের নমুনা বিশ্লেষণ বা পরীক্ষার জন্য নির্দেশপ্রাপ্ত হইলে কর্তৃপক্ষ, এতদুদ্দেশ্যে সরকার কর্তৃক নির্দিষ্ট পরীক্ষাগারের মাধ্যমে, সংশ্লিষ্ট খাদ্যদ্রব্য বা খাদ্যোপকরণের নমুনা বিশ্লেষণ বা পরীক্ষা করাইয়া উহার প্রতিবেদন আদালতে উপস্থাপন করিবে। (৩) উপ-ধারা (২) এর অধীন আদালতে উপস্থাপিত প্রতিবেদন সাক্ষ্য হিসাবে গণ্য করা যাইবে। (৪) এই ধারার অধীন সকল পরীক্ষা বা বিশ্লেষণের ব্যয়, আদালতের নির্দেশনা অনুযায়ী, বাদী বিবাদী বা উভয় পক্ষ কর্তৃক পরিশোধিত হইবে।

অষ্টম অধ্যায়
পরিদর্শন এবং খাদ্যদ্রব্য জব্দকরণ

পরিদর্শক নিয়োগ ও দায়িত্ব প্রদান	৫১। (১) কর্তৃপক্ষ, এই আইনের অধীন নির্দিষ্ট দায়িত্ব পালনের জন্য প্রয়োজনীয় সংখ্যক নিরাপদ খাদ্য পরিদর্শক নিয়োগ করিবে। (২) উপ-ধারা (১) এ যাহা কিছুই থাকুক না কেন, কর্তৃপক্ষ, বিশেষ প্রয়োজনে, সরকার বা স্থানীয় কোন কর্তৃপক্ষের অনুমোদন ক্রমে, সরকারি বা স্থানীয় কর্তৃপক্ষের কোন কর্মকর্তাকে নিরাপদ খাদ্য পরিদর্শকের দায়িত্ব প্রদান করিতে পারিবে এবং দায়িত্ব পালনের সময় সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা, এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, একজন নিরাপদ খাদ্য পরিদর্শক হিসাবে গণ্য হইবেন। (৩) উপ-ধারা (১) বা (২) এ যাহা কিছুই থাকুক না কেন, কোন ব্যক্তিকে পরিদর্শক হিসাবে নিয়োগ বা দায়িত্ব প্রদান করা যাইবে না, যদি তিনি প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে কোন খাদ্যদ্রব্য বা খাদ্যোপকরণ উৎপাদন বা বিপণনের সহিত সংশ্লিষ্ট কোন ব্যবসা বা বাণিজ্যের সহিত জড়িত থাকেন।
পরিদর্শকের দায়িত্ব ও কর্তব্য	৫২। (১) ৫২। (১) পরিদর্শক নিম্নরূপ দায়িত্ব ও কর্তব্য পালন করিবেন, যথা :- (ক) কর্তৃপক্ষের নির্দেশনা অনুযায়ী যেকোন খাদ্য স্থাপনা নিয়মিতভাবে পরিদর্শন; (খ) প্রযোজ্য ক্ষেত্রে, খাদ্য স্থাপনার লাইসেন্সের শর্তাবলী পর্যবেক্ষণ; (গ) এই আইন বা বিদ্যমান অন্য কোন আইনের ব্যত্যয় ঘটাইয়া উৎপাদিত, মজুদকৃত, বিক্রিত বা বিক্রয়ের জন্য প্রদর্শিত হইতেছে বলিয়া সন্দেহ হইলে যেকোন খাদ্যদ্রব্য বা খাদ্যোপকরণের নমুনা সংগ্রহ ও পরীক্ষা-নিরীক্ষার জন্য খাদ্য বিশ্লেষকের নিকট প্রেরণ; (ঘ) খাদ্যদ্রব্যের নমুনা গ্রহণ, মজুদ, জব্দ এবং খাদ্য আদালতের নির্দেশানুযায়ী সকল পরিদর্শন ও গৃহীত রেকর্ডের অনুলিপি প্রদান ও সংরক্ষণ; (ঙ) এই আইন বা বিদ্যমান অন্য কোন আইনের ব্যত্যয় ঘটাইয়া খাদ্যদ্রব্য বা খাদ্যোপকরণের উৎপাদন, মজুদ বা বিপণন করা হইতেছে কি না তাহা নিরূপণের জন্য, প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে, অনুসন্ধান ও পরিদর্শন; (চ) অনিরাপদ খাদ্যবাহী বলিয়া সন্দেহ হইলে যুক্তিসঙ্গতভাবে ন্যূনতম সময়ের জন্য যেকোন যানবাহন থামাইয়া তল্লাশী; (ছ) এই আইনের অধীন কোন মামলায় কোন ব্যক্তির খাদ্য ব্যবসার লাইসেন্স বা নিবন্ধন বাতিল বা স্থগিত করা হইলে, তাহার নাম, ঠিকানা, প্রকৃতি ও ব্যবসা স্থানের রেকর্ড সংরক্ষণ; (জ) এই আইনের আওতায় পরিচালিত প্রতিটি মামলার ক্ষেত্রে আদালতের সিদ্ধান্তসমূহের রেকর্ড সংরক্ষণ; (ঝ) এই আইনের অধীন দায়েরকৃত বা রুজুকৃত মামলায় আদালত প্রদত্ত সিদ্ধান্তের অনুলিপি কর্তৃপক্ষের নিকট প্রেরণ; (ঞ) আমদানি বা বিপণনের জন্য নিষিদ্ধ ঘোষিত সন্দেহজনক খাদ্যদ্রব্য বা খাদ্যোপকরণ আটক; (ট) এই আইনের ব্যত্যয় সম্পর্কে লিখিতভাবে কোন অভিযোগ প্রাপ্ত হইলে, উক্ত অভিযোগ অনুসন্ধান বা, ক্ষেত্রমত, অদত্ত; (ঠ) ভেজাল খাদ্য জব্দ; এবং (ড) কর্তৃপক্ষ এবং খাদ্য আদালত কর্তৃক নির্দেশিত অন্যান্য দায়িত্ব পালন।
খাদ্য স্থাপনা, ভবন বা গৃহে প্রবেশ করিবার ক্ষমতা	৫৩। (১) এই আইনের বিধান লংঘন করিয়া খাদ্য স্থাপনা, ভবন বা গৃহে কোন ঘটনা সংঘটিত হইতেছে কিনা তাহা নিশ্চিত হইবার জন্য পরিদর্শক, কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নির্দেশিত পন্থায় যেকোন সময়ে, যেকোন খাদ্য স্থাপনা বা ভবনে প্রবেশ করিতে পারিবেন। (২) কোন ব্যক্তি উপ-ধারা (১) এর অধীন আইনানুগ কার্যাবলী সম্পাদনের ক্ষেত্রে কোন পরিদর্শককে কোন খাদ্য-স্থাপনা, ভবন বা গৃহে প্রবেশের ক্ষেত্রে বাধা বা প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করিতে পারিবেন না।
জমা-খরচের বহি, রশিদ, দলিল এবং হিসাব দাখিল	৫৪। কোন পরিদর্শক, তদন্ত করিবার জন্য, খাদ্যদ্রব্য বা খাদ্যোপকরণ সংক্রান্ত ব্যবসা বা বাণিজ্য পরিচালনাকারী অথবা উৎপাদন বা বিপণনকারীর নিকট, লিখিতভাবে নোটিশ প্রদান করিয়া, উহার সকল ব্যবসা, বাণিজ্য, উৎপাদন, উৎস-সনাক্তকরণ (**traceabilit**) বা বিপণন সংক্রান্ত জমা-খরচের বহি, রশিদ ও অন্যান্য দলিলপত্র যাচনা করিতে পারিবেন এবং পরিদর্শকের চাহিদা অনুযায়ী নোটিশপ্রাপ্ত ব্যক্তি তাহা প্রতিপালন করিতে বাধ্য থাকিবেন।

ভেজাল খাদ্য জব্দ করিবার ক্ষমতা	৫৫। (১) পরিদর্শক, মধ্যরাত হইতে সূর্যোদয়ের পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত সময় ব্যতীত, যেকোন সময়ে- (ক) খাদ্য বিপণনের সরবরাহ স্থল, সরবরাহ পথ, মজুদস্থল বা বিক্রয়ের জন্য রক্ষিত খাদ্যদ্রব্যে ব্যবহারযোগ্য যেকোন বস্তুর অবস্থা, স্থান অথবা উহার উৎপাদন প্রক্রিয়ার অবস্থা পরিদর্শন করিতে পারিবেন; এবং (খ) খাদ্যদ্রব্যের জন্য ব্যবহৃত বা ব্যবহারের জন্য রক্ষিত উপকরণ বা এইরূপ যেকোন বস্তু এবং খাদ্য প্রস্তুতকরণ বা বিপণনের জন্য ব্যবহৃত যেকোন কৌটা বা ধারণপাত্র পরীক্ষা-নিরীক্ষা করিতে পারিবেন। (২) উপ-ধারা (১) এর অধীনে যেকোন পরিদর্শন বা পরীক্ষা-নিরীক্ষার জন্য পরিদর্শককে কোন ব্যক্তি বাধা প্রদান বা প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করিতে পারিবেন না। (৩) উপ-ধারা (১) এর অধীন পরিদর্শন এবং পরীক্ষাকালে যদি পরিদর্শকের বিশ্বাস করিবার কারণ থাকে যে খাদ্য প্রস্তুতকরণ বা বিপণন সংক্রান্ত কাজে নির্দিষ্ট কোন জীবন্ত বা ক্রিয়াশীল বস্তু, ধারণপাত্র বা উহার উপাদান যাহা মানুষের স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর বা অনুপযোগী বা ভেজাল, তাহা হইলে তিনি ঐ সকল বস্তু বা উহা দ্বারা প্রস্তুতকৃত খাদ্যদ্রব্য জব্দ করিতে পারিবেন। (৪) উপ-ধারা (৩) এর অধীনে কোন কিছু জব্দের ক্ষেত্রে কোন ব্যক্তি বাধা প্রদান বা প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করিতে পারিবেন না। (৫) উপ-ধারা (৩) এর অধীনে যেকোন খাদ্য, উপকরণ বা বস্তুকে ভেজাল বা দূষিত হিসাবে বিশ্বাস করিয়া জব্দ করা হইলে পরিদর্শক জব্দকৃত নমুনাকে ধারা ৪৮ এর বিধান অনুসারে, যথাশীঘ্র সম্ভব, পৃথক করিয়া, নির্ধারিত পদ্ধতিতে, সকল নমুনা বন্টন ও হস্তান্তর করিবেন। (৬) উপ-ধারা (৩) এর অধীন কোন জীবন্ত বা ক্রিয়াশীল বস্তু, ধারণপাত্র বা উহার উপাদান বা উহা দ্বারা প্রস্তুতকৃত খাদ্যদ্রব্য জব্দ করিবার ক্ষেত্রে, জব্দকারী,- (ক) খাদ্যদ্রব্য, জীবন্ত বা ক্রিয়াশীল বস্তু, ধারণপাত্র বা উহার উপাদান অবিলম্বে অপসারণ করিবেন; এবং (খ) অপসারণের পর উহাদিগকে নির্ধারিত পদ্ধতিতে চিহ্ন ও সীলমোহর প্রদান করিয়া নিরাপদ হেফাজতে রাখিবেন এবং, ক্ষেত্রমত, ধারা ৫৬ বা ৫৭ এর বিধান অনুযায়ী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন। (৭) কোন ব্যক্তি এই ধারার বিধান অনুসারে পরিচালিত কোন অপসারণ কার্যকে বাধা প্রদান বা প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করিতে পারিবেন না এবং কোন জীবন্ত বা ক্রিয়াশীল বস্তু, উপকরণ খাদ্যদ্রব্য পদার্থ, বা ধারণপাত্র উপ-ধারা (৬) এর দফা (খ) এর বিধান অনুসারে রক্ষিত হেফাজত হইতে অপসারণ করিতে পারিবেন না বা হেফাজতে থাকাকালীন উহা হস্তান্তর করিতে পারিবেন না।
জীবন্ত বা ক্রিয়াশীল বস্তু বিনষ্ট,ইত্যাদি	৫৬। (১) ধারা ৫৫ এর উপ-ধারা (৩) এর অধীন কোন পরিদর্শক বা কোন কর্তৃপক্ষ হইতে ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোন ব্যক্তি কর্তৃক কোন পরিদর্শক বা জীবন্ত বা ক্রিয়াশীল বস্তু, খাদ্যদ্রব্য, উপকরণ, পদার্থ, ধারণপাত্র জব্দ করা হইলে, উহা যে মালিক দখলে পাওয়া যাইবে সেই ব্যক্তি বা মালিকের লিখিত সম্মতিতে দুইজন ব্যক্তির সম্মুখে উহা তৎক্ষণাৎ ধ্বংস করা যাইবে; (২) যদি উক্ত রুপ সম্মতি না পাওয়া না যায়, তাহা হইলে জব্দকৃত জীবন্ত বা ক্রিয়াশীল বস্তু বা উপকরণ, পদার্থ দ্রুত পচনশীল প্রকৃতির হইলে এবং ধারা ৫৫ এর উপ-ধারা (৩) এর অধীন জব্দকারী পরিদর্শক বা ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোন ব্যক্তির বিবেচনায় উহা মানব স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর বা মানুষের খাদ্য হিসাবে অনুপযোগী হইলে, উহা তৎক্ষণাৎ ধ্বংস করা যাইবে। (৩) উপ-ধারা (১) ও (২) এর অধীন ব্যবস্থা গ্রহণের সমুদয় ব্যয় উক্ত জীবন্ত বা ক্রিয়াশীল বস্তু, খাদ্যদ্রব্য, উপকরণ, পদার্থ, বা ধারণপাত্র জব্দের সময় যাহার দখলে পাওয়া যাইবে তাহার নিকট হইতে সরকারি দাবী হিসাবে আদায়যোগ্য হইবে।

জব্দকৃত জীবন্ত বা ক্রিয়াশীল বস্তু, উপকরণ, পদার্থ ও ধারণপাত্র নিষ্পত্তি	৫৭। (১) ধারা ৫৫ এর উপ-ধারা (৩) এর পরিদর্শক বা এতদ্দ্যুশ্যে কর্তৃপক্ষ হইতে ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোন ব্যক্তি কর্তৃক অধীন যেকোন জীবন্ত বা ক্রিয়াশীল বস্তু বা যে কোন উপকরণ, পদার্থ, বা ধারণপাত্র পরিদর্শক কর্তৃক জব্দ করা হইলে, ধারা ৫৬ এর বিধান অনুযায়ী উক্ত জীবন্ত বা ক্রিয়াশীল বস্তু, উপকরণ, পদার্থ, ধারণপাত্র ধ্বংস করা না গেলে, যে ব্যক্তির দখলে থাকাবস্থায় উহা জব্দ করা হইয়াছে তাহাকে উক্ত রূপ জব্দের বিষয়টি এইমর্মে অবহিত করিতে হইবে যে, জব্দকৃত বস্তু, উপকরণ, পদার্থ বা ধারণপাত্রটি এখতিয়ার সম্পন্ন ম্যাজিস্ট্রেটের সম্মুখে উপস্থাপন করা হইবে। (২) এই আইনে বা আপাততঃ বলবৎ অন্য কোন আইনের অধীন কোন অভিযোগ উত্থাপিত হউক বা না হউক, উপ-ধারা (১) এর অধীন বিবেচনার জন্য কোন জীবন্ত বা ক্রিয়াশীল বস্তু বা যেকোন উপকরণ, পদার্থ বা ধারণপাত্র ম্যাজিস্ট্রেটের সম্মুখে উপস্থাপন করা হইলে ম্যাজিস্ট্রেট, তদ্‌বিবেচনায় প্রয়োজনীয় প্রমাণাদি গ্রহণের পর, যদি মনে করেন যে, উক্ত- (ক) খাদ্যদ্রব্য, জীবন্ত বা ক্রিয়াশীল বস্তু, উপকরণ বা পদার্থ মানব স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর বা খাদ্য হিসাবে অনুপযোগী বা দূষিত বা ভেজাল-মিশ্রিত; অথবা (খ) বিক্রয়ের উদ্দেশ্যে ধারণপাত্রটিতে কোন ভেজাল মিশ্রিত খাদ্য, মানব স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর বা মানুষের খাদ্য হিসাবে অনুপযোগী বা দূষিত খাদ্য উৎপাদন বা সংরক্ষণের জন্য ব্যবহার করা হইয়াছে বা ধারণপাত্রটিতে মানব স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর বা মানুষের খাদ্য হিসাবে অনুপযোগী কোন বস্তু, উপকরণ বা পদার্থ রহিয়াছে,- তাহা হইলে ম্যাজিস্ট্রেট, উক্ত জীবন্ত বা ক্রিয়াশীল বস্তু বা খাদ্যদ্রব্য, উপকরণ, পদার্থ বা ধারণপাত্র কর্তৃপক্ষের অনুকূলে বাজেয়াপ্ত করতঃ কর্তৃপক্ষকে তৎক্ষণাৎ উহা ধ্বংস করিতে নির্দেশ প্রদান করিবেন এবং উক্ত রূপ কোন নির্দেশ প্রদত্ত হইলে কর্তৃপক্ষ উহা ধ্বংস বা অন্য কোন ভাবে নিষ্পত্তির ব্যবস্থা গ্রহণ করিবে।

এই আইনের বিধান লঙ্ঘন করিবার দণ্ড	৫৮। কোন ব্যক্তি তফসিলের কলাম (৩) এ বর্ণিত এই আইনের কোন বিধান লঙ্ঘন করিলে উহা এই আইনের অধীন অপরাধ হিসাবে গণ্য হইবে এবং তজ্জন্য উক্ত বিধানের বিপরীতে কলাম (৪) এ বর্ণিত দণ্ডে এবং একই বিধান পুনরায় লঙ্ঘন করিলে কলাম (৫) এ বর্ণিত দণ্ডে দণ্ডিত হইবেন।
কোম্পানী কর্তৃক বিধান লঙ্ঘন বা অপরাধ সংঘটন	৫৯। (১) এই আইন বা তদধীন প্রণীত বিধি বা প্রবিধানের কোন বিধান লঙ্ঘনকারী বা অপরাধ সংঘটনকারী যদি কোম্পানী হয়, তাহা হইলে উক্ত কোম্পানীর মালিক, অংশীদার, স্বত্ত্বাধিকার, চেয়ারম্যান, ব্যবস্থাপনা পরিচালক, পরিচালক জেনারেল ম্যানেজার, ম্যানেজার, সচিব বা প্রত্যক্ষ ভাবে সংশ্লিষ্ট অন্য কোন কর্মকর্তা, কর্মচারী বা এজেন্ট, যে নামেই অভিহিত হউক না কেন, বিধানটি লঙ্ঘন বা অপরাধ সংঘটন করিয়াছেন বলিয়া গণ্য হইবে, যদি না তিনি প্রমাণ করিতে পারেন যে, উক্ত লঙ্ঘন বা অপরাধ তাহার অজ্ঞাতসারে সংঘটিত হইয়াছে অথবা উক্ত লঙ্ঘন বা অপরাধ রোধ করিবার জন্য তিনি যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়া অকৃতকার্য হইয়াছেন। (২) উপ-ধারা (১) এ উল্লিখিত কোম্পানী আইনগত ব্যক্তিসত্ত্বা (**Body Corporate**) হইলে, উক্ত উপ-ধারায় উল্লিখিত ব্যক্তিকে অভিযুক্ত ও দোষী সাব্যস্ত করা ছাড়াও উক্ত কোম্পানীকে পৃথক ভাবে একই কার্যধারায় অভিযুক্ত ও দোষী সাব্যস্ত করা যাইবে, তবে ফৌজদারী মামলায় উহার উপর সংশ্লিষ্ট বিধান অনুসারে শুধু অর্থদণ্ড আরোপ করা যাইবে। ব্যাখ্যা।- এই ধারায়- (ক) 'কোম্পানী' অর্থে যেকোন সংস্থা, সংবিধিবদ্ধ হউক বা না হউক, বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান, অংশীদারী কারবার, সমিতি, সংঘ বা সংগঠনও অন্তর্ভুক্ত হইবে; এবং (খ) বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে 'পরিচালক' অর্থে উহার কোন অংশীদার বা পরিচালনা বোর্ডের সদস্যও অন্তর্ভুক্ত হইবে।
জামিনযোগ্যতা ও আমলযোগ্যতা	৬০। এই আইনের ধারা ২৩, ২৪,২৫, ২৬, ২৭, ২৮, ২৯, ৩০, ৩১, ৩৩, ৩৪, ৩৫ ও ৩৭ এ বর্ণিত অপরাধ আমলযোগ্য (**cognizable**) ও অজামিনযোগ্য (**non-bailable**) হইবে এবং উক্ত অপরাধ ব্যতীত এই আইনের অন্যান্য অপরাধ অ-আমলযোগ্য (**non-cognizable**) ও জামিনযোগ্য (**bailable**) হইবে।
অন্য আইনে অপরাধ হইবার ক্ষেত্রে অনুসরণীয় পদ্ধতি	৬১। আপাততঃ বলবৎ অন্য কোন আইনে ভিন্নরূপ যাহা কিছুই থাকুক না কেন, এই আইনের অধীন কোন অপরাধ যদি অন্য কোন আইনে বিশেষ অপরাধ হিসাবে উচ্চতর দণ্ডযোগ্য অপরাধ হইয়া থাকে, তাহা হইলে উহাকে এই আইনের অধীন নিরাপদ খাদ্য বিরোধী বিশেষ অপরাধ হিসাবে গণ্য করিয়া বিচারের জন্য গ্রহণের ক্ষেত্রে আইনত কোন বাধা থাকিবে না : তবে শর্ত থাকে যে, সংশ্লিষ্ট অপরাধের প্রকৃতি ও গুরুত্ব বিবেচনা করিয়া যদি কর্তৃপক্ষ মনে করে যে, উক্ত অপরাধের জন্য সংশ্লিষ্ট বিশেষ আদালত বা বিশেষ ট্রাইব্যুনালে, যাহা প্রযোজ্য, উহার বিচার হওয়া সমীচীন হইবে, তাহা হইলে এতদুদ্দেশ্যে চেয়ারম্যানের নিকট হইতে ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তার মাধ্যমে, উহার অধিকতর কার্যকর বিচার নিশ্চিত করিবার উদ্দেশ্যে, বিশেষ আদালত বা বিশেষ ট্রাইব্যুনালে যাহা প্রযোজ্য, মামলা দায়েরের লক্ষ্যে চেয়ারম্যান প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন।
অর্থদণ্ডের অর্থের অংশ অভিযোগকারীকে প্রদান	৬২। এই আইনের অধীন কোন মামলায় খাদ্য আদালত কোন অভিযুক্ত ব্যক্তিকে দোষী সাব্যস্ত করিয়া কোন অর্থদণ্ড আরোপ করিলে উক্ত অর্থের ২৫ (পঁচিশ) শতাংশ অর্থ প্রণোদনা হিসাবে সংশ্লিষ্ট অভিযোগকারী প্রাপ্ত হইবেন : তবে শর্ত থাকে যে, অভিযোগকারী কর্তৃপক্ষের কোন কর্মকর্তা বা কর্মচারী হইলে, তিনি উক্ত প্রণোদনা প্রাপ্য হইবেন না।
প্রকৃত অপরাধীকে সনাক্তকরণে সহায়তা, ইত্যাদি	৬৩। (১) এই আইনের কোন বিধান লঙ্ঘনজনিত কোন কার্যের সহিত কোন বিক্রেতার জ্ঞাতসারে সংশ্লিষ্টতা না থাকার বিষয়টি যদি সন্দেহাতীত ভাবে বোধগম্য হয় এবং প্রয়োজনবোধে উক্ত বিক্রেতা আইনের বিধান লঙ্ঘনকারীকে সনাক্তকরণে সহযোগিতা করিতে যদি প্রস্তুত থাকেন, তাহা হইলে এই আইনের অধীন অপরাধের জন্য দায়ী করিয়া তাহার বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক কোন ব্যবস্থা গ্রহণ না করিয়া আইনের বিধান লঙ্ঘণকারীকে সনাক্তকরণের কার্যক্রম গ্রহণ করা যাইবে।

	(২) কোন দোকান হইতে বিক্রিত কোন খাদ্যদ্রব্য দূষিত, ভেজাল, নকল বা ত্রুটিপূর্ণ হইবার ক্ষেত্রে যদি উক্ত খাদ্যদ্রব্য কোন বৈধ বা অনুমোদিত কারখানা, ফ্যাক্টরি বা প্রতিষ্ঠানে উৎপাদিত বা প্রস্তুত হইয়া থাকে এবং যদি সন্দেহাতীত ভাবে বোধগম্য হয় যে খাদ্যদ্রব্য প্রস্তুত বা উৎপাদন প্রক্রিয়ার সহিত দোকানের মালিক বা পরিচালকের কোন সংশ্লিষ্টতা নাই এবং প্রয়োজনবোধে যদি উক্ত ব্যক্তি আইনের বিধান লঙ্ঘনকারীকে সনাক্তকরণে সহযোগিতা করিতে প্রস্তুত থাকেন, তাহা হইলে দোকানের মালিক বা পরিচালককে দায়ী করিয়া কোন ফৌজদারী বা প্রশাসনিক কার্যক্রম বা ব্যবস্থা গ্রহণ না করিয়া আইনের বিধান লঙ্ঘনকারীকে সনাক্তকরণের কার্যক্রম গ্রহণ করা যাইবে। (৩) জীবিকা অর্জনের উদ্দেশ্যে কোন ব্যক্তি কোন খাদ্যদ্রব্য ক্রয় করিয়া হকার বা ফেরিওয়ালা হিসাবে বিক্রয় করিলে এবং অনুরূপ বিক্রিত খাদ্যদ্রব্য যদি নকল, ভেজাল বা অন্য কোন রূপ ত্রুটিপূর্ণ হইয়া থাকে এবং উহার দ্বারা কোন খাদ্যভোক্তার স্বার্থ ক্ষুণ্ন হইয়া থাকে, তাহা হইলে অনুরূপ কারণে যদি সন্দেহাতীতভাবে বোধগম্য হয় যে, তিনি অবৈধভাবে লাভবান হইবার উদ্দেশ্যে সজ্ঞানে বা যোগসাজশে অথবা জানিয়া শুনিয়া উহা খাদ্য ভোক্তার নিকট বিক্রয় করেন নাই এবং প্রয়োজবোধে যদি উক্ত হকার বা ফেরিওয়ালা বিধান লঙ্ঘনকারীকে সনাক্তকরণে কর্তৃপক্ষকে সহযোগিতা করিতে প্রস্তুত থাকেন, তাহা হইলে উক্ত হকার বা ফেরিওয়ালাকে দায়ী করিয়া কোন ফৌজদারী বা প্রশাসনিক কার্যক্রম বা ব্যবস্থা গ্রহণ না করিয়া আইনের বিধান লঙ্ঘনকারীকে সনাক্তকরণের কার্যক্রম গ্রহণ করা যাইবে। (৪) কাঁচা মৎস্য ও শাক-সবজির ন্যায় দ্রুত পচনশীল কোন খাদ্যদ্রব্য কোন হকার বা ফেরিওয়ালার নিকটি বা কোন দোকানে স্বাভাবিক প্রাকৃতিক কারণে পচিয়া যাওয়া অবস্থায় পাওয়া গেলে যদি ইহা সহজেই বোধগম্য হয় যে পচিয়া গিয়াছে জানিয়াও অবৈধভাবে লাভবান হইবার উদ্দেশ্যে সজ্ঞানে বা যোগসাজশে তিনি উহা খাদ্য ভোক্তার নিকট বিক্রয় বা বিক্রয়ের চেষ্টা করেন নাই তাহা হইলে উক্ত হকার, ফেরিওয়ালা বা দোকানদারকে দায়ী করিয়া কোন ফৌজদারী বা প্রশাসনিক কার্যক্রম বা ব্যবস্থা গ্রহণ না করিয়া কর্তৃপক্ষ কর্তৃক পচনশীলতা প্রতিরোধমূলক কার্যক্রম গ্রহণ করা যাইবে। (৫) এই ধারার অধীন দায় হইতে অব্যাহতিপ্রাপ্ত কোন ব্যক্তি কর্তৃপক্ষ কর্তৃক আদিষ্ট বা অনুরুদ্ধ হইলে তাৎক্ষণিকভাবে নকল বা ভেজালের উৎস উদঘাটনের বিষয়ে এবং প্রয়োজনবোধে বিচার কার্যের সাক্ষী হিসাবে কর্তৃপক্ষকে সহায়তা প্রদান করিতে বাধ্য থাকিবেন।
	দশম অধ্যায় **খাদ্য আদালত, অভিযোগ, বিচার, ইত্যাদি**
খাদ্য আদালত নির্ধারণ, ক্ষমতা ও এখতিয়ার	৬৪। (১) এই আইনের অধীন অপরাধ বিচারের জন্য প্রয়োজনীয় সংখ্যক আদালত থাকিবে যাহা বিশুদ্ধ খাদ্য আদালত নামে অভিহিত হইবে। (২) ফৌজদারী কার্যবিধিতে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, উপ-ধারা (১) এর উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, সরকার, সুপ্রিম কোর্টের সহিত পরামর্শ ক্রমে, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, প্রথম শ্রেণীর ম্যাজিস্ট্রেট আদালত বা, ক্ষেত্রমত, মেট্রোপলিটন এলাকার জন্য মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট আদালতকে বিশুদ্ধ খাদ্য আদালত হিসাবে নির্ধারণ করিবে এবং একাধিক আদালত নির্ধারণ করা হইলে উহাদের প্রত্যেকটি আদালতের জন্য এলাকা নির্দিষ্ট করিয়া দিবে। (৩) সরকার, সুপ্রীম কোর্টের সহিত পরামর্শক্রমে, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, সময় সময়, উপ-ধারা (১) এর অধীন নির্ধারিত খাদ্য আদালতের অধিক্ষেত্র নির্ধারণ বা পুনঃ নির্ধারণ করিতে পারিবে। (৪) ফৌজদারী কার্যবিধিতে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, এই আইনের অধীন কোন ব্যক্তির উপর অর্থদণ্ড আরোপের ক্ষেত্রে খাদ্য আদালতের এই আইনে উল্লিখিত যেকোন পরিমাণ অর্থদণ্ড আরোপ করিবার ক্ষমতা থাকিবে।
বিচার	৬৫। (১) এই আইনের অধীন সংঘটিত অপরাধ যে খাদ্য আদালতের স্থানীয় অধিক্ষেত্রের মধ্যে সংগঠিত হইবে, সাধারণভাবে সেই আদালতে উহার বিচার অনুষ্ঠিত হইবে। (২) খাদ্য আদালত এই আইনের অধীন সংঘটিত অপরাধসমূহের বিচার সংক্ষিপ্ত পদ্ধতিতে সম্পন্ন করিবে এবং এতদুদ্দেশ্যে, এই আইনে ভিন্নতর কিছু না থাকিলে, ফৌজদারী কার্যবিধির **Chapter XXII** -তে বর্ণিত পদ্ধতি, যতদূর প্রযোজ্য হয়, অনুসরণ করিবে।

অভিযোগ ও মামলা দায়ের	৬৬। (১) খাদ্য ক্রেতা, ভোক্তা, গ্রহীতা বা খাদ্য ব্যবহারকারীসহ যেকোন ব্যক্তি এই আইনের অধীন নিরাপদ খাদ্য বিরোধী কার্য সম্পর্কে চেয়ারম্যান বা তদ্‌কর্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত প্রতিনিধি বা পরিদর্শকের নিকট লিখিতভাবে অভিযোগ জানাইতে পারিবেন। (২) চেয়ারম্যান বা তদকর্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোন কর্মকর্তা বা পরিদর্শক, এই আইনের অধীন যেকোন অপরাধ সংঘটনের বিষয় অবহিত হইবার পর, প্রয়োজনীয় অনুসন্ধান ও পরীক্ষা-নিরীক্ষান্তে সংশ্লিষ্ট অপরাধের বিষয়ে প্রাথমিকভাবে নিশ্চিত হইলে, খাদ্য আদালতে মামলা দায়ের করিবে। (৩) এই ধারায় ভিন্নরূপ যাহা কিছুই থাকুক না কেন, যে কোন ব্যক্তি, এই আইনের অধীন মামলা দায়েরের জন্য কারণ উদ্ভব হইবার ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে, নিরাপদ খাদ্য বিরোধী যেকোন কার্য সম্পর্কে খাদ্য আদালতে মামলা দায়ের করিতে পারিবেন।
তদন্ত ও তদন্তকারী কর্মকর্তা	৬৭। (১) চেয়ারম্যান কর্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তা বা স্থানীয় অধিক্ষেত্রে নিয়োজিত পরিদর্শক তদন্তকারী কর্মকর্তা হিসাবে এই আইনে বর্ণিত সকল অভিযোগের তদন্ত করিবেন। (২) এই আইনের অধীন কোন অভিযোগের তদন্তকার্য পরিচালনাকালে তদন্তকারী কর্মকর্তা ফৌজদারী কার্যবিধির বিধান অনুসরণে থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তার ন্যায় ক্ষমতা প্রয়োগ করিবেন। (৩) উপ-ধারা (১) এর অধীন তদন্তকালে তদন্তকারী কর্মকর্তা, প্রয়োজনে, আইন শৃংঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীসহ অন্য যেকোন সংস্থার নিকট সহায়তা যাচনা করিতে পারিবেন এবং এইরূপ সহায়তা যাচনা করা হইলে উক্ত সংস্থা যাচিত সহায়তা প্রদান করিতে বাধ্য থাকিবে।
তদন্তের সময়সীমা	৬৮। (১) চেয়ারম্যান কর্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তা বা পরিদর্শক খাদ্য আদালত কর্তৃক কোন অপরাধ তদন্তের আদেশ প্রদানের তারিখ হইতে পরবর্তী ৯০ (নব্বই) কার্যদিবসের মধ্যে তদন্তকার্য সম্পন্ন করিবেন। (২) কোন যুক্তিসঙ্গত কারণে, উপ-ধারা (১) এ উল্লিখিত সময়সীমার মধ্যে, তদন্তকার্য সম্পন্ন করা সম্ভব না হইলে, তদন্তকারী কর্মকর্তা কারণ লিপিবদ্ধ করিয়া অতিরিক্ত ৩০ (ত্রিশ) কার্যদিবসের মধ্যে তদন্তকার্য সম্পন্ন করিবেন এবং তৎসম্পর্কে কারণ উল্লেখপূর্বক খাদ্য আদালতকে লিখিত ভাবে অবহিত করিবেন। (৩) উপ-ধারা (২) এ উল্লিখিত সময়সীমার মধ্যেও তদন্তকার্য সম্পন্ন করা না হইলে, সংশ্লিষ্ট তদন্তকারী কর্মকর্তা উক্ত সময়সীমা অতিক্রান্ত হইবার ২৪ (চব্বিশ) ঘন্টার মধ্যে উক্তরূপ তদন্তকার্য সম্পন্ন না হওয়া সম্পর্কে খাদ্য আদালতকে লিখিতভাবে অবহিত করিবেন। (৪) উপ-ধারা (৩) এর অধীন তদন্তকার্য সম্পন্ন না হওয়া সম্পর্কে অবহিত হইবার পর খাদ্য আদালত উক্ত অপরাধের তদন্তভার অন্য কোন কর্মকর্তার নিকট হস্তান্তর করিবে এবং উক্ত উপ-ধারায় উল্লিখিত কর্মকর্তা কর্তৃক যথাসময়ে তদন্তকার্য সম্পন্ন না করিবার ব্যর্থতাকে অযোগ্যতা গণ্যে তাহার বিরুদ্ধে যথাযথ বিভাগীয় শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তার নিয়ন্ত্রণকারী কর্তৃপক্ষকে নির্দেশ প্রদান করিবে।
পরোয়ানা জারীর ক্ষমতা	৬৯। কর্তৃপক্ষ বা উহার পক্ষে ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তার আর্জির প্রেক্ষিতে বা স্বীয় বিবেচনায় খাদ্য আদালতের যদি এইরূপ বিশ্বাস করিবার কারণ থাকে যে,- (ক) কোন ব্যক্তি এই আইনের অধীন কোন অপরাধ সংঘটন করিয়াছেন, বা (খ) এই আইনের অধীন অপরাধ সংক্রান্ত কোন বস্তু বা উহা প্রমাণের জন্য প্রয়োজনীয় কোন দলিল, দস্তাবেজ বা কোন প্রকার জিনিসপত্র কোন স্থানে বা কোন ব্যক্তির নিকট রক্ষিত আছে, তাহা হইলে অনুরূপ বিশ্বাসের কারণ লিপিবদ্ধ করিয়া উক্ত আদালত উক্ত ব্যক্তিকে গ্রেফতার করিবার জন্য বা উক্ত স্থানে, দিনে বা রাতে যেকোন সময়ে, পরোয়ানা জারী করিতে পারিবে।

তল্লাশি, গ্রেফতার, ইত্যাদির ক্ষমতা	৭০। এই আইনের অধীন জারীকৃত পরোয়ানা তল্লাশি, গ্রেফতার ও আটকের বিষয়ে ফৌজদারী কার্যবিধির বিধান প্রযোজ হইবে।
গ্রেফতারকৃত ব্যক্তি ও আটককৃত মালামাল সম্পর্কে বিধান	৭১। (১) ধারা ৬৯ এর অধীন জারীকৃত কোন পরোয়ানার ভিত্তিতে কোন ব্যক্তিকে গ্রেফতার করা হইলে বা কোন বস্তু আটক করা হইলে অনতিবিলম্বে গ্রেফতারকৃত ব্যক্তি বা আটককৃত বস্তুটিকে নিকটস্থ থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তার নিকট প্রেরণ করিতে হইবে। (২) উপ-ধারা (১) এর অধীন কোন ব্যক্তি বা বস্তু যে কর্মকর্তার নিকট প্রেরণ করা হইবে তিনি যথাশীঘ্র সম্ভব উক্ত ব্যক্তি বা বস্তু সম্পর্কে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন।
ক্যামেরায় গৃহীত ছবি, রেকর্ডকৃত কথাবার্তা ইত্যাদির সাক্ষ্য মূল্য	৭২। **Evidence Act, 1872 (Act No. I of 1872)** তে ভিন্নরূপ যাহা কিছুই থাকুক না কেন, নিরাপদ খাদ্য ব্যবস্থার সহিত জড়িত কোন ব্যক্তি বা আইন প্রয়োগকারী সংস্থার কোন সদস্য বা অন্য কোন ব্যক্তি এই আইনে বর্ণিত কোন অপরাধ বা ক্ষতি সংঘটন বা সংঘটনের প্রস্তুতি গ্রহণ বা উহা সংঘটনে সহায়তা সংক্রান্ত কোন ঘটনার বিষয়ে ভিডিও বা স্থিরচিত্র ধারণ বা গ্রহণ করিলে বা কোন কথাবার্তা বা আলাপ-আলোচনা রেকর্ড করিলে উক্ত ভিডিও, স্থিরচিত্র, অডিও উক্ত অপরাধ বা ক্ষতি সংশ্লিষ্ট মামলা বিচারের সময় সাক্ষ্য হিসাবে গ্রহণযোগ্য হইবে।
অভিযোগের সত্যতা নিরূপণের ক্ষেত্রে খাদ্যদ্রব্যের পরীক্ষা	৭৩ । (১) অভিযোগের সত্যতা নিরূপণের ক্ষেত্রে খাদ্য আদালত যদি মনে করে যে, উক্ত খাদ্যদ্রব্যের যথাযথ পরীক্ষা ব্যতীত অভিযোগের সত্যতা নিরূপণ করা সম্ভব নহে, তাহা হইলে আদালত অভিযোগকারীর নিকট হইতে উক্ত পণ্যের একটি নমুনা সংগ্রহ করিয়া উহাতে সীলমোহর প্রদান ক্রমে তৎনির্ধারিত পদ্ধতিতে প্রত্যয়ন করিবে এবং নমুনায় নিষিদ্ধ পদার্থ বিদ্যমান থাকিবার বিষয়ে পরীক্ষার প্রয়োজনীয় নির্দেশসহ উহা সরকার বা কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নির্ধারিত পরীক্ষাগারে প্রেরণ করিবে। (২) কোন পরীক্ষাগারে উপ-ধারা (১) এর অধীন কোন খাদ্যদ্রব্য পরীক্ষার জন্য প্রেরণ করা হইলে, প্রেরণের তারিখ হইতে ১ (এক) মাসের মধ্যে উহার রিপোর্ট আদালতে প্রেরণ করিতে হইবে: তবে শর্ত থাকে যে, যুক্তিসঙ্গত কারণে উক্ত সময়ের মধ্যে পরীক্ষা সম্পন্ন করা না গেলে, পরীক্ষাগারের চাহিদামত, পরীক্ষার সময় আরও ২ (দুই) সপ্তাহ পর্যন্ত বৃদ্ধি করা যাইবে। (৩) খাদ্য আদালত কোন খাদ্যদ্রব্যের নমুনা সরকার বা কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নির্ধারিত পরীক্ষাগারে প্রেরণের পূর্বে উক্ত খাদ্যদ্রব্যের নমুনায় উত্থাপিত অভিযোগ যাচাইয়ের জন্য প্রয়োজনীয় পরীক্ষার ব্যয় নির্বাহের উদ্দেশ্যে নির্ধারিত অর্থ বা ফি জমা দানের জন্য সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি বা কর্তৃপক্ষকে নির্দেশ প্রদান করিতে পারিবে।
আপীল	৭৪। খাদ্য আদালত কর্তৃক প্রদত্ত রায় বা আদেশ দ্বারা কোন পক্ষ সংক্ষুব্ধ হইলে তিনি উক্ত রায় বা আদেশ প্রদত্ত হইবার ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে স্থানীয় অধিক্ষেত্রের দায়রা জজের আদালতে আপীল দায়ের করিতে পারিবেন।
মোবাইল কোর্টের এখতিয়ার	৭৫। এই আইনে ভিন্নরূপ যাহা কিছুই থাকুক না কেন, এই আইনের অধীন অপরাধসমূহ, যে ক্ষেত্রে যতটুকু প্রযোজ্য, মোবাইল কোর্ট আইন, ২০০৯ (২০০৯ সনের ৫৯ নং আইন) অনুসারে বিচার্য হইবে।

একাদশ অধ্যায়
দেওয়ানী প্রতিকার

দেওয়ানী প্রতিকার	৭৬। (১) এই আইন বিরোধী কার্যকলাপের জন্য কোন ব্যক্তির বিরুদ্ধে ফৌজদারি কার্যক্রম দায়ের ও তদ্‌কারণে সংঘটিত ফৌজদারি অপরাধে দণ্ডিত হইবার কারণে ক্ষতিগ্রস্ত কোন ব্যক্তি বা খাদ্যভোক্তা কর্তৃক উক্ত ব্যক্তির বিরুদ্ধে দেওয়ানী প্রতিকার দাবী করিয়া সংশ্লিষ্ট স্থানীয় অধিক্ষেত্রের উপযুক্ত দেওয়ানী আদালতে মামলা দায়ের করিতে আইনগত কোন বাধা থাকিবে না। (২) কোন বিক্রেতার নিরাপদ খাদ্য বিরোধী কার্যের দ্বারা কোন খাদ্য- গ্রহীতা ক্ষতিগ্রস্ত হইলে এবং উক্ত ক্ষতির পরিমাণ আর্থিক মূল্যে নিরূপণযোগ্য হইলে, তিনি উক্ত নিরূপিত অর্থের অনূর্ধ্ব ৫ (পাঁচ) গুণ আর্থিক ক্ষতিপূরণ দাবি করিয়া উপযুক্ত দেওয়ানী আদালতে ক্ষতিপূরণের মামলা দায়ের করিতে পারিবেন। (৩) দেওয়ানী আদালত বাদীর আর্জি, বিবাদীর জবাব, সাক্ষ্য প্রমাণ এবং পারিপার্শ্বিক বিষয়াদি পর্যালোচনা করিয়া নিরূপিত ক্ষতির সঠিক পরিমাণের অনূর্ধ্ব ৫ (পাঁচ) গুণের মধ্যে যেকোন অংকের ক্ষতিপূরণ, যাহা ন্যায় বিচারের স্বার্থে যথাযথ বলিয়া বিবেচিত হইবে, প্রদান করিতে নির্দেশ প্রদান করিতে পারিবে। (৪) Code of Civil Procedure, 1908 (Act No. V of 1908), Contracs Act, 1872 (Act No. IX of 1872) ges Civil Courts Act, 1887 (Act No. XII of ১৮৮৭) এ ভিন্নরূপ যাহা কিছুই থাকুক না কেন, এই ধারার বিধানাবলী কার্যকর হইবে।
দেওয়ানী আপীল	৭৭। Code of Civil Procedure, 1908 (Act No. V of 1908) ges Civil Courts Act, 1887 (Act No. XII of 1887) এ ভিন্নরূপ যাহা কিছুই থাকুক না কেন, ধারা ৭৬ এর অধীন আদালত কর্তৃক প্রদত্ত রায় ও ডিক্রির বিরুদ্ধে ৯০ (নববই) দিনের মধ্যে স্থানীয় অধিক্ষেত্রের জেলা জজের আদালতে আপীল দায়ের করা যাইবে।

দ্বাদশ অধ্যায়
প্রশাসনিক তদন্ত ও জরিমানা

প্রশাসনিক তদন্ত পরিচালনায় কর্তৃপক্ষের ক্ষমতা	৭৮। (১) কোন ব্যক্তির খাদ্যের বিশুদ্ধতা সম্পর্কে কোন অভিযোগ থাকিলে তিনি, বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে, উহা কর্তৃপক্ষের নিকট লিখিতভাবে প্রশাসনিক ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য আবেদন করিতে পারিবেন। (২) উপ-ধারা (১) এর অধীন আবেদন প্রাপ্তির ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে কর্তৃপক্ষ উক্ত অভিযোগ সম্পর্কে প্রয়োজনীয় প্রশাসনিক অনুসন্ধান বা তদন্ত পরিচালনার পর যে ব্যক্তি উক্ত খাদ্য প্রস্তুত, বিপণন বা বিক্রয় করিয়াছেন সেই ব্যক্তিকে তাহার করণীয় সম্পর্কে যথাযথ নির্দেশনা প্রদান করিবে। (৩) উপ-ধারা (২) এর অধীন তদন্ত পরিচালনার জন্য কর্তৃপক্ষ উহার যেকোন কর্মকর্তাকে এই ধারার উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, তদন্তকারী কর্মকর্তা হিসাবে নিয়োগ করিতে পারিবে। (৪) উপ-ধারা (৩) এর অধীন নিযুক্ত তদন্তকারী কর্মকর্তা বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে, তদন্ত কার্য পরিচালনা করিবেন এবং তৎসম্পর্কে একটি প্রতিবেদন কর্তৃপক্ষের নিকট দাখিল করিবেন। (৫) এই ধারার অধীন দাখিলকৃত তদন্ত প্রতিবেদন বিবেচনার পর কর্তৃপক্ষ কর্তৃক উক্ত বিষয়ে কোন ব্যক্তিকে কোন নির্দেশ প্রদান করা হইলে উক্ত ব্যক্তি উক্ত নির্দেশ মানিয়া চলিতে বাধ্য থাকিবেন এবং উক্তরূপ নির্দেশ পালনে ব্যর্থ হইলে কর্তৃপক্ষ, বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে, উক্ত ব্যক্তির উপর অনধিক ৩ (তিন) লক্ষ টাকা প্রশাসনিক জরিমানা আরোপ করিতে পারিবে। (৬) উপ-ধারা (৫) এ যাহা থাকুক না কেন, এই আইনের ধারা ২৩, ২৪, ২৫, ২৬, ২৭, ২৮, ২৯, ৩০, ৩১, ৩৩, ৩৪, ৩৫ ও ৩৭ লংঘনের ক্ষেত্রে এই ধারার অধীন প্রশাসনিক জরিমানা আরোপ করা যাইবে না। (৭) কোন ব্যক্তি এই ধারার অধীন তাহার উপর আরোপিত প্রশাসনিক জরিমানা, নির্ধারিত সময়ের মধ্যে, পরিশোধ করিতে ব্যর্থ হইলে উহা Public Demands Recovery Act, 1913 (Act IX of 1913) এর অধীন সরকারি দাবী গণ্যে আদায়যোগ্য হইবে।
আপীল	৭৯। কোন ব্যক্তি ধারা ৭৮ এর অধীন প্রদত্ত কোন আদেশ দ্বারা সংক্ষুব্ধ হইলে, তিনি উক্ত আদেশ প্রাপ্তির ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে, সরকারের নিকট আপীল দায়ের করিতে পারিবেন এবং সরকার উক্ত আপীল দায়েরের ৬০ (ষাট) দিনের মধ্যে নিষ্পত্তির যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করিবে।

ত্রয়োদশ অধ্যায়
বিবিধ

জনসেবক	৮০। কর্তৃপক্ষের চেয়ারম্যান, সদস্য, কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণসহ এই আইনের অধীনে নিয়োগপ্রাপ্ত বা দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রত্যেক খাদ্য বিশ্লেষক এবং পরিদর্শক দণ্ডবিধির ধারা ২১ এ public servant (জনসেবক) অভিব্যক্তিটি যে অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে সেই অর্থে জনসেবক বলিয়া গণ্য হইবে।
সরকারি কর্মকর্তা ও কর্মচারী কর্তৃক দায়িত্ব পালনে ব্যর্থতা	৮১। (১) এই আইনের অধীন অপরাধ দমনে সহায়তাকারী কোন সরকারি কর্মচারী দায়িত্ব পালনে ব্যর্থ হইলে বা কোন বিধান লঙ্ঘন করিলে অনুরূপ ব্যর্থতা বা লঙ্ঘনের জন্য তিনি দায়ী হইবেন, যদি না তিনি প্রমাণ করিতে পারেন যে, অনুরূপ ব্যর্থতা বা, ক্ষেত্রমত, লঙ্ঘন তাহার অজ্ঞাতসারে ঘটিয়াছে বা উক্ত লঙ্ঘন রোধ করিবার জন্য তিনি যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়া অকৃতকার্য হইয়াছেন। (২) উপ-ধারা (১) এ উল্লিখিত কোন ব্যর্থতা বা লঙ্ঘণের অভিযোগে কোন সরকারি কর্মচারী দায়ী হইলে তিনি সরকারি কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য বিধি-বিধান অনুযায়ী আচরণ ও শৃঙ্খলা সংক্রান্ত অপরাধে অভিযুক্ত হইবেন এবং উক্ত কারণে তাহার বিরুদ্ধে বিভাগীয় শৃঙ্খলামূলক কার্যক্রম গ্রহণ করিতে হইবে।
সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়, বিভাগ ও সংস্থার সহযোগিতা	৮২। সরকার, প্রয়োজনে, এই আইনের যথাযথ বাস্তবায়ন নিশ্চিত করিবার নিমিত্ত, পরিষদের পরামর্শ ক্রমে, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, বিভিন্ন মন্ত্রণালয়, বিভাগ, অধিদপ্তর, দপ্তর এবং স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসহ সংশ্লিষ্ট সরকারি ও বেসরকারী সংস্থার মধ্যে সহযোগিতার ক্ষেত্র এবং উহাদের দায়-দায়িত্ব সুনির্দিষ্ট করিতে পারিবে।
গোপনীয় তথ্য সংরক্ষণ	৮৩। কোন ব্যক্তি কর্তৃক কর্তৃপক্ষের নিকট সরবরাহকৃত কোন তথ্য গোপন রাখিবার জন্য কর্তৃপক্ষকে অনুরোধ করা হইলে এবং কর্তৃপক্ষ উহাতে সম্মতিজ্ঞাপন করিয়া থাকিলে, কর্তৃপক্ষ উহা তৃতীয় কোন পক্ষের নিকট প্রকাশ করিতে কিংবা প্রকাশের উৎস হিসাবে ব্যবহার করিতে পারিবে না : তবে শর্ত থাকে যে, জনস্বাস্থ্য রক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় হইলে, সংশ্লিষ্ট তথ্য জনসমক্ষে প্রচার করা যাইবে।
বার্ষিক প্রতিবেদন	৮৪। প্রত্যেক বৎসরের ৩১ জানুয়ারির মধ্যে কর্তৃপক্ষ তৎকর্তৃক পূর্ববর্তী বৎসরে সম্পাদিত কার্যাবলী সম্পর্কে একটি প্রতিবেদন সরকারের নিকট পেশ করিবে এবং সরকার কর্তৃপক্ষের নিকট হইতে যে কোন সময় উহার যেকোন বিষয়ের উপর প্রতিবেদন বা বিবরণী যাচনা করিতে পারিবে।
ক্ষমতা অর্পণ	৮৫। কর্তৃপক্ষ, জরুরি প্রয়োজনে, লিখিত আদেশ দ্বারা, সুনির্দিষ্ট শর্তে, এই আইনের অধীন উহার উপর অর্পিত যেকোন ক্ষমতা বা দায়িত্ব, উহার চেয়ারম্যান, সদস্য বা অন্য কোন কর্মকর্তাকে অর্পণ করিতে পারিবেন।
বিধি প্রণয়নের ক্ষমতা	৮৬। এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, সরকার, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, বিধিমালা প্রণয়ন করিতে পারিবে।
প্রবিধান প্রণয়নের ক্ষমতা	৮৭। এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে কর্তৃপক্ষ, সরকারের পূর্বানুমোদন ক্রমে এবং সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, প্রবিধান প্রণয়ন করিতে পারিবে।
অস্পষ্টতা দূরীকরণ	৮৮। এই আইনের কোন বিধান কার্যকর করিবার ক্ষেত্রে কোন অস্পষ্টতা দেখা দিলে সরকার, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, এই আইনের বিধানবলীর সহিত সঙ্গতিপূর্ণ হওয়া সাপেক্ষে, উক্তরূপ অস্পষ্টতা দূর করিত পারিবে।
আইনের ইংরেজী অনুবাদ প্রকাশ	৮৯। এই আইন প্রবর্তনের পর সরকার, প্রয়োজনবোধে, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, এই আইনের বাংলা পাঠের ইংরেজীতে অনূদিত একটি নির্ভরযোগ্য পাঠ (authentic english text) প্রকাশ করিতে পারিবে : তবে শর্ত থাকে যে, বাংলা পাঠ ও ইংরেজী পাঠের মধ্যে বিরোধের ক্ষেত্রে বাংলা পাঠ প্রাধান্য পাইবে।

রহিতকরণ ও হেফাজতকরণ	৯০। (১) এই আইন কার্যকর হইবার সংগে সংগে Pure Food Ordinance, 1959 (E. P. Ordinance No. LXVIII of 1959), অতঃপর উক্ত আইন বলিয়া উল্লিখিত, রহিত হইবে। (২) উপ-ধারা (১) এর অধীন স্থাপিত Pure Food Courঃ ধারা ৬১ এর অধীন নির্ধারিত বিশুদ্ধ খাদ্য আদালত হিসাবে গণ্য হইবে এবং উপ-ধারা (৩) অনুসারে উহাতে উল্লিখিত মামলাসমূহ নিষ্পত্তি করা যাইবে। (৩) উক্ত ধারা রহিতকরণের অব্যবহিত পূর্বে রহিত আইনের অধীন অনিষ্পন্ন মামলা সংশ্লিষ্ট বিশুদ্ধ খাদ্য আদালত, এবং উক্তরূপ মামলায় প্রদত্ত আদেশ, রায় বা দণ্ডের বিরুদ্ধে আপীল সংশ্লিষ্ট আদালতে, এমনভাবে পরিচালিত, নিষ্পত্তি হইবে যেন উক্ত আইন রহিত হয় নাই। (৪) উপ-ধারা (১) এর অধীন রহিতকরণ সত্ত্বেও- (ক) উক্ত আইনের অধীন প্রণীত কোন বিধিমালা বা প্রবিধিমালা এই আইনের সহিত সামঞ্জস্যপূর্ণ হওয়া সাপেক্ষে, এবং এই আইনের অধীন রহিত বা সংশোধিত না হওয়া পর্যন্ত বলবৎ থাকিবে; (খ) এই আইন প্রবর্তনের অব্যবহিত পূর্বে উক্ত আইনের অধীন কোন কার্য অথবা কার্যধারা নিষ্পন্নাধীন থাকিলে, উক্ত কার্য বা কার্যধারা উক্ত রহিত আইনের বিধান অনুসারে এই রূপে নিষ্পত্তি করিতে হইবে যেন এই আইন প্রবর্তিত হয় নাই।

প্রাণিসম্পদ উৎপাদন উপকরণ ও প্রাণিজাত খাদ্যের মান গবেষণাগার স্থাপন

প্রকল্প পরিচিতি

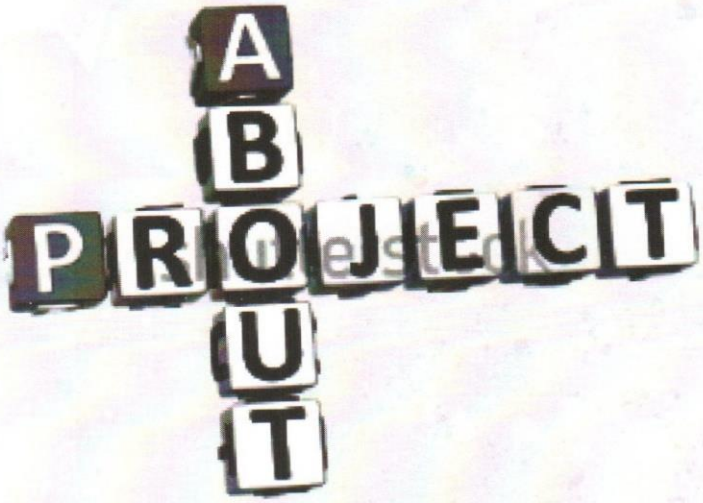

অধ্যায়-৩: স্থাপিতব্য 'প্রাণিসম্পদ মান নিয়ন্ত্রণ গবেষণাগার' এরপরিচিতি

প্রকল্পের নাম	ঃ	প্রাণিসম্পদ উৎপাদন উপকরণ ও প্রাণিজাত খাদ্যের মান নিয়ন্ত্রণ গবেষণাগার স্থাপন (EQCLIFP) প্রকল্প
উদ্যোগী মন্ত্রণালয়	ঃ	মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়
বাস্তবায়নকারী সংস্থা	ঃ	প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর
প্রকল্পের প্রাক্কলিত ব্যয়	ঃ	৬৬১৩.২৬ লক্ষ টাকা
প্রকল্পের অর্থায়ন	ঃ	সম্পূর্ণ জিওবি অনুদান
প্রকল্পের বাস্তবায়নকাল	ঃ	০১/০৭/২০১৬ হতে ৩০/০৬/২০১৯ পর্যন্ত
প্রকল্পের এলাকা	ঃ	সাভার, ঢাকা

প্রকল্পের সংক্ষিপ্ত পটভূমি

কৃষিপ্রধান বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে প্রাণিসম্পদের অবদান গুরুত্বপূর্ণ। গ্রামাঞ্চলের প্রায় ৮০% মানুষ তাদের জীবিকায়নের জন্য প্রাণিসম্পদের ওপর নির্ভরশীল। মানব খাদ্য হিসেবে প্রাণিজ আমিষ তথা দুধ, মাংস ও ডিম উৎপাদনের পাশাপাশি আত্মকর্মসংস্থান সৃষ্টি এবং উদ্যোক্তা উন্নয়নের মাধ্যমে দারিদ্র হ্রাসকরণ এবং খাদ্য নিরাপত্তায় আমাদের প্রাণিসম্পদ ব্যাপক ভূমিকা রাখছে। দেশের জনসংখ্যা ও অবকাঠামোর দ্রুত বৃদ্ধির ফলে খাদ্যশষ্য উৎপাদনের জমি কমে যাচ্ছে। তাই দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে গবাদিপশু ও পোল্ট্রি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে যাচ্ছে। বর্তমানে জিডিপি-তে প্রাণিসম্পদের অবদান শতকরা ১.৬৬ ভাগ। বাংলাদেশের মতো কৃষি প্রধান দেশে কর্মসংস্থান, দারিদ্র বিমোচন ও খাদ্য নিরাপত্তায় প্রাণিসম্পদ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করলেও গুণগতমান সম্পন্ন প্রাণিজাত খাদ্যের উৎপাদন আজ হুমকির সম্মুখীন।

বিগত কয়েক দশকে গবাদিপশু ও পোল্ট্রির চিরাচরিত পালনের পরিবর্তে বাণিজ্যিক উৎপাদন ব্যাপক বৃদ্ধি পেয়েছে। এই বাণিজ্যিকীকরণের ফলে পশু-পাখির খাদ্য, ওষুধ ও প্রজনন সামগ্রীর ব্যাপক চাহিদা তৈরি হয়েছে। এসকল উপকরণের দেশের অভ্যন্তরীন উৎপাদন বৃদ্ধি পেলেও চাহিদার তুলনায় তা কম। ফলশ্রুতিতে এসকল উপকরণ বিদেশ থেকে আমদানী করা হয়। দেশের অভ্যন্তরে উৎপাদিত এবং আমদানীকৃত এসকল পণ্যের মান নিয়ন্ত্রণ অত্যন্ত জরুরি। কেননা গুণগতমান ভাল না হলে প্রাণিসম্পদের উৎপাদনশীলতার ওপর বিরূপ প্রভাব পড়ে, বিভিন্ন রোগের প্রতি পশু-পাখির সংবেদনশীলতা বৃদ্ধি পায় এবং নতুন রোগের প্রকোপ দেখা দেয়। এমতাবস্থায় প্রাণিসম্পদের জন্য ব্যবহৃত এসকল উপকরণের মান নিয়ন্ত্রণের লক্ষ্যে জাতীয়ভাবে গুণগতমানের নির্দেশক তৈরি, নিয়ন্ত্রণকারী কর্তৃপক্ষ নির্ধারণ, মান নিয়ন্ত্রণ গবেষণাগার স্থাপন, মান নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রম গ্রহণ ও বাস্তবায়ন, সংশ্লিষ্ট মানবসম্পদের দতা উন্নয়ন ও দক্ষ জনশক্তি সৃষ্টি অত্যন্ত জরুরি।

পশু-পাখি লালন পালনে ও এই উপখাত উন্নয়নে বর্তমানে উদ্যোক্তা, খামারি, গ্রামীণ কৃষক, দুস্থ ও দরিদ্র জনগোষ্টি ও মহিলাদের সচেতনতা অনেকটাই বৃদ্ধি পেয়েছে এবং এক্ষেত্রে তারা পশু-পাখির খাদ্য, ঔষধ, প্রজনন উপকরণের গুণগতমান সম্পর্কে সন্দেহাতীত নয়। আমদানিকৃত প্রাণিসম্পদ উপকরণের মাধ্যমে নতুন রোগ, রোগ-জীবাণু, ক্ষতিকর রাসায়নিক ও জৈব রাসায়নিক পদার্থ দেশের অভ্যন্তরে অনুপ্রবেশ ও বিস্তার লাভ করতে পারে। এমনকি অভ্যন্তরীণ উৎপাদিত পণ্যের মাধ্যমেও বিভিন্ন রোগের প্রাদুর্ভাব বাড়তে পারে। কেবলমাত্র মান নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে এই অনুপ্রবেশ রোধ করা যেতে পারে। তাছাড়া বিভিন্ন প্রজনন উপকরণ যেমন বীজ, ভ্রূণ, প্যারেন্টস্টক ডিম ও বাচ্চার মাধ্যমেও বিভিন্ন রোগ বিস্তার লাভ করতে পারে। সাম্প্রতিককালে গরুর মাংস ও বোনমিল এর মাধ্যমে 'ম্যাডকাউ' নামক রোগ বিস্তারের সাথে পৃথিবী পরিচিতি পেয়েছে। অতএব, প্রাণিসম্পদ উৎপাদন উপকরণের উন্নত মান নিশ্চিত করা গেলে একদিকে যেমন গুণগতমানের পর্যাপ্ত উৎপাদন বৃদ্ধি সম্ভব তেমনি অন্যদিকে এর সাথে সম্পৃক্তদের স্বার্থ সংরক্ষণসহ রূপকল্প-২০২১ এবং ষষ্ঠ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় ঘোষিত প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়ন সম্ভবপর হবে।

উচ্চমান ও অধিক পরিমাণ দুধ, মাংস ও ডিম উৎপাদনের জন্য পশু-পাখির গুণগতমান সম্পন্ন খাদ্য ব্যবহার করা প্রয়োজন। এটা প্রমাণিত যে, পশু-পাখির উৎপাদন দক্ষতা তাদের খাদ্যের গুণগতমানের ওপর নির্ভরশীল। কেননা খাদ্যের গুণগত ও পুষ্টিগত মান ভাল হলে পশু-পাখির উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি পায়। প্রাণিসম্পদ খাতের উৎপাদন ব্যয়ের শতকরা প্রায় ৭০ ভাগ ব্যয় হয় খাদ্য উপাদানের পেছনে। তাই খাদ্যের পুষ্টিগত মান নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে উৎপাদন ব্যয় কমিয়ে এদের উৎপাদন বৃদ্ধিকে ত্বরান্বিত করা যায়। তাছাড়া সরকার পশু-পাখির খাদ্যের গুণগতমান নিশ্চিত করণে 'মৎস্য ও পশুখাদ্য আইন ২০১০' এবং 'পশুখাদ্য বিধিমালা ২০১৩' প্রণয়ন করেছে। এছাড়া পশু জবাই নিয়ন্ত্রণ ও জনসাধারণের জন্য মানসম্মত মাংস প্রাপ্তি নিশ্চিত করার লক্ষ্যে 'পশু জবাই ও মাংসের মান নিয়ন্ত্রণ আইন ২০১১' প্রণীত হয়েছে। প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের আওতায় স্থাপিতব্য মান নিয়ন্ত্রণ গবেষণাগার চালু হলে উপরোক্ত আইনগুলো বাস্তবায়নের মাধ্যমে প্রাণিসম্পদের জন্য প্রয়োজনীয় উপকরণের মান নিয়ন্ত্রণ করে মানসম্পন্ন প্রাণিজ আমিষ তথা দুধ, মাংস ও ডিমের উৎপাদন ব্যাপক বৃদ্ধি পাবে। তাছাড়া স্থাপিতব্য এই গবেষণাগার বাংলাদেশ ও বহিঃবিশ্বের বিভিন্ন গবেষণাগারের সাথে সমন্বয় সাধন করে একটি রেফারেন্স গবেষণাগার হিসেবে আত্মপ্রকাশ করবে।

বর্তমানে মানুষ স্বাস্থ্য বিষয়ে অনেক সচেতন হয়েছে এবং পশু-পাখি লালন পালনেও উন্নত উপকরণের নিশ্চয়তা চায়। তাই প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হলে প্রাণিসম্পদের সকল উপকরণের মান নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে অনাকাঙ্খিত রোগ, রোগ-জীবানু, ক্ষতিকর রাসায়নিক ও জৈব রাসায়নিক পদার্থের অনুপ্রবেশকে রোধ করা যাবে। এই গবেষণাগারটি কেন্দ্রীয় অথরিটি হিসেবে পদক্ষেপ নিবে এবং অন্যান্য গবেষণাগারের সাথে সমন্বয় সাধন করবে। উক্ত গবেষণাগারের এনালাইসিস ফি রাজস্ব আয়ের পথকেও সুগম করবে। প্রাণিসম্পদ খাতের উপকরণ আমদানি, রপ্তানি, বিপনন, বাজারজাতকরণসহ অন্যান্য ক্ষেত্রে এই গবেষণাগারের প্রত্যয়নপত্রকে বাধ্যতামূলক করার মাধ্যমে উপকরণের গুণগত ও পুষ্টিগত মান নিয়ন্ত্রণ করা হলে পশু-পাখির উৎপাদন ব্যয় হ্রাস ও উৎপাদন বৃদ্ধির মাধ্যমে প্রাণিসম্পদ উন্নয়ন তরান্বিত হবে। ফলে কর্মসংস্থান ও আত্মকর্মসংস্থান সৃষ্টি, দারিদ্র হ্রাসকরণ, নারীর ক্ষমতায়ন, খাদ্য নিশ্চয়তা ও খাদ্য নিরাপত্তা ইস্যুতে কার্যকরী ভূমিকা রাখবে।

প্রকল্পের উদ্দেশ্যসমূহঃ

সাধারণ উদ্দেশ্য

প্রাণিসম্পদ উৎপাদনের নিমিত্তে ব্যবহৃত উপকরণ (পশু-পাখির খাদ্য, ঔষধ, প্রজনন উপকরণ) ও উৎপাদিত দ্রব্যাদির মান নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে প্রাণিসম্পদের উৎপাদনকে ত্বরান্বিত করা এবং সর্বোপরি খাদ্য নিরাপত্তায় কার্যকরী পদক্ষেপ গ্রহণ করা। তাছাড়া গুনগতমান সম্পন্ন মাংস ও মাংসজাত দ্রব্যাদি বিদেশে রপ্তানির মাধ্যমে বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করা।

সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্য সমূহ

ক) প্রাণিসম্পদের খাদ্য ও ফিড এডিটিভস্ এর গুণগত মান নিয়ন্ত্রণ করা।

খ) ঔষধ, হরমোন, স্টেরয়েড ও তার রেসিডিউ এর গুণগত মান নিয়ন্ত্রণ করা।

গ) বেসকরকারী খাতে গুণগতমান সম্পন্ন পশু-পাখির খাদ্য ও অন্যান্য উপকরণ উৎপাদনের জন্য ল্যাবরেটরি পরীক্ষার মাধ্যমে সনদ প্রদান করা।

ঘ) প্রাণিসম্পদ উৎপাদন উপকরণ ও প্রাণিজাত খাদ্যের মান নিয়ন্ত্রণের জন্য ভ্রাম্যমান আদালত পরিচালনায় সহায়তা করা।

ঙ) প্রাণিসম্পদ হতে উৎপাদিত পণ্য ও উপজাত এর রুটিন এনালাইসিস পরিচালনা করা।

চ) গুণগতমান সম্পন্ন পশু-পাখির খাদ্য ব্যবহারে জনসচেতনতা তৈরি করা।

প্রকল্পের প্রধান কার্যক্রম সমূহ

- ৬ তলা বিশিষ্ট একটি মান নিয়ন্ত্রণ ল্যাব, ৪ তলা বিশিষ্ট একটি ডরমিটরি ভবন,বাউন্ডারি ওয়াল, অভ্যন্তরীণ রাস্তা, ডিপ টিউব ওয়েল, ইটিপি (ইফুয়েন্ট ট্রিটমেন্ট প্ল্যান্ট) ইত্যাদি নির্মাণ
- মান নিয়ন্ত্রণ ল্যাবের জন্য যন্ত্রপাতি, আসবাবপত্র ক্রয়, কেমিক্যাল ও রিয়েজেন্ট ক্রয়।
- মাঠ পর্যয়ের কর্মকর্তা (৫০০ জন) ও কর্মচারীদের (৫০০ জন) ২ দিন মেয়াদি প্রশিক্ষণ
- ১০ জন কর্মকর্তাকে বিদেশে এবং ৩২ জন কর্মচারীকে দেশে মান নিয়ন্ত্রণ ল্যাব সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ
- ১ টি জীপ, ১ টি পিকআপ, ১ টি মাইক্রোবাস ও ৫ টি মোটর সাইকেল ক্রয়
- মান নিয়ন্ত্রণ সংক্রান্ত ইনভেস্টিগেটিভ গবেষণা পরিচালনা করা।

প্রাণিসম্পদ উৎপাদন উপকরণ ও প্রাণিজাত খাদ্যের মাননিয়ন্ত্রণ গবেষণাগার স্থাপন প্রকল্প

প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর, বাংলাদেশ, কৃষি খামার সড়ক, ফার্মগেট, ঢাকা

ঢাকার সাভারে নির্মাণাধীন "প্রাণিসম্পদ মান নিয়ন্ত্রণ গবেষণাগার"